## কিছু কথা

**কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) নষ্ট না হয়।**

**(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)**

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

**'আশীষ বাণী ১ম খণ্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।**

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

# শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

**আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খন্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

## আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

## আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

## আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

## আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

## আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

## আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

## আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

## অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

## অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

## অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

## অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

## অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

## অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

## অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

## পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

## সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

## সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

## ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

## দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

## দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

## দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

## দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

## দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

## দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

## কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

## কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

## কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

## নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

## নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

## নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

## নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

## ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

**অমিয় বাণী**

https://drive.google.com/open?id=1t-lkBDoYrC6t_sAYbtQmSXgoEcPneUKd

**অমিয় লিপি**

https://drive.google.com/open?id=1zBTbYhUNi_5hbyMk4BkExcSP8mTaDU-M

**নারীর নীতি**

https://drive.google.com/open?id=14w4WE68UgBNXCB7xsSSHIYI-pSlC-U9h

**নারীর পথে**

https://drive.google.com/open?id=1wh8GH6c9G2CJYJZ2U0TS-9q-fCVQ7ql3

**পথের কড়ি**

https://drive.google.com/open?id=10xDHlRnij4jD8Pgk7M_Qu8ELB5PZ01Iv

**চলার সাথী**

https://drive.google.com/open?id=18_qDsHYSjolbP6J6S0FkO1sdCcz6lqqs

**তাঁর চিঠি**

https://drive.google.com/open?id=1a9v5I-s2PyrAYgiemOKNAXPIwvG6UI3e

**আশীষ বাণী ১ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=1IoohjFWI8gvmKAX8r6WqZ3ZvC0ktEbBS

**আশীষ বাণী ২য় খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=1LizCMjM77nC-D9tYxsOJrFQqUekfH5Vr

**জীবন দীপ্তি ১ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=1evnUYAnPVlqlnNSrNHl13QYiKOA_wEgu

**জীবন দীপ্তি ২য় খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=1tajL9oz221NocRozT88a2C45xfOTYsJz

**জীবন দীপ্তি ৩য় খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=1zu1f908RV7womSrjW7ibm8_UpOsXeivq

**সুরত-সাকী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিপি**

https://drive.google.com/open?id=1n-4e9YDVVxImDEr-oQvk7G0YuTGJTc0h

**শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র**

https://drive.google.com/open?id=1vszRjJSvBEmPeJG8tJKXGhr5MeO-DJ3-

**অখণ্ড জীবন দর্শন**

https://drive.google.com/open?id=1zDDiRtgcvg2unJnjBn50Fnh3wUgkn99h

***The Message Vol 1***

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

**The Message Vol 2**

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

**The Message Vol 3**

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

**The Message Vol 4**

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

**The Message Vol 5**

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

**The Message Vol 6**

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

**The Message Vol 7**

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

**The Message Vol 8**

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

**The Message Vol 9**

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

**Magna Dicta**

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

# আশীষ বাণী

## জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

**প্রকাশক ঃ**

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস্
সৎসঙ্গ, দেওঘর, এস্-পি ।



**চতুর্থ সংস্করণ**

বৈশাখ, ১৩৯৪

**মুদ্রক ঃ**

শ্রীকাশীনাথ পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

**বাইণ্ডার ঃ**

কৌশিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

## 'বা'

# অবতরণিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে স্নেহাশীষধারা বিতরণ করেছেন এবং বিভিন্ন বৎসরারম্ভে নববর্ষের যে আশীর্ব্বাণী দিয়েছেন সেইগুলি একত্র ক'রে এই পুস্তকখানি সংকলিত হয়েছে। 'আ-পূর্ব্বক শাস্ ধাতু' হ'তে আশীষ শব্দটি হয়েছে। আশীষবাণী আর অনুশাসনবাক্য একই অর্থ-দ্যোতক। তাই অনুশাসনবাক্যসমূহ আমরা যখন কাঁটায়-কাঁটায় পালন করি, জীবনে অনুসরণ করি, তখনই আমরা বাস্তব আশীষ ও কল্যাণধারার অধিকারী হই। সাধারণতঃ আমরা কিন্তু তা' বুঝি না—আশীর্ব্বাদ বলতে ভেবে নিই এমন-কোন তুক্‌তাক্ যা'তে না-ক'রেও আমরা পাওয়ার—কৃতকার্য্যতার অধিকারী হ'তে পারি। অনুশাসন মেনে চললেই যে পাওয়ার অধিকার লাভ হয়—আর তখনই যে আশীর্ব্বাদ আমাদের জীবনে সার্থক হ'য়ে ওঠে—

একথা আমাদের সম্যক্ প্রণিধানের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। আর তখনই অনুশাসন বা আশীষ-বাণী জীবনে, কর্ম্মে প্রতিফলিত ক'রে আমরা বাস্তব কৃতিত্বে বিভূষিত হ'ব। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই আশীষ-বাণীসমূহ গভীরতম সত্যের নিবিড় অনুভূতির উপর অধিষ্ঠিত। তাঁর দূরদর্শিতা, তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা-বিমণ্ডিত দেবজীবনের দুর্ল্লভ উপদেশপূর্ণ যে আশীষবাণী মানবের পরম-কল্যাণে স্বর্গীয় অমৃতধারার ন্যায় অহৈতুকী কৃপারূপে বর্ষিত হয়েছে—আমরা যেন তা' সম্যক্ ধারণ করতে পারি, তদনুপাতিক সম্যক্ চেষ্টা করতে পারি, সম্যক্ সঙ্কল্প ও সম্যক্ কর্মান্ত যেন আমাদের অন্তরে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—তবেই ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনে আমরা সার্থকতামণ্ডিত হ'ব, কৃতার্থ হ'ব, ধন্য হ'ব—আর তখনই তাঁর অমৃতময়ী আশীষবাণী পরম সার্থকতা লাভ করবে আমাদের জাতীয়-জীবনে, কর্ম্মে ও সাধনায়।

দেওঘর
১লা বৈশাখ, ১৩৬৭।

বিনয়াবনত
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

# চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আশীষ-বাণী সমূহের সংকলন 'আশীষ বাণী'র ১ম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণরূপে প্রকাশিত হ'ল।

প্রকাশক

দেওঘর

১লা বৈশাখ, ১৩৯৪ সাল।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।
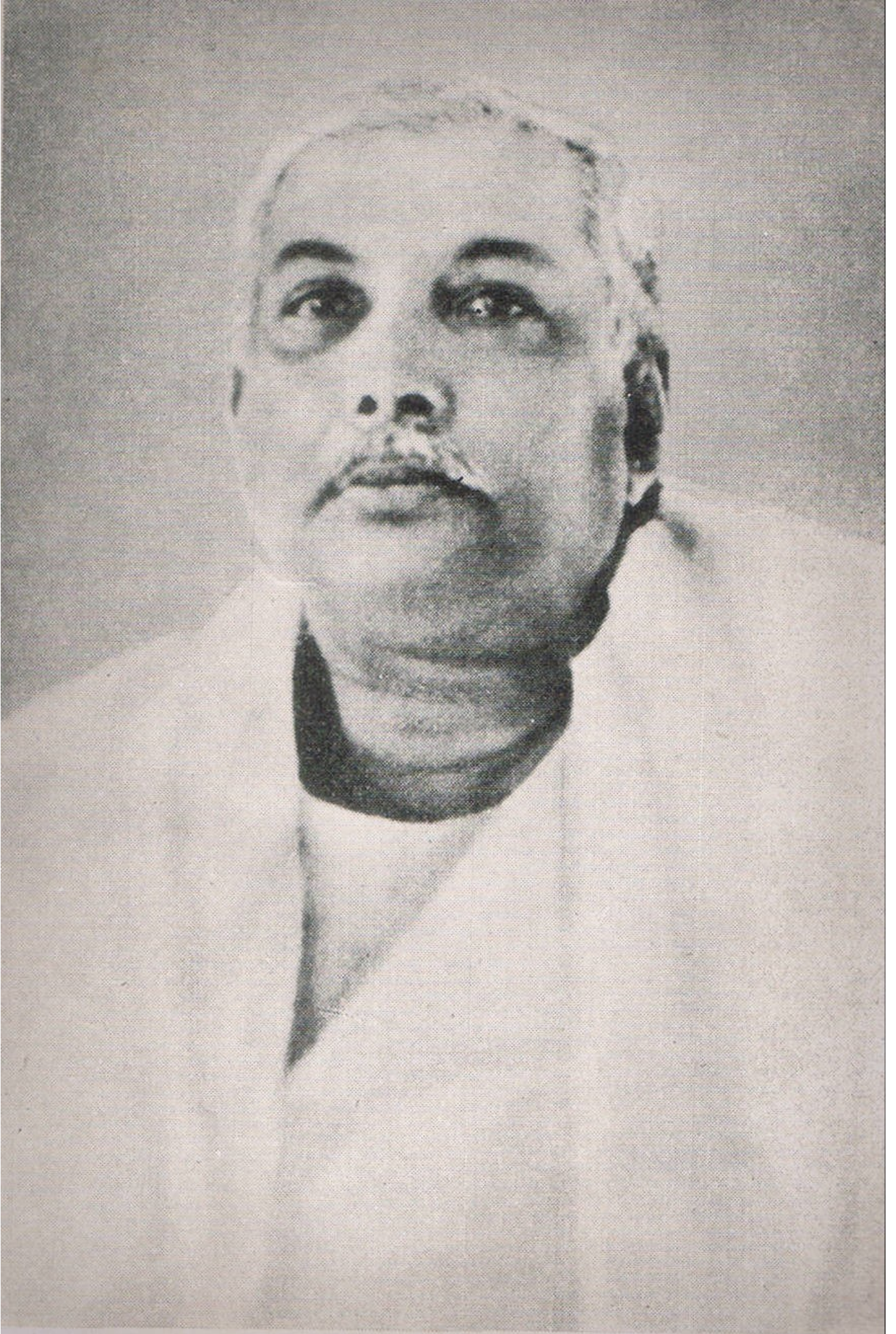
১

কর,

বাঁচ—

আর সবাইকে

বাঁচাও,

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠা

তোমার বজ্রযষ্টি হউক !

## ২

এই উষা—আমাদের নববর্ষের নবীন উষা, এখনও তার জাগরণ এলেও ঘুম-বিলোল আবিল আলস ভাঙেনি, পাখীগুলি এখনও তাদের প্রভাতের সামগান সুরু করেনি—মাঝে মাঝে নিবিড় নিস্তব্ধতা-ভাঙা সামতানে কেবল এক-আধটি তাদের গেয়ে উঠছে!

আদিত্য তার বালরশ্মি বিকীর্ণ ক'রে আঁকড়ে ধরেছে যেন তার জননী উষাকে! ঊর্দ্ধে তাকাও, প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্ক তার আলিঙ্গনে ঐ বালরশ্মিজালকে আলিঙ্গন করছে—তাতে তাদের প্রশ্নহারা সত্তা যেন একটা বিরাট্ বিবর্দ্ধন হ'য়ে সব নিজত্বগুলি দিয়ে ঐ আদিত্যকেই সার্থক ক'রে ক্রমবিবর্দ্ধনে আরোতর ক'রে তুলছে—তারা এই দৃষ্টির সম্মুখে থেকেও যেন আপন-হারা, সত্তাহারা কোন্ আলোক-অন্তরালে হারিয়ে গেল—যদিও যায়নি, আছে—ঐ পরম আদিত্য-একত্বে!

প্রার্থনা করি আমার তাঁরই কাছে—তোমরা প্রত্যেকে ঐ জ্যোতিষ্কেরই মতন ঐ অমনতর ভঙ্গীতেই পরম-আদিত্যকে আঁকড়ে ধ'রে, তোমাদের নিজত্বের সুর তাঁর জ্যোতির লহরে মিলিয়ে সার্থক হ'য়ে, সার্থক

ক'রে তোল সবাইকে—যারা তোমার পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেক হ'য়ে তোমারই চেতনাকে চেতিয়ে তুলছে !

মঙ্গল আন, আশীর্ব্বাদ আন, অমৃত আন, শান্তিজল ছিটিয়ে দাও, প্রত্যেক অন্তরকে অমৃতবাহী ক'রে তোল !

৩

ঈশ্বর এক,

ধৰ্ম্ম এক—অভ্যুদয়ী ও নিঃশ্রেয়সী,

অবতার বা প্রেরিত মহাপুরুষগণ

একবার্ত্তাবাহী,

পারম্পর্য্যায়ী-সংহতিপ্রাণ অনুপূরক,

নীতি-উন্নতবর্ত্মী, জীবনীয়,

অবিদ্বেষী, পারস্পরিক সমৃদ্ধিশীল,

সার্থক-এককেন্দ্রবর্ত্তনী;

ইহারই অনুপূরক যাহা

তাহাই সদাচার,

ইহারই অনুপূরক যাহা

তাহাই সৎকর্ম্ম,

ইহারই অনুপূরক যাহা

তাহাই সার্থক বিজ্ঞান;

আবার একমাত্র অব্যভিচারী

একনিষ্ঠ প্রেমই হ'চ্ছে সর্ব্বপাবক উদ্গাতা,—

তোমাদের

উৎসর্গীকৃত একনিষ্ঠ প্রেম,

# আশীষ বাণী

তোমাদের আচার,
তোমাদের কর্ম্ম ও বিবিদিষী বুভুক্ষা
ইহারই অনুপূরণ করুক,
সার্থক হউক—
সর্ব্বসমৃদ্ধির অধিকারী হইয়া
পরমদৈবতে অমৃতবান্ হউক !
অনুপূরণ কর,
অনুপূরক হও,—
অনুপূরণ পাও !

## ৪

উদ্যমদ্যুতি তখনই আবিল—
জীবন যখন
বৃত্তিপঙ্কিলতায় উৎসহারা,
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা-বিমুখ,—
বৃত্তিকেই যখন সে স্বীয় স্বার্থ বিবেচনা ক'রে
চলতে থাকে,—
সমবেদনায় ইষ্টীপূত জীবনগুলিকে
তাদের স্বার্থ-সম্পদ্-দুঃখ-সঙ্কটে
বুক দিয়ে আগ্‌লে ধরার
চেতনাকে
প্রবৃত্তিপঙ্কিল প্ররোচনায় অন্ধ ক'রে তোলে ;
আবার যখনই
তার এই মলিন বোধনাগুলিকে
কঠোর কশাঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত,
উৎক্ষিপ্ত ক'রে
বৃত্তিকে অগ্রাহ্য কর্‌তে থাকে,—
ইষ্টস্বার্থবোধনায়
সমবেদনার আকুল আলোকে

উদ্ভাসিত হ'য়ে,

ইষ্টদীপনায়

প্রতিপ্রত্যেককে আলিঙ্গনের সহিত

ইষ্টানুগ জীবনবর্দ্ধনায়

দুন্দ্বশাকে বিতাড়িত করতঃ

সম্বর্দ্ধনপ্রেরণায় চল্‌তে থাকে,

তখনই আরম্ভ হয়

তার জীবনের উৎসব—

আর, এই উৎসব এনে দেয়

সপারিপার্শ্বিক নিজের স্বর্গস্থাপন !

---

২৭শে ভাদ্র, ১৩৪৭, সৎসঙ্গ, পাবনা ।
কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের
ত্রিপঞ্চাশত্তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ।

## ৫

স্ফোটসংবেদন

অন্তরায়ের পাষাণ চাপকে

উদ্ভিন্ন করিয়া

যখন বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধিপরতার

আকূতির উচ্ছলতায়

নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়,

তখনই সে উদ্দীপনাকুলতার সহিত

বিধির সন্ধানে সন্ধিৎসু হইয়া ওঠে,

দর্শন তার বোঝাপড়াকে আমন্ত্রণ করিয়া

সমাহার-স্বাতন্ত্র্যে

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়—

এই প্রতিষ্ঠাপ্রাণতাই

আলিঙ্গনাকুল হইয়া যাহাকে অবলম্বন করতঃ

নিজেকে ব্যাপ্ত ও চলন্ত রাখিতে চায়

সে-ই হ'চ্ছে জীবন-ধর্ম্ম—

এই ধর্ম্ম জীবনকে ফুটন্ত সম্বেগে

ধরিয়া রাখিয়া

অনন্ত জীবনে বেগবান্ করিয়া তোলে—

এই বেগই আনে বিপ্লাবন,
আর এই বিপ্লাবনই হ'চ্ছে
অমৃতের পরিবেষক—
যাহা ব্যক্তি-জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে
উদ্ভিন্ন হইয়া
নিয়ম-বাণীর নীতিতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে,
যার অনুসরণে
আসে অখণ্ড ব্যষ্টি,
আসে সমাজ,
আসে রাষ্ট্র,
আসে বৃহতের ব্রাহ্মী ব্যক্তিত্ব ;
তাই সত্তাকে যদি জীবিতই রাখিতে চাও,
বর্দ্ধনে যদি তাহাকে উন্নতই করিতে চাও,
অশুভের সাথে সংগ্রাম করিয়া—
যদি ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্ব, সমাজ-ব্যক্তিত্ব,
রাষ্ট্র-ব্যক্তিত্ব ও ব্রাহ্মী-ব্যক্তিত্বকে
অটুট ও অকাট্য করিয়াই তুলিতে চাও,
তবে একপ্রাণতায়
জীবনবর্দ্ধন-নীতির রাজপথে
চলায়মান থাকিয়া

পরস্পর পরস্পরের স্বার্থবান হইয়া

বৈশিষ্ট্যে বিশেষ হইয়া দাঁড়াও—

জীবনে জাগ্রত থাক,

আকৃতিকে উচ্ছল করিয়া রাখ,

কর্ম্মকে শ্রমণ করিয়া

সত্যকে আলিঙ্গন কর—

এখনই ওঠ, এখনই জাগ,

বরেণ্যকে আমন্ত্রণ কর—

আলিঙ্গনে তাঁহাতে নিবুদ্ধ হও!

---

বসন্ত পঞ্চমী, ১৩৪৭, সৎসঙ্গ, পাবনা।

পটুয়াখালী-শহরে সৎসঙ্গ আন্তঃজিলা-সম্মেলন উপলক্ষে।

## ৬

পরিভূতির উন্মাদনায় মানুষ যখন স্বীয় সত্তার উচ্ছল পরিপূরণে সচ্ছল হওতঃ সলীল-গতিতে নিজের প্রতি-পারিপার্শ্বিককে লইয়া আদর্শচরণোপনয়নে প্রজ্বালসিত কৃষ্টি-মেখলায় প্রতিপ্রত্যেককে প্রতিপ্রত্যেকের সহজ-পরি-পূরণী সার্থকতার একাত্মানুধাবনে সমষ্টি-ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিকতায় সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তখনই সে পায় সমষ্টিব্যক্তিত্বের একটা বিরাট্ ব্যষ্টিত্ব—যে ব্যক্তিত্বের অধিগমনে প্রতি ব্যক্তিব্যষ্টিত্বই স্বতঃ ও স্বাধীন হইয়াও তার পারিপার্শ্বিকের সহজ পরিপূরণে নিজেকে সার্থক করিয়া তোলে—ভক্তি-আনত আপ্লুতিতে চৈতন্যের চিদা-য়িত নির্ঝরতরঙ্গে বীচিবিক্ষোভ-আপ্রাণতায় দেবতা-দিগকে আহ্বান করে—নিজেদের উৎস পিতৃপুরুষকে পরি-পুষ্ট করে—প্রগতির নবীনতায় তাঁহাদিগকে বহন করিয়া তুলিয়া স্বাহা, স্বধা ও বষটের মহাসার্থকতার সম্বর্দ্ধনায় ঋদ্ধিমান্ হইয়া ওঠে—আর স্বাধীনতা সেইখানেই স্বতঃ।

---

৩০শে ভাদ্র, ১৩৪৮, সৎসঙ্গ, পাবনা।
যশোহর শহরে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ৫৪তম
জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে।

## ৭

ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পুণ্য-পাপ, আলো-আঁধার, জীবন-মরণ—এই নিয়েই বিশ্বব্যষ্টি-জীবনসত্তা সমষ্টির সহিত দোদুল্যমান্—আর এর ভিতরই তাদের সার্থক-সম্বর্দ্ধনী উপভোগ। তাই এই জীবন-দোলায় যাদেরই অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বাঞ্ছিত পুরুষোত্তম, সর্ব্ব বৃত্তিপ্রবৃত্তির আবীরফাগে অনুরঞ্জিত ক'রে সেই বাঞ্ছিত নিয়েই যাদের জীবনক্রিয়া—সর্ব্বতোভাবে তাঁকে ভরণ করাই যাদের জীবন-দোলযাত্রা—অমৃতের আকুল চুম্বন আগ্রহ-মদির টানে তাদিগকে অমরণযাত্রী কর্‌তে কখনই ক্ষান্ত থাকে না। আমাদের সবটুকু প্রবৃত্তি ও প্রাণঢালা এই আবীরানুরঞ্জনা শ্রীপুরুষোত্তম, তোমাতেই অমৃতবাহী ক'রে তুলুক্!

---

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৮, সৎসঙ্গ, পাবনা।
হাওড়া-শহরে সৎসঙ্গিবৃন্দকর্ত্তৃক দোলযাত্রা-উপলক্ষে।

## ৮

চিকণ স্রাবণে বৈকুণ্ঠের সিংহাসন-স্বেদনিস্রাবী অমৃত বহন করিয়া মলয়হিল্লোলী মায়ের চুমুর মত দরদরদী আলিঙ্গনে এই নববর্ষ তোমাদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলুক—বাক্যে, কর্ম্মে, জ্ঞানে—প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের স্বার্থ হইয়া সমবেদনায় ইষ্টানুগ অভি-দীপনার আশীষ বহনে তোমরা অমৃতোৎসারণশীল হইয়া ওঠ—

আমারই একান্তের চরণে এই আমার আকুল ভিক্ষা—তোমরা শত-শত বর্ষ আয়ুর অধিকারী হইয়া বাধা-বিপত্তি-দুঃখ-অভিশাপকে বিদলিত করতঃ অমৃত বহনে আরোতর হও !

১লা বৈশাখ, ১৩৪৮, সৎসঙ্গ, পাবনা।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



# ৯

বর্ষ আসে—
ভেসে ভেসে—
করুণাস্রোতে—
দোদুল দোলায়—
যুক্তোচ্ছল দীপ্ত বীথিকায়
স্বস্তি-তৃপ্তি-শান্তির বীচিবিহ্বল
আবেগ-দ্যোতনায়—
বুভুক্ষু বিশাখা সঞ্চারণে ;
বাঞ্ছিত প্রেরণার সংক্ষুব্ধ আকাঙ্ক্ষা
মানুষকে যখন
উদ্দীপ্ত ও উদগ্র করিয়া তোলে
সেই প্রীতি-আহরণাচরণে
সে উপভোগ করে তাঁকে,
মুখর বৃত্তিসন্দীপনা কিন্তু
দ্বিধাসঙ্কুল ক'রে
ঐ উপভোগ থেকে বঞ্চিত ক'রে তোলে ;
মানুষ তখন পায়
দুঃখ, দুর্দ্দশা আর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



আপশোষ,
জীবনটা মরণসঙ্কুল হ'য়ে ওঠে,
তাই প্রার্থনা করি—
তোমরা যুক্ত হও,
বোধের অধিকারী হও,
দক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হও—
চিন্তায় ভবিষ্যৎকে চাক্ষুষ ক'রে
সচকিত-সন্ধিৎসায় চ'লে
প্রতিপ্রত্যেককে
শুভে নিয়ন্ত্রিত কর ;
তৃপ্ত হও—
করুণাময়ের অমৃত করুণায়
শান্তির অধিকারী হ'য়ে ওঠ !

---

১লা বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৪৯, সৎসঙ্গ, পাবনা।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ১০

করালের দুরন্ত ঘূর্ণি
বিকট অভিসারে
দুর্নিবার দিশেহারা
মরণসঙ্কুল বিধিপ্রাণপ্রয়াসী উধাও তমসায়
প্রবৃত্তির কুটিল কুয়াশায়
আত্মগোপন ক'রে চলেছে—
জীবন তা'র কলরোলে
সবুজ ভঙ্গিমায় সবুজের ডাকে
লোহিত হৃদয়ে আকণ্ঠ স্বস্তি-আহ্বানে
কত আকুপাকু বুকে
কানে কানে
প্রাণে গেয়ে বেড়াচ্ছে,—
তুমি বেঁচে থাক অমৃতের সন্তান !
বেড়ে চল
অনন্ত চেতনা নিয়ে—সেই অনন্তের পথে—
অচ্ছেদ্যবন্ধনে
সংহতি-উষ্ণীষে
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের

স্বস্তি-স্বার্থ হ'য়ে
একটা বিরাট ইষ্টানুগ রাষ্ট্র-ব্যক্তিত্ব নিয়ে—
আসুক্ অমৃত, মুক্ত হউক অনন্তের পথ,
নিভে যাক্ কালের কুটিল ভঙ্গিমা,
আর, এই অবিরল রক্তস্রোতে লোহশীতে
থেমে যাক্
মরণের সব-থামা মলিন বিপত্তি ;
শান্তির সাধ্বী-অভিযান
সবিতার সুশ্রুত ঝঙ্কারে
প্রণবের সুরে ছন্দে ছন্দে
গা'ক্ অবিরাম—স্বস্তি ! স্বস্তি ! স্বস্তি !

---

সৎসঙ্গ, পাবনা, ১৩৪৯।
সৎসঙ্গী পত্রিকার অষ্টম বর্ষারম্ভে।

## ১১

সমস্ত বাধা-বিপত্তির লৌহ-প্রাচীর
ক্ষিপ্র বজ্রসংঘাতে
বিদীর্ণ ক'রে
তড়িৎসম্বেগী আদর্শপ্রাণতার সহিত
জীবন-বৃদ্ধিদ সৎকর্ম্মগুলিকে
সুসম্পন্ন ক'রে
দক্ষনিপুণ তীক্ষ্ণ চলনে
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে অমোঘ করিয়া তোলাই
পরম সার্থকতা,
আর তাই-ই সুখ—তা'তেই আত্মপ্রসাদ
এবং আত্মোন্নয়নও তা'তেই,
প্রবৃত্তিগুলির একতানীভূত সুসঙ্গতিপূর্ণ
যে আবেগময়ী উচ্ছন্দ চলন
তাই-ই হ'চ্ছে অদম্য প্রত্যয়,
শক্তি বা সামর্থ্যের
বীর্য্যপ্রসবিনী জননী,
অটুট উৎসরণশীল বিদ্যুদ্দ্বিকিরণী
দীপ্তিময়ী গতির সৃষ্টি ক'রে

জীবনকে অমৃতাহুতিপরায়ণ ক'রে তোলে
সেই-ই হ'চ্ছে প্রকৃত উৎসব ;
অমৃত-সিংহাসনে আসীন চেতনপ্রভু
পরম দয়াল
বিশ্ববিধাতার চরণে আমার একান্ত প্রার্থনা—
তোমরা বিদ্যুৎকর্ম্মা হও,
কৃতী হও,
নিষ্পাদনপরায়ণ সাধু হও,
অগোচর অন্তরীক্ষের আনন্দ—অন্তরাল হ'তে
স্বর্গসুষমামণ্ডিত অজচ্ছল পুষ্পবৃষ্টিতে—
পরম সার্থকতায়
তোমাদের উৎসব
উচ্ছলাবেগী তড়িৎ-কর্ম্মে
প্রীতিপূর্ণ মলয়-সংবাহনী ব্রাহ্মী পদবিক্ষেপে
শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক !
সুধা, স্বস্তি ও শান্তি তোমাদিগকে যেন
চিরদিনই অভিনন্দিত ক'রে চলে !

---

২৯শে ভাদ্র, ১৩৪৯, সৎসঙ্গ, পাবনা।
পঞ্চপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব-উপলক্ষে।

## ১২

আগ্রহ-মদির সক্রিয় প্রেষ্ঠানুগতি
জীবনকে উচ্ছল করিয়া
স্বতঃ-স্বেচ্ছানুপ্রেরণার সহিত
নিয়মানুবর্ত্তনার সার্থকতায়
অখণ্ড ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত
করিয়া তোলে—
আর, তা' হ'তেই আসে
যোগজীবন-চৌম্বক চরিত্র—
যে জীবন
তা'র প্রত্যেকটি পারিপার্শ্বিককে
একটা অলৌকিক আগ্রহ-আকর্ষণে
বুকভরা পূরণ-প্রস্রবণ নিয়ে
সহজ ও সক্রিয় সংহতিতে
শাসন-সেবায়
প্রত্যেকের ভিতরই
সংহতি-ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি ক'রে
চল্‌তে থাকে—
আর, এই চরিত্রেই থাকে শক্তি,

এখানেই থাকে সাহস
এখানেই থাকে বীর্য্য !
এই চরিত্রই শত দুঃখ-দুর্দ্দশাকেও
দলিত-মথিত করিয়া
সমুজ্জ্বল সত্তায়
স্বস্তিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে—
এই চরিত্রই বীর্য্যবান্,—বীর !
বৈশাখ আবার নবীন হ'য়ে এল—
পূব-আকাশের আরক্তিম হাসি
যা'-কিছু প্রতিপ্রত্যেককে জাগিয়ে তুলল
তেম্‌নি ক'রেই—
আলোড়নের সাড়ায়—
একটা নবীন আশা ও আবেগের
ঝঙ্কার দিয়ে,
প্রত্যেকের প্রাণে প্রাণে,
স্বস্তি-ইশারায় !
পরমকারুণিক পরমপিতার চরণে
আমার আকুল আগ্রহানত প্রার্থনা—
অচ্ছেদ্য ইষ্টস্পর্শ-প্রাণতায়
আপদ-বিপদ-দুঃখ-দুর্দ্দশাকে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



মথিত ক'রে, দলিত ক'রে—
অমৃত আহরণে
তোমরা প্রতিপ্রত্যেককে
অমর করিয়া তোল।

১লা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫০, সৎসঙ্গ, পাবনা।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

১৩

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ যা'র
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন,
যজনযাজনইষ্টভৃতির উদারবর্ত্মে
চরিত্র ও চলন যা'র উন্মুক্ত
ও রঙ্গিল,
স্বস্ত্যয়নী অমোঘ হ'য়ে
যা'কে আলিঙ্গন ক'রে রেখেছে,—
বিপাকের কঠোর কশাঘাত,
আতঙ্কের অশনি-গর্জ্জন,
বুভুক্ষার কোদণ্ড-ঝঙ্কার
যতই করাল হ'য়ে আসুক না—
ইষ্টানুগ সহ্যকে সাথিয়া ক'রে,
মন্ত্রপূত যুক্ত কৌশলখড়্গে
ক্ষিপ্রতার চকিত সন্ধিৎসায়
তাদিগকে নির্ম্মূল ক'রে
স্বস্তির অমরসিংহাসনে
সে অধিরূঢ় থাক্‌বেই থাক্‌বে!
তাই, দুর্দ্দিন যতই ঘোরাল হ'য়ে আসুক্ না,

কূট-কটাক্ষে বিপদ
যতই আস্ফালন করুক্ না,
তোমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ
যেন নির্ব্বাধ হ'য়ে
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে আলিঙ্গন ক'রে
বিধিনিঃসৃত ঐ রাজবর্ত্মে চল্‌তে থাকে—
প্রার্থনা আমার পরমকারুণিক তাঁরই চরণে,—
যা'তে প্রতিপ্রত্যেকে
স্বস্তি ও ঋদ্ধির অধিকারী হ'য়ে
নিজ নিজ জীবনকে বহন্ কর্‌তে পারে,
তা'তে কৃতকার্য্য হ'য়ে জীবনকে
সার্থক ক'রে তোলে !

---

১লা আষাঢ়, বুধবার, ১৩৫০,
১৬ই জুন, ১৯৪৩, সৎসঙ্গ, পাবনা।
সৎসঙ্গী পত্রিকার নববর্ষে পদার্পণ-উপলক্ষে।

## ১৪

বিস্ফোরক অশনি-সম্পাত,
দাউ দাউ দাবানল,
অগ্নিযন্ত্রে সবজ্রনির্ঘোষ—
এদের কালকোলাহল ভেদ ক'রেও
আর্ত্তদের বুকফাটা করুণ চীৎকার
ঢেউয়ের মত দোলায় ভেসে আসছে,
আবার তারই অন্তরের
নিবিড় আবেষ্টনী ভেঙ্গে
গানের মত ব্যোমব্যাকুল ছন্দে
জীবনের জয়যাত্রা—
জীবনের সব আশা,
সব উপভোগ
রিমি-রিমি তরঙ্গের মত
বন্ধুর উদগ্রবুকে
তৃষ্ণাতুর অমৃত-আহ্বানে
বাসন্তী বোধনে
পূজারীর পুষ্পপাত্র-নৈবেদ্যের
পূত উপচারে

## সব বুকে

শঙ্কিত সম্ভ্রমে, নব-নব জীবন-সজ্জায়,
প্রকৃতির প্রত্যেক হৃদয়ে
উদ্‌গ্রীব চেতনায় সজাগ হ'য়ে রয়েছে—
চায় জীবন, চায় বৃদ্ধি,
চায় স্মৃতিবাহী চেতনার
অনন্ত উৎসরণ !
তাই—
আমার অন্তরতমের কাছে
নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা,
প্রতি প্রাণে প্রেরণামণ্ডিত
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায়
যজনযাজনইষ্টভৃতিস্বস্ত্যয়নীর
মাভৈঃ-উত্তরে উদ্দীপ্ত হ'য়ে
সংহতির অমৃত বন্ধনে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের আবেষ্টনী
রক্ষা-কবচে
প্রাণবান্ সেবাপটু কর্ম্মপ্রেরণায়
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে
অমৃতের অধিকারী হও—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



পরমকারুণিক

মঙ্গল-নির্ম্মাল্যে

তোমাদিগকে বিভূষিত ক'রে রাখুন—

হে প্রেমন্ !

তোমার জয়জয়কার হউক !

---

১লা বৈশাখ, ১৩৫১, সৎসঙ্গ, পাবনা।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ১৫

নব বর্ষ চ'লে এল—
নবীনের নব আগমন—
উদ্যত যা' কর্ম্মফলপ্রচেষ্টাপ্রাণনে,—
সমুদ্যত-বিসৃজনী সার্থক-সম্ভবে—
রূপ হ'তে-রূপে, গুণ হ'তে গুণে,
প্রাণ হ'তে প্রাণে—
মরণের জীবনকে মথিত ক'রে
জীবনে উদ্ভিন্ন হ'তে হ'তে ছুটেছে—
সেই আবেগ-উপকণ্ঠকে আশ্রয় ক'রেই
নবীনের স্বাগত সম্ভাষ !
বিধ্বস্তির বিপদ-সংগ্রাম,
বৃত্তিস্বার্থী কূট চক্ষু
লেলিহান লোল-উদ্দীপনায়—
স্বার্থসেবী পরার্থপীড়নের ভীম-উন্মাদনায়—
ব্যবচ্ছেদী ঘোরঘূর্ণি সৃষ্টি ক'রে—
যে মরণাবর্ত্ত রচনা করেছে—
তারই কেন্দ্র হ'তে
অমৃতনিষ্যন্দী জীবনের উচ্ছল-লালিমা

অমৃতচ্ছটায়
প্রাণনসৌধকে সম্মুখে রেখে
ঐ দেখ জীবনকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে—
বলে,—আয়, আয়, আয়—
নাই ওরে বিধ্বস্তি-বিপাক,
ছুটে আয়—
সম্মুখেতে সীমাহারা অনন্ত জীবন,—
যেখানে আছে ইষ্টীপ্রাণন,
যেখানে আছে ইষ্টীচলন,
যেখানে আছে ইষ্টীপূত সংহতি—
মৃত্যু সেখানে চিরমরণশীল,
প্রাণ সেখানে চিরপ্রাণন-উচ্ছলতায়
অমোঘ !

১লা বৈশাখ, ১৩৫২, সৎসঙ্গ, পাবনা।

## ১৬

সকল বাধা-বিপত্তিকে
অতিক্রম ক'রে
জীবনকে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখাই
বেঁচে থাকা,
আর এই পারগতার মূলেই আছে,
অটুট, একনিষ্ঠ, বিস্ফোরণী ইষ্টানুরাগ—
যা'র ভিতর দিয়ে
মানুষের ইষ্টানুগ, উদ্‌গ্রীব,
আকাঙ্ক্ষা-পরিপূরণী কর্ম্ম-সুকৌশল
মস্তিষ্কে নিয়তই
গজিয়ে উঠতে থাকে—
ক্রমোন্নতির আরো হ'তে আরোতর
সম্বেগ-উন্মাদনায়,
এ-দিয়েই পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে,—
মূক বাচাল হ'য়ে ওঠে ;
আমার নিরন্তর একান্ত প্রিয়পরমের
নিকট করজোড়ে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা,
তোমরা কৃতী হও,—

জগতের প্রতিপ্রত্যেকের নিকট
তাঁরই অমৃতবাণী
যথাযথভাবে পরিবেশন কর,
সহজ সংহতিতে প্রতি বিভিন্নতার ভিতর দিয়ে
একত্বে পরিশোভিত হ'য়ে ওঠ,—
আর হৃদয়-নিংড়ান সব কৃতার্থতা নিয়ে
তাঁরই চরণে
সমস্ত উপঢৌকন দিয়ে
কর্ম্ম-সার্থকতার সম্বর্দ্ধনে
অনন্তে অঢেল হ'য়ে চল !

---

সৎসঙ্গ, পাবনা, ১৯৪৬।
কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের
অষ্টপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব-উপলক্ষে।

# ১৭

আলো আসে,—
আর যখনই সে আসে
আসে তমসার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে,
আর সেই তমসাই অবিদ্যা—
অজ্ঞান,
বিশৃঙ্খলা ছিটিয়ে থাকে ইতস্ততঃ
আর তা' হ'তেই ফুটে ওঠে
শৃঙ্খলা—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
অন্তর্নিহিত আবেগব্যঞ্জনায়,
পাশাপাশি, পরস্পর-সমসাম্যে,
আশীষ-বীজানুপ্রাণনে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে জীবন—
যা' গেছে তারই ফাটলে,
ফুটে ওঠে আরোতে—
সম্বর্দ্ধনায় ;
সেই তিনি এক অদ্বিতীয়,
সচ্চিদানন্দ—

একই সার্থকতায়
সম্বর্দ্ধনী সত্তায়
একই হ'য়ে
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে
দানে ভরিয়ে দেন প্রতিটিকে
স্বতন্ত্র সংস্কারবৈশিষ্ট্যে,
ব্রতী—ভক্ত তাঁ'তেই যুক্ত হ'য়ে
সক্রিয় অনুসরণে
উপাসনায় সার্থক হ'য়ে ওঠেন—
আর তিনিই মূর্ত্ত আশীষ,
ভাগবত মানুষ,
আদর্শ,
কলুষত্রাতা—
যুগে-যুগে
নানা ভাবে
যথোপযুক্ততায়
একই তাৎপর্য্যেরই নানা আবির্ভাব,
সংসক্তেরা দলে-দলে ছোটে,
পারস্পরিক সেবাসন্ধিৎক্ষু সহানুভূতি নিয়ে
তাঁকে সেবা ক'রে

সার্থক হ'তে—
তা' হ'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে সমাজ,
বৈশিষ্ট্য-সার্থকতা নিয়ে—
সেই সমাজেরই বুকে
গুচ্ছ বেঁধে ওঠে
সংঘ বা সম্প্রদায়,
প্রতিপ্রত্যেকটি গুচ্ছ
প্রত্যেকটি গুচ্ছে সার্থক হ'য়ে
মূল অনুরাগ-উদ্দীপনে।
সংহতি অবির্ত্তিত হ'তে হ'তে চলে,
শক্তি গর্জ্জমান্ হ'য়ে ওঠে,
সেবা-সহানুভূতি নিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
বিবেক সজাগ হ'য়ে রয়,
ঐশ্বর্য্য স্বতঃ-উন্মাদনায়
গজিয়ে উঠ্‌তে থাকে
এমনতর দ্রাবক নিয়ে
যা'
সব-কিছুকে গালিয়ে
সার্থক ক'রে তোলে যা-কিছু বাদকে

সার্থক সাম্যে,—
মুক্তি তখনই সেখানেই উঁকি মারে
তার আশীষ হস্ত বিস্তার ক'রে
সব প্রাণকে মুক্তি দিতে
বিধ্বংসী বাধা থেকে—
যা' সত্তা ও সম্বর্দ্ধনাকে ভেঙ্গে ফেলে,
আর সৃষ্টি করে অমৃত আসন
যা'র উপর দাঁড়িয়ে থাকে
ধর্ম্ম—
যা'-কিছু থাকে যা'র উপর—
যা' সবাইকে ধারণ ক'রে
অতুলনীয় সব বিভিন্ন এককে
একত্বে সংযোজিত করে ;
জাগ্রত হও,
আন্দোলিত হ'য়ে ওঠ,
চল্‌তে থাক উচ্চ-আবর্ত্তনে,
আর চলন্ত ক'রে তোল অন্যকেও—
সমবেত হও,
সংযুক্ত হও,—
আদর্শকে,

সেই ভাগবত মানুষকে
সেবায় পরিপালন কর,
নিজে পরিসেবিত হও,
আর তোমার যা'-কিছু তা'কেও কর,
তাঁরই ভিতর দিয়ে—
পরিপোষণে, পরিপূরণে
সংহতি জৌলস নিয়ে
সৰ্ব্বতোভাবে,
স্বর্গপথে ;
আশীর্ব্বাদ পাও—
অন্যকেও তার অধিকারী ক'রে তোল—
ধর্ম্মে, শক্তিতে, শান্তিতে।
বল স্বস্তি ! বল স্বধা ! বল শান্তি !

---

বড়াল বাংলো, দেওঘর, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৫৫,
( ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ )
মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের একষষ্টিতম
জন্মোৎসব-উপলক্ষে।

## ১৮

ভগবতী-পূজা করি, তার মানে—
নিজের মাকেই উপাসনা করি,
আর এই মা আমার
এমনতর ঐশ্বর্য্যশালিনী,
দশপ্রহরণী
যাঁ'তে অচ্যুত আনতিই আমার দুর্গ—
সেই আনতির মধ্য দিয়ে
যখন মা'র চরণে নিবেদিত হই
স্বতঃ-সম্বিতে
সক্রিয়তায়—
তখনই মা আমার দুর্গতিনাশিনী,
দুর্গা ;
দুনিয়ার যা'-কিছু তাঁ'-হ'তেই
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
ঐ উপাদান থেকে বাদ যেতে পারে
এমনতর কিছু সারা বিশ্বে নাই—
যাঁ'র সম্বর্দ্ধনী উদ্বেলনে
বিশ্ব পরিভূত হ'য়ে

জেগে ওঠে একটা নির্ব্বিশেষ
চৈতন্যময়ী অধ্যাস—
তিনিই জগদ্ধাত্রী,
কালী তিনিই,
আবার ঐ ঐককেন্দ্রিক নিবেশই
আমার ঐ মা—
গর্ভধারিণী, জননী—
যাঁ' হ'তে উদ্ভূত হ'য়ে
আমিত্ব-চেতনায়
সংবর্দ্ধিত হ'য়ে চলেছি
রূপে রূপে
গুণে গুণে
কত সন্তর্পণে,
চুপে চুপে
অচল চলনে
সচল হ'য়ে
নিরবচ্ছিন্নতায়—
আর, এই যেখানে সাগ্নিক,
সম্বর্দ্ধনোদ্দীপ্ত,
সেবায়, পরিরক্ষণায়,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



পরিপোষণে
পরিপূরণ-পরিচেতনায় স্বতোনিষ্ঠ—
ঐ তো মায়ের পূজা—
ঐখানে !

---

বড়াল বাংলো, দেওঘর, ২১শে আশ্বিন, ১৩৫৫।
শারদীয়া পূজা-প্রস্বস্তি।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



## ১৯

মনে যেন থাকে—
সবারই ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর,
সবার ধর্ম্ম যা' মানুষকে
জীবন-বৃদ্ধিতে শ্রেয়শীল করিয়া তোলে
সে-ধর্ম্ম তোমার ধর্ম্ম
এবং তাহা প্রত্যেকেরই ;
প্রত্যেকটি মানুষের
বাঁচাবাড়ার সহায় হও,—
প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের,
প্রত্যেকটি সমাজ, দেশ ও প্রদেশের ;
কোন জাতি, কোন বর্ণ বা কোন মানুষকে
অবদলিত করিয়া
যাহারা শ্রেয় লাভ করিতে চায়
তাহারা ব্যর্থতাকেই লাভ করে ;
তুমি হিন্দুই হও,
তুমি মুসলমানই হও
বা বৌদ্ধ-খৃষ্টানই হও,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিপ্রত্যেকে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



## আশীষ বাণী

সচেষ্ট বাঁচাবাড়ার স্বার্থ হইয়া
উঠিতে পারিতেছ না
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম কিন্তু
তোমার কাছে
দীপ্তিহীন, নিষ্প্রভ ;
পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষ,
নবী, অবতার-পুরুষ যাঁহারা—
সশ্রদ্ধ আনতির সহিত
অবলোকন কর—
তাঁহাদের মুখনিঃসৃত
পরমপুরুষের প্রেমসন্দীপী বাণী—
আমাদিগকে কী বলিয়াছেন,
কেমন চল্‌নাতে আমরা সার্থকতায়
উপনীত হইতে পারিব ;
তাই বলি,
বিদ্বেষকে অবদলিত কর,
হিংসাকে চিরবিদায় দেও,
অতৃপ্তিকে অবলুপ্ত কর—
প্রেম তোমাদের ভিতর
অচ্ছেদ্যভাবে জাগরিত থাকুক ;

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শান্তি দাও, শান্তি লাভ কর—
প্রতিপ্রত্যেকে শান্তিতে উচ্ছল হ'য়ে থাক—
আর ইহাই ধর্ম্ম—
এবং আমি মনে করি,
ইহাই ইস্‌লাম,
আর বৌদ্ধ ও খৃষ্টনীতি ইহাই।

## ২০

জীবন চায় বাঁচতে,
বেঁচে থেকে বেড়ে চলতে
একটা নিরন্তর অবিচ্ছেদ্য
স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে,
তার এই বাঁচাবাড়া শুধু একটা
আধ্যাত্মিক জীবনেই নয়—
সে চায় এই বাস্তব বৈশিষ্ট্য নিয়ে
আধ্যাত্মিকতার উৎফুল্ল প্রসারণায়
নিজেকে নিরন্তর ক'রে
আরো হ'তে আরোতে
নিজেকে উৎকর্ষ-পরিণয়নে বিবর্ত্তিত করতে
—তা' যা'-কিছু সবটা নিয়ে
সার্থক সমন্বয়ে—সংহতিতে
—সেটা ব্যক্তিজীবনেও যেমন
সমষ্টিজীবনেও তেমনি,
তাই তা'র দাঁড়াবার ভূমিই হ'চ্ছে ধৰ্ম্ম—
যা' তা'কে সত্তায় ধ'রে রাখে
সম্বৃদ্ধি-তৎপর ক'রে ;

ঐ ধর্ম্মচর্য্যা মানেই কৃষ্টিচর্য্যা
যা' বহুধা হ'য়ে বহু পথে বেরিয়েছে
জীবন উপচে
জীবন-ঢালা আবেগ নিয়ে
প্রজ্ঞাকে আহরণ করতে,
একটা সমন্বয়ী সার্থকতাকে
আয়ত্ত করতে,
জীবনকে জীবন্ত রাখতে,
সম্বর্দ্ধনায় বেড়ে চলতে,
যা'-কিছু সবটা নিয়ে—
জীবন ও বৃদ্ধির পরিপোষণী ক'রে
সন্ধিৎসু ক্রমোৎকর্ষণে ;
যে কৃষ্টি-প্রবাহ প্রজ্ঞা আহরণ ক'রে
এই দানে জীবনের দৈন্য মোচন করতে পারেনি
এখনও—
আদর্শপ্রাণ পারস্পরিক সহজ সহযোগী
সত্তাসম্বর্দ্ধনী সেবানুপ্রাণতায়—
ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফুরণে—
তা' কিন্তু সার্থক হ'য়ে ওঠেনি ;
যে শৈথিল্য, যে অবজ্ঞা,

যে অনাচারী অবিদ্যার কুহকে
আজ আমরা এমন পথে উপনীত হয়েছি,
সত্তা-বিধ্বংসী স্বার্থ-সন্ধিক্ষুতার
লোলুপ সংঘর্ষে
আদর্শ, ধর্ম্ম, সংহতি ও কৃষ্টি-বিধ্বংসী
অভিঘাত সৃষ্টি করছি—
পারস্পরিক আন্তরিক সহযোগিতা ভেঙে
সর্ব্বনাশের দিকে দ্রুতপদক্ষেপে
—তা' এখনও উন্মাদের
বাচাল বিবৃতির মতনই
দুনিয়াকে আন্দোলিত ক'রে চল্‌ছে—
আত্মদ্রোহী চলনায় ;
তা' যে-বাদ নিয়েই
বিসম্বাদের অবতারণা করুক না কেন,
মানুষকে প্রবৃত্তিপরতন্ত্রী আশায়—
ফুসলিয়ে
তা'র সত্ত্বকে আরো হ'তে আরোতর
বিপদ-সঙ্কুল পন্থা ও প্রচেষ্টায়
প্ররোচনা-স্রোতে টেনে নিয়ে চলে—
পূর্ব্বতন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহ্যকে

অবজ্ঞা-অবগুণ্ঠিত ক'রে ;
তাই আমাদের চাওয়াগুলি
দ্রষ্টা-প্রবর্ত্তিত প্রোজ্জ্বল পন্থাতে
ছেদ ঘটিয়ে
কেন্দ্রায়িত সংহতিকে ভেঙ্গে
উন্নত পরিপূরণকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও রাষ্ট্রিক সংস্কৃতিকে
অবহেলা ক'রে
অবাস্তবে উদ্দাম ক'রে
প্ররোচনায় উন্মাদ-উল্লম্ফী ক'রে
যখনই টেনে নিয়ে যায়
তখনই কিন্তু তা'রা সন্দেহের—
সাধারণতঃ সেইগুলি হ'য়ে ওঠে
বিপদসঙ্কুল ডাইনী-চক্ষুর
আকর্ষণী চুম্বক দৃষ্টি ;
বুঝে চলতে হবে আমাদের তাই,
ভেবে দেখতে হবে আমাদের তাই,
মিলিয়ে দেখতে হবে আমাদের তাই,
তীক্ষ্ণ-সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
সেগুলিকেও—

যা' যুক্তি-জীবনহীন প্রথার মত
চলেছে আমাদের
গৃহস্থী সংস্কারের ভিতরে
এই জীবন-যানকে চলন্ত ক'রে
সংস্কৃতির লৌহবর্ত্মে—
যা' বিনিয়ে দেখি নাই
জানিও নাই তেমনতর ক'রে ;
আর, আদর্শের সাথে যোগ রেখে
খুঁজতে হবে আরোর পথ।
যা'তে বিপর্য্যস্ত না হ'য়ে উঠি,—
প'ড়ে না যাই,—
গড়িয়ে না পড়ি,—
ভেঙ্গে সত্তাকে সাবাড় ক'রে না দিই ;
তাই জীবন-পূজারী তোমরা !
পিছিয়ে আছে যা'রা
তাদের অগ্রবর্ত্তী সাথিয়া যা'রা !
আদর্শ, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের পূজারী যা'রা !
আবেদন তোমাদের কাছে আমার—
যদি চলবেই, তবে ওঠ,
জাগ্রত হও,

বরেণ্য ও বৃদ্ধ যা'রা
তাঁদের প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে
আদর্শে একনিষ্ঠ
পারস্পরিক সহযোগিতায়
কৃষ্টির পথে
উপচয়ী আহরণে
গুরুগম্ভীর চলন্ত অভিযানে এগিয়ে চল—
আরো, আরো, আরোতে
বৈশিষ্ট্যপ্রাণ সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে—
কর্ম্মে—ধর্ম্মে
আত্মার আত্মিক অভিযানে।

---

দেওঘর, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯।
শ্রীশ্রীঠাকুরের ৬২তম জন্মোৎসব-উপলক্ষে।

## ২১

তোমাদের মেধা পরাক্রমী হউক
স্মৃতি পরাক্রমী হউক
বোধি পরাক্রমী হউক
পরাক্রম-তপা হ'য়ে ওঠ তোমরা—
প্রস্তুতি প্রভূত-পরাক্রমশীল হ'য়ে উঠুক
বীর্য্য পরাক্রমী হ'য়ে উঠুক
বিক্রম পরাক্রমী হউক
সহৃদয়ী সহযোগিতা পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠুক
সংহতি পরাক্রমী শক্তিশালী হ'য়ে উঠুক
যোগ্যতা, আধিপত্য, ঐশ্বর্য্য,
পরাক্রম উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক তোমাদের,
আর যা'-কিছু সব নিয়ে তোমরা
ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ কর—
আত্মোৎসর্গী সুনিষ্ঠ পরাক্রমে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ইষ্টে ;
সেই অদ্বয়ী, অব্যয়ী যিনি
তোমাদের উদ্‌গতিমুখর সক্রিয় তৎপরতায়
আশীষ বর্ষণ করুন—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



তোমরা সুস্থ থাক, সুখে থাক,
দীর্ঘজীবী হ'য়ে
যোগ্যতায়, আধিপত্যে আসীন হ'য়ে
বেঁচে থাক—
চিরায়ু হ'য়ে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ২২

আমার একান্ত প্রার্থনা—তোমরা সুখে, স্বস্তির সহিত, সুস্থ দেহে সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর—আমি দেখ্‌তে চাই—তোমরা সুখে আছ, সুস্থ আছ, সুদীর্ঘ-জীবী হ'য়ে তাঁর পথে চলেছ অচ্যুত আগ্রহে ; তোমরা ঈশ্বরকে দ্বয়ী ভাবতে যেয়ো না ; নিজের প্রাণের মতো অন্যের প্রাণকে দেখো—কাউকে কখনো অত্যাচার ক'রো না, যারা অত্যাচারিত হয় তাদের সুখী, স্বস্থ, সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলো ; যারা দুঃস্থ, বিপন্ন, নিরাশ্রয়—তাদের ভরসা ও আশ্রয় হ'য়ে উঠো—তাদের স্থান দিয়ো, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলো। অন্যের অনিচ্ছায় তা'র এক কণাও নিতে যেয়ো না—বরং প্রত্যেককে উচ্ছল ক'রে তুলো ; আর প্রীতির সঙ্গে যদি কেউ দেয়, এবং তুমি গ্রহণ না করলে ক্ষুণ্ণ হয়—তা' নিয়ো। ব্যভিচার করতে যেও না। ব্যভিচার মানুষকে ভগবান্ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। নিজের মত ক'রে পরিবেশকে ভালবেসো, অন্যের সুষ্ঠুত্ব যা'তে বজায় থাকে তার এতটুকু ত্রুটি ক'রো না। তোমরা ঈশ্বরের পথে তপঃপ্রাণ হ'য়ে থেকো—ইষ্টে অচ্যুত ও

সুনিষ্ঠ হ'য়ে। তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন এমন হয় যে তাঁর পথে এগিয়ে নিয়ে যায় সপারিপার্শ্বিক তোমাদিগকে ;—প্রতি-প্রত্যেককে তা' যেন সুখে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে—জীবনে, যশে, জয়ে যেন তারা উদীয়মান হ'য়ে চলে।

নিবেদন আমার—তোমরা যদি সুখে থাক, ভাল থাক, অভ্যুদয়ী হও, তাহ'লেই আমি সুখী হব, ভালো থাকব ; তোমরা যদি বিকেন্দ্রিক চলনে চ'লে কষ্ট পাও, দুঃখে পড়—তা'তে আমি প্রাণে বড়ো ব্যথা পাব। আবার বলছি—তোমরা সুখে থাক, রোগ্-বালাই, আপদ্-বিপদ্-মুক্ত হও, সুদীর্ঘজীবী হও এবং অন্য সবাই যাতে সুখী থাকে, সুস্থ থাকে, সুদীর্ঘজীবী হয়, তাই কর —এই আমি চাই। যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি প্রত্যেকেরই করণীয়। তোমরা সকালে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে তাঁকে রোজ কিছু-না-কিছু নিবেদন করবেই। এটা মানুষের জীবনকে সুস্থ, সংহত ও পবিত্র ক'রে তোলে। আমাদের প্রত্যেকেরই করণীয়, যা'তে লোকজন কষ্ট না-পায়, প্রাণ না-হারায়, মানুষের হিংসা-ভাজন হ'য়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে না-হয় কাউকেও।

'কৃষ্টিবান্ধবের' কথা তোমাদের বলেছি। যার

ভেতর দিয়ে আমাদের কৃষ্টিতাৎপর্য্য সর্ব্বত্র সঞ্চারিত ক'রে আমরা সমৃদ্ধ হ'তে পারি, সুস্থ হ'তে পারি,—সন্দীপ্ত হ'য়ে শক্তির পথে চলতে পারি। রাণাঘাটে যে 'কলোনী' হ'চ্ছে সেটা যা'তে তাড়াতাড়ি হয়—তার ব্যবস্থা করা ভালো। ওটা হ'লে একটা বাসস্থান হয় এবং সকলেরই ব্যবস্থা করতে পারি—একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র জীবন নিয়ে।—দীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। দীক্ষায় অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে পারব যত বেশি পরিমাণে, যত বহু লোককে, যত ব্যাপকভাবে—সংহতি, সহযোগিতা তত বেড়ে যাবে এবং পরস্পরের সাহায্যে উন্নত হ'তে পারব সকলে। দীক্ষাই হলো সেই ভিত্তি যার উপর দাঁড়িয়ে বাঁচবো—বাঁচাতে পারবো, বাড়বো—বাড়িয়ে তুলতে পারবো সকলকে—সব-দিক্ দিয়ে।—যা' বললাম তা' সবার পক্ষেই করণীয়। তা'ছাড়া মায়েদের গভীর কর্ত্তব্য আছে। তাদের উপর দুনিয়াটা চল্‌ছে। তারাই ধ'রে রেখেছে সকলকে। তারা যদি সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের সকলকে সুস্থ, সন্দীপ্ত ও সম্বর্দ্ধনমুখর ক'রে তোলার শিক্ষায় সুশিক্ষিত হ'য়ে তদনুপাতিক বিহিত চল্‌নায় না-চলে, সকলেই ক্ষয়িষ্ণু, দুর্ব্বল হ'য়ে উঠ্‌বে।—লোকসেবার জন্য 'স্বস্তিবাহিনী'

দরকার। যারা আত্মত্যাগ ক'রে মানুষের মঙ্গলের জন্য আত্মনিয়োগ করবে,—তাদের কাজ হবে স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, নিরাপত্তা। এদের সেবার উপর দাঁড়িয়ে জনগণ সুখ সোয়াস্তি ও সর্ব্বতোমুখী ঋদ্ধির সন্ধান পাবে। আমার এই আবেদন তোমাদের কাছে—পরমপিতায় আত্মনিবেদন ক'রে এগিয়ে চলো সবাই তাঁর পথে—তাঁ'তে প্রণত থেকে তাঁর জয়গান গেয়ে, আনন্দ পেয়ে, আনন্দ দিয়ে, ধন্য হ'য়ে, ধন্য ক'রে তুলতে পার যা'তে সকলের জীবন—তার এতটুকু ত্রুটি ক'রো না!

---

১লা বৈশাখ, ১৩৫৭, নববর্ষোপলক্ষে।

## ২৩

তোমরা ইষ্টকেন্দ্রিক হও,
তোমাদের প্রতিপ্রত্যেকের যা'-কিছু আছে
সব নিয়ে
তাঁ'তেই সার্থক হ'য়ে ওঠ—
সেবানুকম্পী, সক্রিয় আগ্রহ-আতিশয্যে
শ্রদ্ধার্হ অচ্যুত চলনে,
তপঃপ্রাণ হ'য়ে ওঠ তোমরা
উপচয়ী ঊর্জ্জী তৎপরতায়
ক্ষিপ্র সমাধানী সম্বেগে,
আপ্তীকৃত ক'রে তোল সবাইকে,
আর্য্যীকৃত ক'রে তোল,
আর্য্যাচারী ক'রে তোল—বঞ্চিত যারা তা'তে,
তোমার আশেপাশে, তোমারই পরিবেশে
যে মানুষই থা'ক্ না—
প্রতিপ্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ ক'রে
ইষ্টানুগ চলনায়
সক্রিয় সেবামুখর-সহযোগী-সন্দীপনায় ;
দরদী হ'য়ে ওঠ তাদের,

বান্ধব হ'য়ে ওঠ তাদের,
চাহিদার কথা শোন তাদের,
ওরই ভেতর দিয়ে
এমন আত্মীয় হ'য়ে ওঠ
যা'তে তুমি তাদের প্রতিপ্রত্যেকের
প্রাণারাম হ'য়ে থাকতে পার ;
কুশল নিয়ন্ত্রণে
আকর্ষণী আবেগ-ভঙ্গীতে
প্রত্যেকের আগ্রহকে উদাত্ত ক'রে তুলে
ধর্ম্মের কথা শোনাও,
ইষ্টের কথা শোনাও,
ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা কর—
সম্বেগ-বিধৃত উদ্দীপনা-উচ্ছল অন্তরে
তাঁরই অটুট প্রতিষ্ঠায় ;
যাই কর না কেন,
সত্তা-সঞ্জীবনী বা সত্তা-সম্বর্দ্ধনী
যে নীতি, যে আচার, যে ব্যবহার—
তাকে কিছুতেই বর্জ্জন ক'রো না ;
ধাতার চরণে পরমপিতার চরণে
আমার আগ্রহ-দীপন নিবেদন—

# আশীষ বাণী

তোমরা সুস্থ থাক,
সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
তাঁরই সেবা-সৌকর্য্যে
জীবনকে সার্থক ক'রে তোল,
নন্দিত ক'রে তোল।

---

৩১শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৭।
উনপঞ্চাশত্তম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে।

# ২৪

আমার একান্ত যিনি
পরমপিতা পরমেশ্বর যিনি
তাঁর চরণে একান্ত নিবেদন আমার—
তোমরা প্রতিপ্রত্যেকে
তোমাদের পরিবার-পরিবেশসহ
সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক,
বোধ, বিবেক, কর্ম্ম-তৎপরতার
বোধিকুশল প্রস্তুতি ও নিয়ন্ত্রণে—
বিপদ, আপদ, দুঃখ, কষ্ট তোমাদের
সহজেই সুনিয়ন্ত্রিত ও নিরস্ত হ'য়ে উঠুক,
তোমরা তোমাদের পারিপার্শ্বিকের
প্রতিপ্রত্যেকেরই আশ্রয় হ'য়ে ওঠ,
তোমাদের সান্নিধ্য ও সক্রিয় সেবায়
সকলেই যোগ্যতায় উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে
শান্তি, স্বস্তি ও জীবনে উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
তোমরা ইষ্টানুগ চলনে
সুখী হও
শান্তি পাও

তৃপ্তি পাও—
এই আমার প্রার্থনা।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০।
শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্রিষষ্টিতম জন্মতিথি-উপলক্ষে।

# ২৫

এই বার-দশহরায়
আমার সারাজীবনের ঐকান্তিক প্রার্থনা
পরমপিতার চরণে—
তোমরা সুখে, সুযোগ্যতার সহিত
পরিবার-পরিবেশ নিয়ে
সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর ,
জীবনের জেল্লাই হ'চ্ছে যোগ্যতা
যা' মানুষকে বিবর্দ্ধনে বিস্তৃত ক'রে তোলে—
তা'র সব ব্যক্তিত্বটাকে নিয়ে,
তাই, আমাদের প্রতিপ্রত্যেককে
সুযোগ্যতায় সুবিস্তার লাভ করতে হবে,
আমাদের উদ্দেশ্যে, চাহিদায়
শীঘ্র পৌঁছিতে হবে—
প্রস্তুতির পরাক্রমী প্রদীপ্তি নিয়ে,
আমাদের প্রত্যেকের পরিবারকে
সংহত ক'রে তুলতে হবে—
এক-আদর্শে, এক-প্রাণতায়,
পরিবেশকে সুসংহত ক'রে তুলতে হবে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



সেই এক-আদর্শে
এক-প্রাণতার নিবিড় আলিঙ্গনের ভিতর দিয়ে
সানুকম্পী সহযোগিতায়,
পরস্পর পরস্পরকে
সমুন্নত ক'রে তুলতে হবে
জীবনে, যোগ্যতার জৌলুষে,
অভ্যুদয়ী সম্বর্দ্ধনায়—
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
আমরা যেন প্রতিপ্রত্যেকে
প্রতিপ্রত্যেকের
সর্ব্ববিধ উন্নতির দায়িত্ব নিয়ে
বাস্তবে সক্রিয়তায় সবাইকে
উন্নতির মহান্ অভিযানে
উদ্‌গ্রীব ক'রে তুলি—
সক্রিয় চলন-অভিদীপ্তিতে,
আমাদের সমস্ত হৃদয় যেন
সুকেন্দ্রিক ইষ্টানুগ তপস্যায়
অচ্যুত হ'য়ে
সব যা'-কিছুর সমন্বয়ী সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়ে
কেবল যিনি

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তাঁর চরণে সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে,
আমাদের সমুন্নত যোগ্যতার
সেবা-সন্দীপ্ত, কর্ম্ম-অনুচর্য্যী শৌর্য্যসম্পদের
অর্ঘ্য নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে যেন বলতে পারি—
'অমৃতনিষ্যন্দী আমরা
অমৃতের পুত্র আমরা
অমৃতের সহজ পরিবেষক আমরা' ;
আবার বলি—
তোমরা তাঁ'তেই কর্ম্মপ্রাণ সুকেন্দ্রিক
হ'য়ে থাক,
সর্ব্বকর্ম্মকে সার্থক ক'রে তোল তাঁ'তে,
সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
যোগ্যতার পূজা-অর্ঘ্যে
পরিবার, পরিবেশ-সহ বেঁচে থাক
বৃদ্ধি-তৎপর হ'য়ে চল—
এই আমার একান্ত প্রার্থনা
সেই একান্তেরই চরণ-প্রান্তে ।

---

৬ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৫৭ ।
৺ বিজয়া-উপলক্ষে ।

## ২৬

ইষ্টার্থে আপ্রাণ হ'য়ে চল,
উত্তাল হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টার্থী বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্মচর্য্যা নিয়ে
খরপ্রস্রবণে,
যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি
তোমাদের পাথেয় হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টার্থকেই স্বার্থ ক'রে নাও,
তা'ছাড়া যে-কোন প্রত্যাশাই আসুক না কেন—
ইষ্টার্থী নিয়ন্ত্রণে তাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলে
বাস্তবতায় ইষ্টার্থ-পরিপোষণী ক'রে তোল ;
ওইই তোমাদের ধর্ম্ম হোক,
ওইই তোমাদের তপস্যা হোক,
ওইই তোমাদের জীবনীয় কর্ম্ম হ'য়ে উঠুক ;
সংহত ক'রে তোল সবাইকে ইষ্টার্থী-সন্ধিৎসায়,
অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠুক সবাই তাঁ'তেই,
এই সংহতিই আনবে শক্তি,
এই সংহতিই আনবে কৃতি-অভিদীপনা,
এই সংহতিই তোমাদের

কৃতিত্বের অমৃত সিংহাসনে
অধিরূঢ় ক'রে রাখবে—
যোগ্যতার জাগ্রত উপঢৌকনে ;
ওইই তোমাদের জীবন,
ওইই তোমাদের অমৃত-অভিযান ;
অবশ হ'য়ে থেকো না,
নিথর হ'য়ে থেকো না,
স্বার্থ-গৃধ্নু প্রত্যাশা-বিবদ্ধ হ'য়ে থেকো না,
ছিঁড়ে ফেল পিছনের যা'-কিছু,
উতরোলে এগিয়ে চল,
ছিঁড়ে-ফেলা যা'-কিছু সব
ঐ যোগসূত্রে সংহত হ'য়ে
অমৃত-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে ;
ওঠ, দাঁড়াও,
সাবুদ হ'য়ে চল,
বরেণ্যকে বোধে এনে ফেল,
বরণীয় হও,
এই বরেণ্য-অভিযান তোমাদিগকে
সক্রিয় ক'রে তুলুক,
সুখী ক'রে তুলুক,

## আশীষ বাণী

সুদীর্ঘজীবী ক'রে তুলুক—
পরিবারের যা'-কিছু সব নিয়ে,
পরিবেশের যা'-কিছু সব নিয়ে,
পরিস্থিতির যা'-কিছু সব নিয়ে—
ইষ্টার্থী অনুপ্রেরণী অমর অভিনন্দনায়।

---

১৫ই পৌষ, রবিবার, ১৩৫৭।

একপঞ্চাশত্তম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে।

# ২৭

তোমাদের নমুনা আমাকে
বড়ই তৃপ্তি দিয়েছে,
তোমরা ইষ্টার্থপরায়ণ আত্মনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
লোকরক্ষণায় বীর্য্যবান সুসংহতির প্রাচুর্য্যে
আত্মনিয়োগ ক'রে বিস্তার লাভ কর—
স্মিত স্থির বিদ্যুল্লসিত দীপনায় ;—
পরমপিতার চরণে
এই আমার আন্তরিক নিবেদন।

---

১৫ই এপ্রিল, ১৯৫১।
হাওড়া স্বস্তিসেবকদলের উদ্দেশ্যে।

২৮

আজ নব বৎসরের নব উদয়ন,
প্রভাতী কাকলী-সম্বর্দ্ধনায়
অর্ক-দেবতা অরুণ-আবেগে
লালিভঙ্গিমায় আত্মবিকাশ ক'রে
উদীয়মান হ'য়ে চলেছে—
নবীন আবেগে
অভ্যুদয়ী নবীন আনন্দে
নবীন লাস্য বিকিরণে ;
মলয়ের মধুসঙ্গীতে
ভ্রমরের মধুগুঞ্জনে
বিহঙ্গের মধু-আহ্বানে
দোদুল নৃত্যে
কম্পিত অনুকম্পায়
জীবন-দীপনা উৎচেতিত ক'রে
ঐ অরুণ উদিত হ'লো
কলকঠোর আশীষ-মর্ত্তনায় ;
তোমরাও জাগো,
সানুকম্পী, সহযোগী ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে

অভ্যুত্থানের উদিত আবেগে
আত্মবিকাশ ক'রে তোল,
যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি
তোমাদের উচ্ছলিত জীবন-স্রোতে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক—
সাত্ত্বিক সুনিষ্ঠ সুসম্বেগে
স্বতঃ-স্বয়ং অভিদীপনায় ;
তোমরা সুখে থাক,
সুস্থি তোমাদিগকে সম্বৰ্দ্ধিত ক'রে তুলুক,
পরিবার-পরিবেশ নিয়ে
সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হও ;
তোমাদের এক মন্ত্র হোক্,
এক উদ্দেশ্য হোক্,
সত্তাবরণী সমবেদী
সানুকম্পী সহযোগিতায়
বিশিষ্ট থেকেও
একত্বে অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
সম্ভ্রান্ত অনুচর্য্যা নিয়ে
সম্বেগী সৌজন্য-শীতল সম্বৰ্দ্ধনায় ;
ইষ্টানুগ সংহতিতে সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠ,

প্রতিটি ব্যষ্টিজীবন
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবনের
স্বার্থ-সম্ভূত হ'য়ে উঠুক,
পরিবার-পরিজন একত্বানুধ্যায়ী হ'য়ে উঠুক
প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিবেশ নিয়ে
ইষ্টার্থী এক-সম্বর্দ্ধনায়
একান্ত হ'য়ে চলুক ;
যারা দূরে, এগিয়ে চল তাদের কাছে,
অমৃতমন্ত্রে অভিষিক্ত ক'রে তোল,
নিকটে আন ;
নিকট যারা, আপ্তীকৃত ক'রে তোল
পরস্পর পরস্পরকে,
বহুজীবন ঐ ইষ্টার্থকেন্দ্রে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
একজীবনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক ;
অভ্রান্ত বোধসম্পন্ন হও তোমরা,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম
তোমাদের অসৎ যা'-কিছু সবকে
তিরোহিত ক'রে তুলুক,
অমৃতের অধিকারী হও,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



অমৃতনিষিক্ত ক'রে তোল সবাইকে,
অমর ছন্দে পদক্ষেপ ক'রে
অমরার অমৃত উপভোগ কর ;
শান্তি, সুস্থি ও সম্বর্দ্ধনায়
অভ্যুত্থিত হোক্
প্রতিটি 'তুমি' প্রতিটি অন্যের
আন্তরিক অভিদীপনায় ;
আর সার্থক হ'য়ে উঠুক যা'-কিছু
সেই একান্তে—ঈশ্বরে—অনুপমে ।

---

১লা বৈশাখ, ১৩৫৮ ।
নববর্ষ-উপলক্ষে ।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ২৯

সত্তার গভীরতম প্রদেশে
অনু-আবিষ্ট হ'য়ে
প্রাণন-সম্বেগে
মূকদৃপ্ত ভঙ্গীতে গেয়ে ওঠ—
'আত্মন্ ! তোমার জয়জয়কার হোক্' ;
ইষ্টানুচর্য্যায় শরীর ও মনের সুসঙ্গতি নিয়ে
সার্থক নিষ্পন্নতায়
তোমার বাস্তব সত্তা
পরিস্থিতির সুনিবদ্ধ একতায়
বৈশিষ্ট্যপালী সমসম্বেগে
বাস্তব অভিব্যক্তি নিয়ে
ফুটন্ত উদ্গীতিতে গেয়ে উঠুক—
'আত্মন্ ! তোমার জয়জয়কার হোক্' ;
বিক্ষুব্ধ ঘনঘটা
যতই দৃপ্ত-কঠোর হ'য়ে উঠুক না,
ইষ্টানুগ সুবিন্যাস আরতি নিয়ে
পরিবার, পরিজন ও পরিস্থিতির
সম্বোধি-সম্বেদনা ঘোষণা করুক—

'আত্মন্ ! তোমার জয়জয়কার হোক্' ;
ন'ড়ো না একটু,
ট'লো না একটু,
পরাভূতি যেন তোমাদিগকে
স্পর্শ করতেও না পারে ;
কুশল-কৌশলী দৃঢ়-তাৎপর্য্যে
কূট-অনুচর্য্যায়
সব যা'-কিছুকে
বৈশিষ্ট্যে বিধায়িত ক'রে
শাতনী সর্ব্ব-আক্রমণকে ব্যাহত ক'রে
গুরু-গৌরবে দণ্ডায়মান হও আবার,
বীর্য্যহীন ক্লীব ঔদার্য্যকে বিদায় দিয়ে
আর্য্য-পতাকাবাহী হ'য়ে ওঠ সবাই তোমরা ;
সৎ-সন্দীপনার উন্মুক্ত কোষে
ব্রহ্মাগ্নির বিপুল জৌলুষে
দীপ্ত হ'য়ে ওঠ সবাই তোমরা—
সত্তাপোষণী যাদু-জৌলুষ নিয়ে ;
বিস্ফারিত বোধে
বিশ্ব তোমাদিগকে অনুভব করুক,
দেবতা ব'লে নমস্কার করুক ;

# আশীষ বাণী

একাত্ম-ইষ্টার্থ-প্রেরণায় অনুবদ্ধ হ'য়ে
শক্তিমান্ দীপ্ত-গৌরবী হ'য়ে
স্বস্তি, সমৃদ্ধি ও আয়ুকে
উপভোগ কর তোমরা,

শতায়ু হও তোমরা,
হাস্যময়ী কৃতকৃতার্থতা শতায়ু হ'য়ে
যা'তে তোমাদের পূজারী হ'য়ে থাকে,
তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তাই ক'রে চলে ;
নারায়ণ নির্ব্বিশেষ হ'য়ে
বিশেষ বিশিষ্টতায় আত্মপরিগ্রহ ক'রে
বর ও অভয় হস্তে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
আশীর্ব্বাদ করুন তোমাদিগকে—
'আত্মন্ ! তোমার জয়জয়কার হোক্' ।

---

২৩শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৮ ।
ত্রিপঞ্চাশত্তম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে ।

## ৩০

মনে ক'রো না
মাকে ৺বিজয়া দশমীতে বিসর্জ্জন দিয়েছ,
বরং ভাব, ঐ দশভুজা, দশপ্রহরণধারিণী,
অসুরদলনী সেই মা তোমার
তোমাতেই উৎসৃজিত হ'য়ে
জীয়ন্ত দীপ্তিতে
তোমার জীবনে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছেন ;
তাই সেই শুক্লা দশমী
৺বিজয়া আমাদের সবারই অস্তিত্বের কাছে ;
তোমার প্রসূতি যিনি
সেই মা-ই ঐ মা,
তাঁর চরণ-ছায়াই তোমার কাছে স্বর্গ,
ঐ চরণতলই তোমাদের দুর্গতিনাশিনী
দুর্গতিনিরোধী দুর্গ,
তাই ঐ মা-ই তোমাদের দুর্গা—দশভুজা ;
যে সত্তা-অভিনিবিষ্ট জননী
বিজয়-বিজ়ৃম্ভণে তোমাতে অধিষ্ঠিত,
তাঁ'র অর্চ্চনা হ'তে

তাঁ'র পূজা হ'তে
একতিলও অপসারিত হ'য়ো না,
অবজ্ঞা ক'রো না তাঁকে ;
প্রতিটি কর্ম্মে, প্রতিটি চলনে
প্রতিটি চিন্তায়, প্রতিটি প্রচেষ্টায়
আবেগদীপ্ত ঐ প্রেরণাই যেন
তোমাদিগকে উচ্ছল ক'রে তোলে,
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে তোলে,
সত্তাপোষণী অসৎ-নিরোধী ক'রে তোলে,
পালনে, পোষণে, পূরণে
প্রদীপ্ত ক'রে তোলে তোমাদিগকে ;
কাউকে ফেলো না,
কাউকে অবজ্ঞা ক'রো না,
অবহেলা ক'রো না কাউকে ;
মনে ভেবো
প্রতিটি সন্তানের
অন্তর্নিহিত অস্তিত্বের কাঠামোয়
ঐ মা-ই নিহিত আছেন,
আর আপূরয়মাণ ইষ্টই তাঁ'র সার্থক কেন্দ্র ;
এই সাধনায় বিজয়ী হ'য়ে ওঠ তোমরা,

শতায়ু হ'য়ে ওঠ তোমরা—
তোমাদের সন্তান-সন্ততি-পুত্র-পৌত্র,
আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব-বান্ধব যা'-কিছু
প্রত্যেককে নিয়ে
প্রীতির আবেগ-নিষ্যন্দী নিক্বণ-দীপনায়
দেদীপ্যমান হ'য়ে ওঠ তোমরা,
প্রত্যেকেই বোধ করুক—
মা যেন অমনি ক'রেই
তাদিগকে পালন, পোষণ, পূরণ করছেন ;
তোমাদের ঐ সাধনা, ঐ তপঃপ্রভা
বিপদকে বিদূরিত ক'রে
দশপ্রহরণী বোধি-তাৎপর্য্যে
যা'-কিছু অসৎকে নিরোধ করুক,
অসুর-স্বভাবকে বিদলিত করুক ;
স্বর্গের সুষমায় তোমরা অভিনন্দিত হ'য়ে চল—
অবাধ চলায়, অনন্তের দিকে—
আর্য্য-তাৎপর্য্য-আভিজাত্য-গরিমায় গরীয়ান্ হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তা-সংরক্ষণী অভিযানে ;
তোমরা স্বাস্থ্যবান হও,
সুখে থাক,

# আশীষ বাণী

সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক,
তোমাদের যা'-কিছু সবাইকে নিয়ে
ঐ স্বাস্থ্য, সুখ ও সুদীর্ঘ-জীবনের অধিকারী হও,
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পদে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ,
অতীতের সু-সঙ্গতি নিয়ে
বর্ত্তমানে স্ফুটতর হ'য়ে
শুভসৃজনী পদক্ষেপে
ভবিষ্যের দিকে চলতে থাক ;
সত্য, শিব ও সুন্দরে অধিষ্ঠিত হও,
তোমাদের জয়জয়কার হউক—
আমার একান্ত যিনি
তাঁরই চরণে
এইই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা ।

---

১৩৫৮ সাল ।
৬বিজয়া-উপলক্ষে ।

৩১

সৎসঙ্গ অস্তিত্বের স্তাবক,
এই অস্তিত্বের উৎস যিনি
তিনিই ঈশ্বর,
তাই সৎসঙ্গ ঈশ্বরের উপাসক,
আর ঈশ্বর-প্রেরিত যিনি
ঈশিত্বও প্রকট সেখানে,
তাই বৈশিষ্ট্যপালী ঋতপুরুষোত্তম যিনি,
তিনিই সৎসঙ্গের আশ্রয় ;
ঐ প্রেরিত পুরুষোত্তমের জীয়ন্ত বেদীমূলে
সর্ব্বান্তঃকরণে আসীন হ'য়ে
তাঁ'রই নিয়মবাণী অনুসরণ ক'রে
সৎসঙ্গ ঈশ্বরেরই উপাসনা ক'রে থাকে ;
ধর্ম্ম তাই—
যা' ঐ অস্তিত্ব ও সত্তাকে ধারণ
ও পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে
বর্দ্ধন-পদক্ষেপে
বিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে নিতে থাকে,
আর সুসঙ্গত সার্থক-তাৎপর্য্যে

এই এগিয়ে চলার অনুশীলনটাই হ'চ্ছে কৃষ্টি ;
তোমরা ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
বাস্তব কর্ম্মঠ সম্বেগ নিয়ে,
ইষ্টার্থ-অনুসেবায় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত কর,
দুনিয়ার বুকে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
সবারই অন্তঃকরণ বোধি-আলোক-প্রদীপ্ত
ক'রে তোল,
উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক সবাই,
চক্ষুষ্মান্ হ'য়ে উঠুক সবাই ;
নির্ভুল পদ-বিক্ষেপে
ইষ্টানুগ পন্থায়
বিবর্ত্তনের দিকে এগিয়ে চল,
ধর্ম্ম তোমাদিগকে ধারণ করুক,
কৃষ্টি তোমাদিগকে অনুশীলন-অনুচর্য্যার
যোগ্যতায় প্রবৃদ্ধ ক'রে তুলুক,
প্রাচীনের বহুদর্শী সুসঙ্গত অন্বয়ে
সূক্ষ্ম তৎপর দৃষ্টিতে অবলোকন ক'রে
সত্য-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
বর্ত্তমানকে পরিপুষ্ট ক'রে তোল—
বৈশিষ্ট্যপালী বিহিত অনুচর্য্যায়

দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী পরিবেষণে,—
এমনি ক'রেই ভবিষ্যতের দিকে এগুতে থাক,
জটিল তমসার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে
তোমাদের আলোকপ্রভা ভবিষ্যৎকে
স্পষ্ট ক'রে তুলুক ;

আবার বলি—
তোমরা অটুট ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
কর্ম্মঠ অভিদীপনায়,
স্বস্তিতে থাক,
সুদীর্ঘজীবী হও,
তোমাদের শান্তির সামগান
সবারই অন্তরকে মুখরিত ক'রে তুলুক,
সবার অন্তরে স্বস্তিকে সঞ্চারিত ক'রে দাও,
একত্বানুধ্যায়ী সংহতিতে বজ্রকঠোর হ'য়ে ওঠ—
পারস্পরিক অনুকম্পী পরিচর্য্যায় ;
নারায়ণ ফুল্ল অন্তরে, স্মিত বদনে
তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন,
লক্ষ্মী স্নেহল চক্ষুতে
তোমাদিগকে অঙ্কে ধারণ করুন,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



## আশীষ বাণী

আমার একান্ত যিনি,
তাঁরই কাছে
আমার এই আকুল প্রার্থনা ।

---

১লা পৌষ, ১৩৫৮ সাল।

আসাম রাজ্য সৎসঙ্গ-সম্মেলন-উপলক্ষে ।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ৩২

আমরা উদ্গতির ক্রম-পদবিক্ষেপে
আবার আরো এক নবীন বৎসরে
পদার্পণ করলাম,
এই বৎসরের নতুন দিনে
নতুন আবেগ নিয়ে
আমার শীর্ণ সম্বেগের আকুল আহ্বানে
তোমাদিগকে আবার বলছি—
তোমরা অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
তোমাদের অন্তরের কানায়-কানায়
শরীরের প্রত্যেকটি কোষে
ঐ ইষ্টার্থী অভিদীপনা
উৎফুল্ল আবেগে
আরো-আরোর তালে তাল মিলিয়ে
নেচে উঠুক ;
সূর্য্যের মত প্রচণ্ড হ'য়ে
চাঁদের মত স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে
তারার মত জ্যোতিষ্মান্
ভাগবতী মালার সৃষ্টি ক'রে

তোমাদের বাক্য
তোমাদের সুসঙ্গত ব্যবহার
হৃদ্য কর্ম্মঠ অভিদীপনা
প্রত্যেক অন্তরকে উজ্জ্বল ক'রে তুলুক ;
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ বিস্তৃতি
তোমাদিগকে বিস্তীর্ণ ক'রে তুলুক,
তোমরা তাঁ'র দিকে আরো হও,
আরোতে আরো হ'য়ে
দীপন-প্লাবনে চলতে থাক,
দীপ্ত ভবিষ্যৎ তোমাদিগকে
'স্বাগতম্'-অভিনন্দনে
বাস্তব ইষ্টাৰ্থী অনুশাসন-অনুবর্ত্তিতায়
উদ্ভিন্ন ক'রে
সুসঙ্গত ক'রে তুলুক ;
তোমরা সতের উপাসক,
এই সৎ অনুপ্রেরণা-দীপনা
প্রতিটি ব্যষ্টিতে সঞ্চারিত ক'রে তোল,
প্রতিটি ব্যষ্টি নিয়ে প্রতিটি ব্যষ্টি যেন
সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে—
অচ্ছেদ্য অনুকম্পী ভ্রাতৃবন্ধনে ;

নির্ব্বাক্ বিধান
নির্ব্বাক্ অনুশাসন
স্বতঃপ্রভ হ'য়ে
তোমাদের চরিত্রে যেন জাজ্বল্যমান্ হ'য়ে ওঠে ;
বিশ্বেশ্বরকে কেন্দ্র ক'রে
তোমাদের পরিষৎ, শাসন-সংস্থা
বিধান ও বিনায়ন যেন স্বতঃ হ'য়ে ওঠে ;
তোমরা সতের উপাসক,
তাই তোমরা সৎসঙ্গী,
এই সৎসঙ্গের সঙ্গলাভ করতে
জীবনে অভিদীপ্ত হ'তে
কেউ যেন বঞ্চিত না হয় ;
প্রত্যেকটি সৎসঙ্গী উদগ্র আগ্রহ নিয়ে
মত্ত সম্বেগে
সবাইকে যেন ঐ সৎসঙ্গে সুসঙ্গত ক'রে তোলে,
কোথাও যেন দ্রোহ না থাকে,
কোথাও যেন বিক্ষেপ না থাকে,
বিক্ষুব্ধ কেউ যেন না হয় ;
তোমাদের অসৎ-নিরোধী অনুশাসন
প্রত্যেককে সুসঙ্গত ক'রে তুলুক,

অনুপ্রাণিত ক'রে তুলুক,
অভিদীপ্ত ক'রে তুলুক,
বিবর্দ্ধনে সঞ্চরণশীল ক'রে তুলুক ;
তোমাদের বোধি জ্যোতিষ্মান্ হ'য়ে উঠুক,
মন অমৃতময় হ'য়ে উঠুক,
সুসঙ্গত বিধি-অনুচর্য্যায়
তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন আরো-আরোতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তোমরা জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠ,
আয়ুষ্মান্ হ'য়ে ওঠ,
শরীর ও মনে স্বস্তির মলয় হাওয়া
প্রাণদ পরিবেষণে শান্তি-গীতি গেয়ে উঠুক ;
জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ
তোমরা সবাই,
ঐ ইষ্টানুগ আলোক-বিভা আহরণ ক'রে
পৃথিবীর সবাই যেন তা'ই হয় ;
আমার একান্ত যিনি,
আমার প্রিয়পরম যিনি,

তাঁরই চলৎশীল চরণপ্রান্তে
এইই আমার একান্ত প্রার্থনা।

---

১৬ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪৮।
পঞ্চপঞ্চাশত্তম ঋত্বিক্-অধিবেশনোপলক্ষে।

## ৩৩

ইষ্টার্থানুদীপনায় সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
জীবনকে জীয়ন্ত ক'রে তোল—
প্রীতি-পরিচর্য্যা-অনুক্রমায়
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত ;
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
ইষ্টার্থে সবাইকে সুসঙ্গত ক'রে তোল ;
সত্তার প্রতিটি অভিব্যক্তির
বৈশিষ্ট্যানুগ সুনিয়ন্ত্রণে
পারস্পরিক আপূরণী তাৎপর্য্যে
সহযোগী ক'রে তোল সবাইকে ;
শ্রমসুখপ্রিয়তার সুকেন্দ্রিক
সার্থক উপচয়ী চলনে
অধিষ্ঠিত হও সবারই অন্তরে ;
ধর্ম্ম আনুক কর্ম্ম,
কর্ম্ম আনুক অর্থ,
আর সেই অর্থে কামনার সৎ-চরিতার্থতায়
মোক্ষ স্বতঃই অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



আর সার্থক হ'য়ে ওঠ তোমরা সবাই
তোমাদেরই সেই একান্তে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২।
হোজাই ( আসাম ) উৎসব-উপলক্ষে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ৩৪

আজ নববর্ষের প্রথম দিন,
এই শুভমুহূর্ত্তে
আমার অন্তরের আবেগোচ্ছল
উদ্দীপ্ত প্রার্থনা তাঁর চরণে —
তোমরা সবাই
তোমাদের প্রত্যেকটি সন্তান-সন্ততি
পরিবার-পরিবেশ-সহ
সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক ;
কোন আপদ, কোন বিপদ,
কোন বাধা, কোন বিপত্তিই
যেন তোমাদিগকে এতটুকু টলাতে না পারে,
তোমাদের অন্তরের সম্বেগ-সমৃদ্ধ
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত সনির্ব্বন্ধ সঙ্গতি
তরঙ্গায়িত উচ্ছল চলনে
নিয়তই যেন তাঁর চরণ বিধৌত ক'রে
সেই স্নাত চরণ-সলিলে
তোমাদের প্রতিটি জীবনকে
জীয়ন্ত, কর্ম্মঠ, রাগবীর্য্যী ক'রে রাখে,

কেউ যেন বঞ্চিত না হয়,
বিচ্যুত কেউ যেন না হয় ;
আবার দেখ,
তোমাদের জীবনের পুরোভাগে রাঙ্গা-ঊষা
—কী আলোক বিচ্ছুরণ ক'রে
তোমাদিগকে আহ্বান করছে,—
আমন্ত্রণ করছে,
সোহাগ-সমৃদ্ধ দীপনা নিয়ে
আকুল অন্তরে প্রতীক্ষা করছে—
ঐ তোমাদিগকেই লক্ষ্য ক'রে ;
চল,
সলীল চলনে চলতে থাক,
অফুরন্ত জীবন-স্রোতা হ'য়ে চলতে থাক,
ঐ যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির অমোঘ অর্ঘ্যে
তাঁকে অভিনন্দিত কর,
ঐ স্বর্ণ-ভবিষ্যৎ
বাস্তব প্রতিকৃতি নিয়ে
তোমাদের অন্তরে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক—
রঞ্জিত অমর বিভা বিকিরণে ;
তোমরা প্রতিপ্রত্যেকেই

কোটি-কোটিতে বিস্তারলাভ কর
তোমাদের আবেগোচ্ছল বাহুদ্বয়কে
বিস্তার ক'রে
আলিঙ্গন ক'রে সবাইকে,
সংহত ক'রে সবাইকে,
সন্দীপ্ত যোগ্যতায় সমৃদ্ধ ক'রে সবাইকে ;
তাঁর আশীর্ব্বাদ অফুরন্ত আভা বিকিরণ ক'রে
তোমাদের প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠুক,
জীয়ন্ত হ'য়ে উঠুক,
উচ্ছল চলনে চলন্ত হ'য়ে চলুক ;
ভুলো না কেউ তোমরা—
তোমাদের পিছনে
প্রবৃত্তির শাতন-সমৃদ্ধ হাতছানি
পেছনের কোলাহলকে মুখরিত ক'রে
তোমাদের গতিপথ রুদ্ধ করতে চাইলে—
নিনড় থেকে
অকম্পিত অটুট চলনে চলতে ;
ঈশ্বরের হবিঃ-সমিধের
উৎকর্ণ আবেগ-অঞ্জলি নিয়ে

সেই দিকেই এগুতে থাক—
ব্যতিক্রমকে ব্যাহত ক'রে ;
দরিদ্রতার কষাঘাত
অনটনের অট্টহাস্য,
বিপর্য্যয়ের বিকৃত লাঞ্ছনা
তোমাদিগকে যেন স্পর্শও করতে না পারে ;
কুশল-কৌশলী সক্রিয় বোধায়নী তৎপরতায়
যা'-কিছুকে ব্যাহত ক'রে
বিমর্দ্দিত ক'রে
বিধৌত ক'রে
অজেয় হ'য়ে ওঠ তোমরা,
বিশাল হ'য়ে ওঠ তোমরা ;
মনে রেখো—
তিনি সত্য-স্বরূপ,
তিনি মঙ্গল-স্বরূপ,
তিনি প্রেম-স্বরূপ,
প্রকৃতির আবিষ্ট তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারে
তিনি ধ্রুবতারা,
আর ঐ ধ্রুবতারাই তোমাদের

দিঙ্ নির্ণয়ী, ইষ্টার্থপোষণী জীবন-যজ্ঞের
হোতা ;
তিনি ত্রাতা,
তিনি বিধাতা,
উদ্ধাতা তিনিই,
তাঁ'তেই আলম্বিত থেকো,
সে আলম্বন কেউ যেন ছিঁড়তে না পারে
কোনক্রমে ;
একটা মানুষের মতন
আজ তোমাদিগকে যেমনতর দেখছি—
এতগুলিকে,
কোটি-কোটিতে তেমনি ক'রেই তোমরা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ ;
আবার যেন দেখতে পাই অতি সত্বরই
আমার এই জীবনস্রোত
চলন্ত থাকতে-থাকতেই
ঐ কোটি-কোটি তোমরা—
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে
একটা হ'য়ে উঠেছ ;
তাই আবার বলি—

তোমরা প্রতিপ্রত্যেকে
পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও পরিবেশ-সহ
তাঁরই চরণে সুনিষ্ঠ অনুরাগ-সন্দীপনা নিয়ে
স্মিত সৌকর্য্য-সম্বোধনায়
আত্মপ্রসাদী সুনিষ্পন্নতায় অভিষিক্ত হ'য়ে
সুখে থাক,
স্বস্তিতে থাক,
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক,
মৃত্যু পার হ'য়ে
অমরতাকে উপভোগ কর,—
তাঁর চরণে—
অনিবার্য্য ঐকান্তিক আগ্রহ-উন্মাদনায়
এই-ই আমার একান্ত প্রার্থনা।

---

১লা বৈশাখ, সোমবার, ১৩৫৯।
নববর্ষ-উপলক্ষে।

## ৩৫

ঈশ্বরে অচল সম্বেগ-সম্বদ্ধ হও তোমরা,
ইষ্টীতপা কল্যাণ-চলন
তোমাদের অন্তঃকরণকে
নিষ্পন্নতায় অভিনন্দিত ক'রে
প্রতিটি পদক্ষেপকেই জয়যুক্ত ক'রে তুলুক,
তোমরা তোমাদের পরিবার, পরিবেশের
প্রত্যেকটি সহ
ইষ্টীপূত উদ্বর্দ্ধনায়
উচ্ছল উৎসারণা নিয়ে
সুদীর্ঘজীবী হও,
তোমরা সুখী হও ;
তোমাদের গায়ের বাতাস,
মুখের কথা,
প্রত্যেককে সুখ-সম্বর্দ্ধনায়
প্রেরণা-প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক,
তোমাদের বাণী ঈশ্বরের জয়গান করুক,
তোমাদের হৃদয় ঈশ্বরের জয়গান করুক,
জীবন-চলনার প্রতিটি পদক্ষেপ

অন্তরাত্মার আবেগ-আলিঙ্গনে
অমিয় নন্দনায়
নিষ্পন্নতার নির্ম্মাল্য নিয়ে
জয়মুখর চলনে
তাঁরই চরণে অঞ্জলি প্রদান করুক ;
উচ্ছল আবেগ নিয়ে
সত্যের দীপালী সজ্জায়
বৈধী তালে নেচে-নেচে
তাঁরই অভিসারে এগুতে থাক,
পেছনের টান যতই মোহমত্ত হোক না কেন,—
কর্ত্তব্যের বিবেক-ঝঙ্কারে
তোমাকে সজাগ ক'রে তুলুক না কেন,
ডাকুক না কেন যতই,
যে ডাক অগ্রগতি হ'তে নিবৃত্ত ক'রে তোলে,
ফিরো না সে-দিকে,
শুনো না সে-কথা,
উতরোল আলোড়নে চলতে থাক—
অসৎ-নিরোধী বিক্রমে,—
অবিলম্বে যা'তে কৃতিত্বের কূল স্পর্শ ক'রে
ধন্য হ'তে পার,

ধন্য করতে পার—
তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ-নিঃসৃত জীবনকে
প্রাচীন ও আধুনিক পরিবেশকে—
সঙ্গতির সামগানে ;
এইতো জীবনের সার্থকতা—
জীবনের তাৎপর্য্য তো তা'তেই,
থম্‌কে দাঁড়িয়ো না,
স্তম্ভিত হ'য়ো না,
দুর্ব্বল হ'য়ো না,
জীবনের ঐ বীর্য্যী প্রস্রবণ-
আপূরণ ক'রে তুলবে সবাইকে—
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকে সার্থক ক'রে ;
তোমরা প্রতিটি একজন
কোটি-কোটিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টানুবন্ধনে সংহত হ'য়ে ওঠ,
পরস্পর পরস্পরের সম্পদ্ হ'য়ে ওঠ,
কেউ যেন মলিন থাকে না,
ম্লান থাকে না,
দারিদ্র্যপীড়িত না থাকে—
তা' হৃদয়েই হোক,

যোগ্যতার দীপন-অর্জ্জনী সম্পদেই হোক,
এমন চলনায় চল,
যা'তে প্রত্যেকে মুখ্যভাবে বুঝতে পারে—
প্রতিপ্রত্যেকেই প্রতিপ্রত্যেকের
জীবন-আধার ;
নির্ব্বাসিত আমি
কতদূরে ব'সে আছি—
এই ক্লিষ্ট দেহ নিয়ে—
জ্যোতিষ্মান্ এই তোমাদিগকে দেখতে,
প্রার্থনা করি—
ঈশ্বর এই সতৃষ্ণ আশা আমার
পরিপূরণ করুন—
যদিও আমি তাঁর অযোগ্য সন্তান ;
আবার বলি—
তোমরা প্রতিপ্রত্যেককে নিয়ে
প্রতিপ্রত্যেকে
সুদীর্ঘজীবী হও,
সুখী হও,
নিষ্পন্নতার কিরীট-ভূষিত হ'য়ে
সপরিবেশ সব দুনিয়াকে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



## আশীষ বাণী

জ্যোতিষ্মান্ ক'রে তোল,
স্বস্তি তোমাদিগকে অভিনন্দিত করুক,
শান্তি তোমাদিগকে সাম্য চলনের
অধিকারী ক'রে তুলুক,
অজস্র অঞ্জলিবদ্ধ নিষ্পন্নতা
তোমাদের হস্তে
তাঁরই চরণে অঞ্জলি-পূত হ'য়ে উঠুক,—
এই-ই আমার আকুল প্রার্থনা।

---

২৯শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫৯।
সপ্তপঞ্চাশত্তম-ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



৩৬

জীবনের জৃম্ভণ-সম্বেগ
সংঘাতের দারুণ আঘাতে
বিচ্ছুরণী জীয়ন্ত প্রকাশে
বিকীর্ণ হ'য়ে চলতে থাকে,
নয়তো নিভে যায়—
যেখানে জীবনের ক্রমিক চলন
ক্রমপদক্ষেপে চলতে পারে না ;—
আর এই বিধায়নী সংহতি
যা' জীবনকে ধ'রে রেখেছে—
তা' যতই জীবনকে
দৃঢ় সম্বন্ধনে সংহত ক'রে
আত্মবিস্তারে প্রসারণশীল হ'য়ে চলেছে,
জীবনও সেখানে তেমনি
দেদীপ্যমান
ক্রমস্রোতা হ'য়ে চলেছে ;
আর এর স্বল্পতা যেখানে যেমন
জীবন-প্রণালী সঙ্কীর্ণও সেখানে তেমনি ;
তাই চাই—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সব সত্তা দিয়ে,
সমস্ত প্রবৃত্তির অনুচর্য্যা দিয়ে
মানস-সম্বেগের কল্পমান বিসৃজনী
সুকেন্দ্রিক চলন ;
এ যেমনতর
হ'য়ে থাকা,
থেকে হওয়া,
হ'য়ে আরো হওয়ার সম্বেগও
সেখানে তেমনি ;—
একটা সুদৃঢ় আলম্বনে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তৎস্বার্থী, তদনুচর্য্যী পরাক্রমী চলনে
চলৎশীল হ'য়ে চলার
দৃঢ়তা যেখানে যেমনতর,—
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকে
একসূত্রে সার্থক অন্বয়ে
সুসম্বদ্ধ ক'রে
উৎসৃজনী উৎসারণায়,—
সার্থক চলনও সেখানে তেমনতর ;
সংঘাত যার জীবনকে

যতই দৃঢ় ক'রে তুলতে পারে,
সুকেন্দ্রিক সাম্য-স্বস্ত্যয়নী-সম্বর্দ্ধনায়—
বোধিবীক্ষণী কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
যে যেমন চলতে পারে,
সত্যকেও সে তেমনতর
স্ফুরণ-দীপনায়
বিকাশ-উদ্বুদ্ধ ক'রে
জীবনকে সৎ-দীপনায় সন্দীপিত ক'রে
এই হওয়া-থাকার পথে
আরো আরো ক'রে
নিজেকে পরিচালিত করতে পারে ;
তাই, সমস্ত বৃত্তির সংহত পরিক্রমায়
জ্বলন-সম্বেগে
সংঘাতকে যতই নিরোধ করতে পার,
যতই নিয়ন্ত্রণ করতে পার,—
অভিব্যক্তিও তেমনতরই
উজ্জ্বল-লাস্যে
পরিবেশের অন্তঃকরণকে ধাঁধিয়ে
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে ;
তাই চাই সত্য

অর্থাৎ সত্তায় অনুরাগ,
ন্যায় অর্থাৎ সত্তাপোষণী সঞ্চলন,
কৃষ্টি অর্থাৎ জীবনবর্দ্ধনী অনুচর্য্যা,
তা' তোমার নিজের যেমন—
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
অন্যেরও তেমনতর ;
আর যে এমনতর চলন
সপারিপার্শ্বিক তোমার জীবনকে ধ'রে রাখে—
সম্বর্দ্ধনার সন্দীপনায়
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে—
তাই হ'চ্ছে ধর্ম্ম ;
আর এই ধর্ম্ম হ'চ্ছে—
দুনিয়ায় যা'-কিছু কর
তারই ঐ উৎসৃজনী উদ্দীপনার
অনুস্রোতা ভিত্তি ;
যা'-কিছু কর না কেন,
তা' যদি ধর্ম্মে সার্থক হ'য়ে না ওঠে
সেখানেই ব্যতিক্রম, বিভ্রান্তি—
জীবনের প্রতিদিকে ;
তাই, আমার একান্ত যিনি,

আমার পরমপিতা যিনি,

তাঁর চরণে—

বিনীত বিনিদ্র প্রার্থনা আমার—

তোমরা ইষ্টকে অবলম্বন কর,

ধর্ম্মকে পরিপালন কর,

ন্যায়ে নিয়ন্ত্রিত হও,

সংহতি-আলিঙ্গনে

যোগ্যতার সম্বেদনায়

প্রতিটি ব্যষ্টিসহ

প্রতিপ্রত্যেকে সংহত হ'য়ে

শক্তির সামসঙ্গীতে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;

আবার চণ্ডী আসুন,

আবার গীতা আসুন,

বেদ-বিদীপ্ত বিজ্ঞানের

সুসংহত সন্দীপনা

তোমাদিগকে সুদর্শন-সমৃদ্ধ ক'রে

জীবন-চলনার বিবর্ত্তনাকে

আলোকিত ক'রে তুলুক ;

তোমরা সফলতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে

প্রত্যেকটি পরিবার-পরিবেশ-সহ

সুখে সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর,—
তাঁর রাতুল চরণে
এই-ই আমার একান্ত নিবেদন ;
স্বস্তি শুভদৃষ্টিতে তোমাদিগকে
স্মিতমধুর প্রাণন-পরিচর্য্যায়
নন্দিত ক'রে তুলুক,
সুখী হও,
স্বস্তি নিয়ে চল,
শান্তিতে পরিতৃপ্ত থাক—
অনন্তের পথে,—অকাট্য চলন নিয়ে।

---

১৬ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৯।
৺বিজয়া-উপলক্ষে।

## ৩৭

তোমাদের জীবন-দিগ্বলয়ে
ঘনঘটা
দৃপ্ত গর্জ্জনে
বজ্রদন্তী বিজলী-ঝলকে
ভীতিসঙ্কুল সংঘাতে আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে
যতই বিকম্পিত ক'রে তুলুক না কেন,
দ'মে যেও না একটুকুও ;
সৎ-সন্দীপনার সুসঙ্গত সন্দীপ্ত ঝলকে
সপরিবেশ তোমাদের প্রত্যেক নিজেদের
সমস্ত বৃত্তিকে সংহত ক'রে,
জীবনীয় দৃপ্ত পরাক্রমে
সুব্যবস্থ প্রস্তুতির অটুট বন্ধনে
একানুধ্যায়ী ইষ্টীতপা সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে
সংহিত সংহতিতে নিবিড় হ'য়ে দাঁড়াও,
আর, এমনতরই দৃপ্ততেজা সংহতিতে
পারস্পরিক ইষ্টনিবদ্ধ অনুক্রমণায় সংহত হ'য়ে
বর্দ্ধনায় বিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে

সৎসঙ্গের সার্থক সংহতি ;
একটুকুও যেন কেউ টলাতে না পারে,
ভীতিবিহ্বল ক'রে তুলতে না পারে তোমাদের,
প্রস্তুতির অনটন একটুকুও না থাকে,
অব্যবস্থ একটুকুও না হও,
সময়কে একটুকুও অবজ্ঞা না কর,
কুশলকৌশলী ধী-তৎপরতা নিয়ে
একানুধ্যায়ী অনুশাসনে
সসমষ্টি প্রতিপ্রত্যেকে
সুবিন্যস্ত নিয়ন্ত্রণে
বিবর্ত্তনের আকূতিতে এগিয়ে চল,
আর, এই চলাই
তোমাদের অনন্ত পথের যাত্রী ক'রে তুলুক—
সচ্চিদানন্দের শুভ-বর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত ক'রে,
সত্যং, শিবং, সুন্দরম্-এ
পরিশোভিত ক'রে ;
ওঠ,
জাগো,
ঐ দুর্দ্দমনীয় ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম ক'রে
পারিজাত আহরণ কর,

স্বর্গে স্বাধিষ্ঠিত হও ;

আমার একান্ত যিনি,

তাঁরই চরণে আমার

দৈন্যদীর্ণ হ'লেও একান্ত প্রার্থনা—

তিনি তোমাদিগকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলুন,

তোমরা সুখে থাক,

তোমাদের যে-কেউ-সবকে নিয়ে

সুদীর্ঘজীবী হও,

আর, যোগ্যতায় জীবন্ত হ'য়ে ওঠ ;

প্রাচীনের সুসঙ্গত তালিমে

তৎসূত্রে বর্ত্তমানকে সুনিবদ্ধ ক'রে

অমৃত-ভবিষ্যৎকে আবাহন কর,

তা' অমৃতময় হোক্,

স্বর্ণময় হোক্,

সুকেন্দ্রিক সম্প্রীতির প্রীতি-নিয়মনে

পরিচালিত হ'য়ে

ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ করুক ;

স্বস্তি, স্বধা ও শান্তির

শুভমলয়ী সম্বর্দ্ধনায়
বিবর্ত্তনের পথে এগিয়ে চল।

---

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৫৮।
শিলচর উৎসব-উপলক্ষে।

## ৩৮

ঐ দেখ ধ্রুবতারা—
কত নক্ষত্র-পরিবার
কত ভাবভঙ্গী নিয়ে
বিন্যাস-বিভূতি-বিশোভিত হ'য়ে
তাকে প্রদক্ষিণ করছে,
কেউ সরল, কেউ আঁকাবাঁকা,
কেউ তির্য্যক্ ভঙ্গী নিয়ে,
কেউ উদাত্ত স্ফুরণায়,
সেই ধ্রুবতারাকেই
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে,
চলেছে,—
এই চলন তার আবহমান কাল ;
ঐ দেখ বশিষ্ঠ,
তার অঙ্ক-সান্নিধ্যে
লাজুক জ্যোতিষ্মতী অরুন্ধতী,—
তারাও চলেছে অমনি ক'রেই,—
বিচ্যুতি নাই,

বিরাম নাই,
চলার আনন্দেই চলেছে,
ঐ ধ্রুবই তাদের ধ্রুবতারা ;
এই এলোমেলো প্রবৃত্তি-সঙ্কুল জীবনে,
এই এলোমেলো বিন্যাস-বিস্রস্ত জীবনের
জ্যোতিষ্মতী দীপালী স্ফুরণে
মানুষ বিভ্রান্ত, বিকম্পিত হ'য়েও
চায় তার জীবন,
সে চায় তার বিস্তার,
সে চায় তার বিবর্দ্ধনা,
এই চাহিদাই কি ভ্রান্তি ?
ভ্রান্তি যতই হোক্,
এই ক্রান্তিই প্রতিটি গণব্যষ্টির
পরম জীবন-আকূতি,
সে চায় বাঁচতে,
চায় বাড়তে,
যতই সে বিভ্রান্ত-বিকম্পিত হোক্,
বিশৃঙ্খলায় ছিন্নভিন্ন হ'য়ে উঠুক,
সে চায় তার অন্তর্নিহিত সপ্তলোক নিয়ে,
সুসংহত তৎপরতায়

বোধায়নী পরিক্রমায়
বাঁচতে, বাড়তে ;
দুনিয়ার গণগোষ্ঠীর বা জনজীবনের তোয়াক্কা
সে রাখুক্—
আর না-ই রাখুক—
এই বাঁচা-বাড়ার অফুরন্ত আকূতি
তাকে কিছুতেই ত্যাগ করে না,
মায়ের অন্তস্তল হ'তে
স্ফুরিত হ'য়ে
লীলায়িত লাস্য-ভঙ্গিমায়
সুখ-দুঃখ-বেদনার
সমঞ্জসা সঙ্গীত-ছন্দের ভিতর দিয়ে
নিজেকে সুসঙ্গত ক'রে
সব নিয়ে
সে চায় বাঁচতে-বাড়তে ;
এই বাঁচা-বাড়ার পরিপোষণা
যেখানেই থাক্—
যে যেমনই হোক্
তার মত ক'রে সে আঁকড়ে ধরে—
ঐ তাকেই—

যা' হ'তে সে পরিপোষণা পায়,
সংরক্ষণা পায়,
আপূরণী প্রেরণায় প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
আর তাই
এই জীবনে
এ মানব-সাগরে
ধ্রুবতারাই হ'চ্ছে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ ;
তোমরা নিনড় হ'য়ে
অটল হ'য়ে
অকম্পিত চলনায়
তাঁ'তেই লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখে চলতে থাক,—
তোমাদের চলা
জীবন-বৃদ্ধির
ছন্দায়িত-সামসঙ্গীত-মুখরিত হ'য়ে
জীবনকে অমৃতপন্থী করুক ;
সে চলতেই থাকবে,
অযুতকালেও সে নিভে যাবে না,
আদি-অন্ত থাক বা না থাক্
ঐ বিরামহীন চলা

স্রোত-কল্লোলে
নানা তরঙ্গভঙ্গিমায়
জীবনের লাস্য-বিকিরণী আন্দোলনে
সুখ-দুঃখ-নাচনের ভিতর দিয়ে
ঐ নাচন-তালেই চলতে থাকবে ;
সুকেন্দ্রিক হও,
কর্ম্মানুশীলনের ভিতর দিয়ে
দক্ষ হ'য়ে ওঠ,
যোগ্যতার যাগ-জৃম্ভিত
বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধনে
উদাত্ত হ'য়ে ওঠ,
তোমরা প্রতিটি এক
কোটি-কোটিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ,
পদ্ম-সুপদ্মে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ,
জীবনের দীপালী-সজ্জায়
জ্যোতিষ্মান্ হ'য়ে ওঠ,
জ্যোতিষ্মতী হ'য়ে ওঠ,
সেই অরুন্ধতীর মত
বিশেষের আরাধনা ক'রে
বৈশিষ্ট্য-সমভিব্যাহারে

ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ ক'রে চল ;
তোমাদের জীবন-আরতি
এই অদম্য চলনে
চলন্ত হ'য়ে চলুক,
নিটোল হ'য়ে চলুক,
নিষ্পন্নতায় নিবুদ্ধ হ'য়ে চলুক ;
তোমাদের প্রাণন-সঙ্গীতে
অল্পপ্রাণ যারা—
আপূরিত হ'য়ে উঠুক,
উদ্দাম হ'য়ে উঠুক,
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক ;
যেমনই হও,
যা-ই হও,
সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে
সমস্ত হৃদয় দিয়ে
সমস্ত চাহিদা দিয়ে
জীবনকে অর্ঘ্যে বিনায়িত ক'রে
ধ্রুবতপা হ'য়ে ওঠ,
ঐ ধ্রুবেরই সান্নিধ্য—জীয়ন্ত বেদীমূলে
জীবনকে অর্ঘ্য দাও ;

তোমাদের অন্তর অমৃত-নিষ্যন্দী
হ'য়ে উঠুক,
স্ফুরিত হ'য়ে উঠুক—
সেই সর্ব্বকারণের কারণ যিনি,
যিনি জীবন-প্রদীপ তোমাদের,
তোমরা যাঁরই পরিণতি,
যাঁর অধ্যাস-প্রতীক তোমরা—
তাঁর যা'-কিছু সব নিয়ে,—
যে আধিপত্যের নায়ক-সম্বেগ
তোমাদের জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে চলৎশীল,
যে প্রাণন-ধারায়
তোমাদের প্রতিপ্রত্যেকে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলেছে—
সেই ঈশিত্বের স্ফুরণ হ'য়ে উঠুক ;
প্রাণ খুলে বল,
উদাত্ত আহ্বানে বল,
আলিঙ্গনে বল,
দুঃখের দাম্ভিকতাকে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
বিদলিত ক'রে বল—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' ;
আমার এই শীর্ণ দীন অন্তর-আকূতি
করজোড়ে তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছে—
তোমরা প্রতিপ্রত্যেকে
সুখ-সাফল্যে
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক,—
প্রতিটি সন্তান-সন্ততি
পরিবার-পরিবেশকে নিয়ে
লীলায়িত লাস্য-ভঙ্গিমায়
নিরন্তর তাঁকেই প্রদক্ষিণ ক'রে চল,
অভিজিৎ-এর মত
এগিয়ে যাও সেদিকে,
ঈশ্বর তোমাদের জয়-জয়কার করুন,
তোমাদের চলন-সম্বেগ
অমৃত ক্ষরণ ক'রে চলতে থাকুক,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



তোমরা অমৃতস্নাত হ'য়ে চল—
তাঁরই পূজারী হ'য়ে—
মলয়-বিকিরণী অর্ঘ্যথালি হস্তে—
সুগন্ধের জ্যোতিষ্মান্ বিভা-বিকিরণে,
আবহাওয়ার প্রতিটি নাচন
গেয়ে উঠুক—
স্বস্তি-সঙ্গীত নিয়ে—
শান্তি! শান্তি! শান্তি!

---

দেওঘর, ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৩।
ঊন-ষষ্টিতম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৩৯

প্রাচীনের দ্যোতন-দ্যোতনা
প্রেরণার প্রচণ্ড সম্বেগে
কত ঋজু
কত জটিল
কত কুটিলের পথ বেয়ে-বেয়ে
আবর্ত্তনার সংক্ষুধ-দীপনায়
প্রগতির বিবর্ত্তন-ক্রমক্ষেপে
মার্ত্তণ্ডের অংশু বিকিরণে
ব্যাবর্ত্ত-বৃত্তাভাসে
ঘুরে ঘুরে চ'লে এল—
নবীনের উৎকণ্ঠ-আগ্রহ-সন্দীপ্ত
আকুল লাস্যে
আজ এই নববর্ষে ;
দিন যায়,
প্রতিদিনই যায়,
অবিরাম এই গতি,
গতি-নির্ঝর
কত শত ঝরণ-বিক্ষেপে

সন্দীপনী অযুত স্ফুরণে
পেছনের করণ-সংহতিতে
ফলবর্ত্তনায়
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তরে
হানা দিয়ে উঠলো,—
এলো নববর্ষ,
তার প্রতিটি চাউনি,
প্রতিটি ভঙ্গী,
স্ফুরিত ঝঙ্কারে ব'লে উঠলো—
এখনও জাগো,
এখনও চল—
বাঁচার উদ্যমে,
থাকার উদ্যমে,
বাড়ার উদ্যমে,
আদর্শ-নিবদ্ধ অনুপ্রাণনায়
উদ্যোগী পরাক্রমে
চলন্ত হ'য়ে চল,
থেমো না—
এ চলার বিরাম নেই,
সব দিক্ দিয়ে বজায় রেখো—

তোমার অস্তিত্বের ধৃতি-বাঁধন,—
যে ধরায় বিধৃত হ'য়ে
ধরার বুকে
তুমি থাকতে পার
বেঁচে থাকতে পার—
তোমার এই উৎক্রমণী আবর্ত্তনী সম্বেগে,
প্রাণন-পরিচর্য্যায়,
পরিবেশের দ্যুতি-বেদনার
বিবর্দ্ধনী বর্দ্ধন-বিবর্ত্তনী
দীপালী-দ্যুতিতে,—
দেউলের দরজা উদ্‌ঘাটিত ক'রে
দেবতার সান্নিধ্য পেতে—
সুসঙ্গত সার্থক-অন্বয়ে,
বোধি-জৃম্ভণার অন্বিত সজ্জায়,
সার্থকতার সম্বিৎ আহরণ ক'রে
ঐশ্বর্য্যের বিভূতি-লাস্যে
লসিত লপনায়
নিজেকে ফুটন্ত
প্রাণন-প্রদীপ্ত স্ফুরিত পদ্মে
জীবন-প্রতিভায় বিকশিত ক'রে,

বুকভরা এমনতরই পরাগ আহরণ ক'রে ;
চেয়ে দেখ—
দেউল অর্গলমুক্ত,
ঐ দেবতার জীবন-বিভা
তোমার দিকেই চেয়ে আছে—
কী আকুল উৎকণ্ঠ-আগ্রহ নিয়ে
চাউনির প্রতিটি ভঙ্গী বলছে—
আয় তোরা আয়—
জীবন-বৃদ্ধির অমৃত আহরণ ক'রে,
সার্থকতার বিভূতি-বিভায়,—
ফিরে আয়,
চ'লে আয়
অন্তরের দুয়ারে ;
এই ডাক
অন্তরের উদ্যমে
মূক-স্বরে
প্রতিটি প্রাণের
প্রতিটি বিধানের
প্রতিটি যোগনিবদ্ধ
কোষিক মিলনের ভিতর দিয়ে

ফুটন্ত হ'য়ে উঠছে ;
তা'কে ঐ দেবতার চরণে
উৎসর্গ ক'রে দাও,
ঐ দেবতারই আমিত্বে
তোমার তুমিত্বকে নিবদ্ধ ক'রে ফেল—
তোমার যা'-কিছু-সবকে
ঐ তপস্যার ভিতর দিয়ে অন্বিত ক'রে
আত্মবিনায়নায়,
অনুশীলনার শীল-সঞ্চয়ী পরিচর্য্যায়,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত থেকে
অযুত লক্ষে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সংহতির দীপন মন্ত্রে,
ঐ দেবতাকে প্রতি প্রাণে-প্রাণে প্রতিষ্ঠা ক'রে ;
সুকেন্দ্রিক সুসঙ্গত সুতৎপর
ঐ অনুধ্যায়িতা নিয়ে চলতে থাক
বিরামহীন চলায়,—
তাঁরই অবদান—
তোমার ঐ জীবন-ব্যক্তিত্ব নিয়ে
অনন্তের উধাও চলনে ;
আর এই চলন নিয়ে

তোমার সমস্ত অবিদ্যাকে
সমাহার-সন্দীপনায়
বিদ্যোৎসাহী সুসঙ্গত বোধি-মর্ম্মে
বিস্ফুরিত ক'রে
দূরদৃষ্টির অসৎ-নিরোধী
স্বস্তিবর্দ্ধনী শীলসঙ্গতিতে চলতে থাক ;
আর এই চলন
অমৃতনিষ্যন্দী হ'য়ে উঠুক—
আমরণ আহরণ করতে করতে,
সুধায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলে সবাইকে—
সম্পদে, বিভবে,
বিধৃতির বিরাট বর্দ্ধনায় ;
তৃপ্ত হও,
তুষ্ট হও,
শান্ত হও,
স্বস্থ হও—
তোমার যা'-কিছুকে সুসঙ্গত ক'রে,—
প্রত্যেককে ঐ অবদানে উদ্বুদ্ধ ক'রে
উদয়ন-দীপনায় ;
তোমরা ইষ্টানুধ্যায়ী

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



অনুবেদনী অনুচর্য্যায়
সৎসংগতির অচ্ছেদ্য বাঁধনে
সন্দীপ্ত থাক—
পরস্পর পরস্পরের সহায় হ'য়ে
স্বার্থ হ'য়ে
সন্দীপনা হ'য়ে
প্রেরণার প্রদীপ-দীপনায়
জাগ্রত ক'রে সবাইকে ;
আয়ুর অধিকারী হও,
বিধাতার বিভব আহরণ ক'রে
বৈশিষ্ট্যগ্রথিত যুক্ত-শৃঙ্খলায়—
মালাকারে সুসজ্জিত হ'য়ে
অর্ঘ্য হ'য়ে ওঠ
তাঁরই চরণে ;
প্রিয়পরম !
একান্ত আমার !
তুমি সব সম্পদ্ দিয়েছ,
সব বিভূতি দিয়েছ,
কিন্তু তা' আমি জানি না,
আছ জানি—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আছি জানি—

সমস্ত জানাকে অতিক্রম ক'রে,—

তা' কেমন ক'রে

তা' তুমিই জান,—

তোমার ঐ জানাই

আমার জীবন-সম্বেগ ;

দাও দয়াল !

আগ্রহ-আতুর উৎকণ্ঠ

তোমারই এই আমিগুলিকে

একটা গভীর শঙ্খ-বর্ত্তনার

হোম-দীপনী প্রাণন-সম্বেগ,

যা' ছড়িয়ে প'ড়ে

সবাইকে আয়ুর অধিকারী ক'রে তোলে,

বোধির অধিকারী ক'রে তোলে,

বিদ্যার অধিকারী ক'রে তোলে,

জীবনের অধিকারী ক'রে তোলে,

বল-বীর্য্য-বিক্রমের অধিকারী ক'রে তোলে,

আর এগুলির সঙ্গত সংশ্রয়

তোমাতে যেন অর্ঘ্য হ'য়ে ফুটে ওঠে,—
এই আমার আকুল প্রার্থনা।

---

১লা বৈশাখ, ১৩৬০।
নববর্ষোপলক্ষে।

## ৪০

সুকেন্দ্রিক হও,
উচ্ছল উদ্যমী হ'য়ে ওঠ,
যোগ্যতায় পরাক্রমী হ'য়ে ওঠ,
আর সব যা'-কিছু নিয়ে
সুবীক্ষণী সার্থক অন্বয়ে
তোমাদের ব্যক্তিত্বকে
বিন্যাস-বিভূতিতে
বিনায়িত ক'রে তোল ;
আর এই সুকেন্দ্রিক অনুশীলনী যোগ্যতার
জীয়ন্ত প্রতিভায়
বিভব বিকীর্ণ ক'রে
পরিবেশকে উচ্ছল-নন্দনায়
যোগ্য জীবনের অধিকারী ক'রে
সব যা'-কিছুকে
সার্থক ক'রে তোল ঈশ্বরে—
যিনি তোমাদের জীবনের আত্মিক সম্বেগ,
সার্থকতার পরম বিভূতি ;
আমার প্রার্থনা—

তিনি তোমাদিগকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলুন—
যোগ-জৃম্ভী প্রেরণা-প্রদীপনায়
প্রীতিদীপ্ত ক'রে সবাইকে ;
তোমরা সফল হও,
শক্তিমান্ হও,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
সব যা'-কিছুকে নিয়ে
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক ;
করুণানিধান !
তোমার আশীষ-হস্ত
সবাইকে শাসন-সম্বুদ্ধ সুসংহত ক'রে তুলুক ।

---

৩রা আষাঢ়, বুধবার, ১৩৬০ ।
সাঁওতাল-পরগণা জিলা-শরণার্থী-সম্মেলন-উপলক্ষে ।

## ৪১

'প্রেমন্ ! তোমার জয়জয়কার হোক' ;
জীবনের জাগ্রত তপজ্যন্তী অনুবেদনায়
যোগ্যতার আরতি নিয়ে
উৎসারিত অন্তরের
কর্ম্মমুখর আবেগ-দীপনায়,
প্রত্যেক অন্তরকে মথিত ক'রে
সবারই কণ্ঠে ধ্বনিত হোক্—
'প্রেমন্ ! তোমার জয়জয়কার হোক' ;
জীব-জীবনের অন্তরের
স্পন্দায়িত তাণ্ডব নর্ত্তনে
প্রতিটি তালে
প্রতিটি ছন্দে
ছন্দগ সঙ্গীতে
তুমি যেমন
তোমার ঐ প্রাণের
নর্ত্তন-দীপনা বিকিরণ ক'রে
সবাইকে জীবনের অধিকারী ক'রে তুলেছ—
যোগ-দীপনার আরতি-নৈবেদ্য নিয়ে,—

প্রতিটি পদক্ষেপে

সব জীবন

উচ্ছল তর্পণায়

তেমনি ব'লে উঠুক—

'ঈশ্বর! তোমার জয়জয়কার হোক';

গগনের তারকাখচিত জ্যোতিঃ-নিক্কণ

ব্যষ্টিময় জগতের বৈশিষ্ট্য-নর্ত্তন

ও অস্তিবৃদ্ধির যাগ-হোম-আহুতিতে

নির্ঘোষিত হোক্—

'ঈশ্বর! তোমার জয়জয়কার হোক',

যোগ্যতার যোগতপা রাগদ্যুতি

সবাইকে ব'লে উঠুক—

'তোমার ভয় নাই,

তোমার জীয়ন্ত থাকা

সলীল জীবনস্রোতে উৎকীর্ণ হ'য়ে

অনন্তের উচ্ছল গমনে

জীবন-নির্ঘোষে

তোমাকেই বরণ ক'রে চলুক';

সবাই জানুক,

বোধ করুক,

ব'লে উঠুক—

'হে প্রেমন্ ! তুমি শরণ্য,

তুমি বরেণ্য,

তুমি প্রণম্য,

তুমি সবারই সত্তার চেতনদীপী

যাগদৃপ্ত জীবনবহ্নি,

বিবর্দ্ধনের পরম হোতা,

উচ্ছলতার স্বচ্ছল চলন তুমিই,

কেন্দ্রায়িত বিনায়নী সংসঙ্গতির

দৃপ্ততেজা ব্যক্তিত্বের

আকণ্ঠ আগ্রহ তুমিই ;

তুমিই যোগ,

তুমিই জীবন,

তুমিই বিভূতি ;

তুমিই সম্পদ্,

তুমিই ঐশ্বর্য্য,

তুমিই বিবর্ত্তনের পরম বর্ত্তনা' ;

এই আমিও তোমারই,

এই ক্ষুদ্রতম আমিত্ব

তোমার চরণ লক্ষ্য ক'রে বলতে চায়—

"আমিও তোমারই অর্ঘ্য হ'য়ে
তোমার চলনে
ফুটন্ত হ'য়ে চলতে চাই,
আমিও তোমারই,
তাই বলতে চাই—
সবাই আমারই" ;
তাই, আকণ্ঠ অনুবেদনী আগ্রহে,
অনুপ্রাস-অনুদীপনায়,
নতজানু যুক্তকরে
আবেদন করতে ইচ্ছা করে
প্রার্থনা করতে ইচ্ছা করে—
সক্রিয় অনুশীলনার অনুদীপনী
অনুচর্য্যা নিয়ে—
ঈশ্বর ! আমার প্রতিটি মানুষ
ব্যষ্টিবিনায়িত প্রতিটি সত্তা নিয়ে
প্রতিটি জীবজীবন নিয়ে
সুনিষ্ঠ অনুদীপনায়
সুসাফল্যে
আয়ুর অধিকারী হ'য়ে উঠুক,
শক্তির অধিকারী হ'য়ে উঠুক,

বীর্য্যের অধিকারী হ'য়ে উঠুক,
আর এই আয়ু, বল, বীর্য্য ও শক্তি
সুসঙ্গত ধী-বিনায়িত দক্ষ-কুশল তৎপরতায়
তোমার আরতি-বিভোর
যাগজ্‌স্তী যোগ্যতার অধিকারী হ'য়ে
সত্তায় সাবুদ হ'য়ে উঠুক—
বিভবান্বিত সম্বর্দ্ধনায়,
বিবর্ত্তনার সঙ্গীত-দীপনায়,
দৃপ্ত বিনয়ে,
অসৎ-বিনায়নী রুদ্র মাধুর্য্যে,
প্রতিটি অস্তিত্ব
আমারই প্রাণন-স্পন্দনার
প্রাঞ্জল প্রার্থনায়
সাফল্যের সমিধ-শালীন্যে
বেঁচে থাকুক,
স্বস্তিতে থাকুক,
শান্তিতে থাকুক,
পরিবার-পারিপার্শ্বিক নিয়ে
সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হোক—
স্মৃতিবাহী চেতনার ঝঙ্কার-নিক্বণে,

চেতনার প্রদীপ্ত জীবন নিয়ে" ;
সব্যষ্টি সমষ্টির বোধিসত্ত্ব ব'লে উঠুক—
"প্রেমন্ !
তোমার জয়জয়কার হোক,
ঈশ্বর !
তোমার জয়জয়কার হোক,
অস্তির আধার তুমি !
তোমার জয়জয়কার হোক ;
তুমি প্রস্বস্তিবাদ কর—
তোমরা সুখসাফল্যে বেঁচে থাক,
স্মৃতিবাহী চেতনার অধিকারী হও,
যোগ্যতায় দৃপ্ত হ'য়ে ওঠ,
বীর্য্য-পরাক্রম নিয়ে—
সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হও,"
ঠাকুর আমার !
আমার আবেগোচ্ছল অন্তরের
এই-ই একান্ত প্রার্থনা—
'ভাববিভোর জীবন নিয়ে
সবাই বেঁচে থাকুক,
অভাব, দারিদ্র্য

হীনমন্য স্বার্থসংক্ষুধ ব্যালোল সঙ্কীর্ণতা—
সব টুটে গিয়ে
প্রত্যেক জীবন প্রত্যেক জীবনে
সম্বন্ধায়িত হ'য়ে
সমষ্টি-সংহতি-শালীন্যে
তোমাতে অর্ঘ্য হ'য়ে ফুটে উঠুক—
চেতনবিভোর জীবন-দীপনায় চিরায়ু হ'য়ে।

---

৩রা শ্রাবণ, ১৩৬০।
একষষ্টিতম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে।

## ৪২

জীবন !

অন্তরাত্মার উদাত্ত সম্বেগে গেয়ে ওঠ—

'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ;

পরম-বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী

মূর্ত্ত প্রতীক যিনি,

সাম-কণ্ঠে

প্রাবৃট-ঝঙ্কার-পরিক্রমায়

উচ্ছল-দীপনায়

তোমাকে তাঁ'তেই উৎসর্গ ক'রে তোল ;

চিত্ত-বিনোদনার

এষণী অনুদীপনায়

ধারণ-পালনী

উচ্ছল-আকুল

উদ্যম-অভিনন্দনে

ধৃতিমুখর প্রীতি-নন্দনায়

অর্ঘ্যাঞ্জলি দিয়ে

আবাহন কর—

ঐ নারায়ণ—

নরবিগ্রহ—
পরম পুরুষোত্তমে ;
স্মৃতি-শ্রুতির সাগ্নিক
সৌগন্ধ-অন্বিত সঙ্গতিতে
তোমার হৃদয়কে
তাঁর আসন ক'রে তোল—
ঐ হৃদয়-মন্দির
সত্তার প্রাণন-দীপে
বিচ্ছুরণী আলোক-দীপনায়
সুসজ্জিত ক'রে ;
বল—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্',
আবার বল—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ;
তোমার অন্তরের প্রবৃত্তিগুলি
সার্থক সজ্জিত দীপালী-বিভায়
বিভূতি-মণ্ডিত ক'রে
ঐ দেখ তাঁকে,
অনুসরণ কর তাঁকে,
উপাসনা কর তাঁকে—

যিনি মূর্ত্ত ধর্ম্ম,
অস্তি-বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যপালী জীবন-ধৃতি ;
উচ্ছল-রাগ-রঞ্জিত তৃপণ-দীপ্তিতে
তোমার হৃদয় ভ'রে নাও,
অনুগতির সরল-বিন্যাসে
লাস্য-ছন্দে
তাঁরই অনুসরণ কর ;
চল—
অমৃতময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে করতে—
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-প্রদীপ্ত
ধী-বিনায়নী তৎপরতা নিয়ে ;
বোধিচক্ষুকে উন্মীলন কর,
আর নিমীলিত ক'রো না,
মৃত্যুকে নিরোধ-সংঘাতে
নিঃশেষ ক'রে তোল ;
জীবনের গানে
উত্তম-স্তুতিতে
অভিনন্দিত ক'রে তোল তাঁকে ;
তুমি হও,
তাঁরই হও,

আর তাঁকে নিয়েই প্লাবনের মত
প্রাণে-প্রাণে পরিপ্লাবিত হ'য়ে চলতে থাক—
ঐ অনন্তের পথে
অমৃতের হোম-বহ্নিতে
পরিশুদ্ধ ক'রে যা'-কিছুকে,—
প্রীতির পরম-বন্ধনে
অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে
সবাইকে সার্থক সত্তাপোষণী সম্বর্দ্ধনায়
সম্বৰ্দ্ধিত ক'রে—
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নার অধিবেদনায় ;
বৈশিষ্ট্যে বিশেষ হ'য়ে থেকেও
সব ব্যষ্টিকে
আত্মবিভূতি-বিবেচনায়
বোধিচক্ষুর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে
মঙ্গলের শুভ নন্দনায়
সম্বৰ্দ্ধিত ক'রে তোল ;
তোমরা জন্ম-সৌষ্ঠব-মণ্ডিত
জৈবী-সংস্থিতি নিয়ে
বৰ্দ্ধিত হও—
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নী অন্বিত সংগতিতে,

অস্তি-বৃদ্ধির হোম-দীপনায়
সবাইকে প্রদীপ্ত ক'রে ;
জীবনের সব নীতি,
সব বিধি,
সব শ্রুতি,
সব বেদ
বিভা বিকিরণ ক'রে
তোমাদের চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে উঠুক—
ভাস্বর অভিদীপনায়,
সার্থক-অন্বিত বিন্যাসে ;
নিজেরা অমর হও,
পরিবার-পরিস্থিতিকে অমর ক'রে তোল,
বিশ্বের প্রতিটি সৎ-অভিদীপনাকে
অমর উচ্ছলতায় সচ্ছল ক'রে
স্রোতোমুখর ক'রে তোল ;
কেউ যেন বঞ্চিত না হয়,
কেউ লুকিয়ে না থাকে,
কেউ পিছিয়ে না থাকে,
কেউ স'রে না থাকে,
কেউ শঙ্কিত না হয়,

কেউ সঙ্কুচিত না হয়,
কেউ লজ্জিত না হয় ;
সন্দীপনার তপ-নিক্কণে
সবাইকে তৃপ্ত ক'রে তোল,
প্রদীপ্ত ক'রে তোল,
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল,
বুকভরা তৃপ্তি নিয়ে
সব ঝঞ্ঝাকে
সব দুর্য্যোগকে
বিনায়িত ক'রে চল—
বিশাল বর্দ্ধনায় ;
ঋদ্ধিকে ডেকে আন,
স্বস্তিকে ডেকে আন,
শান্তি তোমার জীবনের
প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে
অনুসরণ করুক,
জীবন তার যা'-কিছু সব নিয়ে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠুক—
বলে, বর্ণে, আয়ুতে,
ধী-প্রদীপ্ত অনুশাসনী অনুবেদনা নিয়ে ;

আর এই দুনিয়ার বুকে
তোমার জীবন-অর্ঘ্যকে
এমনি ক'রে সাজিয়ে নিয়ে
দীপালীর বর্দ্ধনা-বহ্নিতে
নিজেকে,
সপারিপার্শ্বিক নিজেকে—
প্রত্যেককে নিয়ে নিজেকে
আত্মবিনায়নী অনুবেদনায়
অনুধ্যায়ী তপনিষ্যন্দী অনুচলনে
পবিত্র তর্পণায়
ঐ যজ্ঞেশ্বরে আহুতি ক'রে তোল ;
ডাক—
তুমিই ডাক তাঁকে,
ব'সে থেকো না—
কে কখন তোমাকে
ডেকে দেবে ব'লে,
তোমার প্রয়োজন,
তোমার জীবন-ধুক্ষা,
তোমার সন্তপ্ত সংঘাত নিয়ে
অপেক্ষা ক'রে ব'সে থেকো না—

কখন তিনি ডাকবেন ;
তোমার কর্ম্মনিরত ডাকে
তাঁর সিংহাসন ট'লে উঠুক,
তিনি তোমাদের অন্তরে
অধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠুন ;
দেখ—
তিনি এসেছেন কি ?
কখন এলেন—
কেমন ক'রে ?
কোথায় ;
সন্ধিৎসার আকুল চক্ষু নিয়ে
অন্তরের আকুল ডাক নিয়ে
মন্ত্রপূত সুদীক্ষ আহ্বান নিয়ে
তাঁকে আবাহন কর,
তিনি তোমাদের হৃদয়ে
প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠুন,
অর্থ তোমাদের সেবা করুক,
ঐশ্বর্য্য তোমাদের সেবা করুক,
আর তোমাদের যা'-কিছু সব নিয়ে
তাঁরই সেবানিরত হ'য়ে চলতে থাক—

নিনড়, অটুট, অচ্যুত পদক্ষেপে ;
প্রীতি-সন্দীপ্ত আলিঙ্গনী মহামন্ত্রে
সবাইকে পূত ক'রে তুলে
পূত তান্ত্রিকতায়
প্রবুদ্ধ চলনে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চ'লো সবাই ;
বিফল হ'য়ো না,
বিফল ক'রো না কাউকে,
সবার দিকে তাকাও,
আনন্দে ভরপুর হ'য়ে ব'লে ওঠ—
'আমার সোনার মানুষ,
আমার অমর মানুষ,
যজ্ঞেশ্বর ! তোমার স্পর্শে
অমৃতময় হ'য়ে উঠুক,
অমরার পারিজাত-সম্ভারে
তোমারই প্রীতি-পূজারী হ'য়ে উঠুক' ;
তোমার ডাক যেন থেমে না যায়,
তোমার চলনা যেন ক্লান্ত না হয়,
তোমার তর্পণা যেন অভিশাপ-মর্দ্দিত না হয়,
প্রদীপনা যেন প্রবৃত্তি-দলিত না হয়,

তুমি জেগে থাক,
তুমি স্থির থাক—
নিরলস হ'য়ে ;
তুমি যদি থেমে যাও,
তুমি যদি দাঁড়াও,
কে কেমন ক'রে কোথায়
বঞ্চিত হ'য়ে উঠবে—
তার ইয়ত্তা নেই ;
এই শিশিরের দিনে
শারদীয় শরৎ-সম্ভারে
তাঁকে ডাক,
এখনই ডাক,
আবেগ-গদগদ-কণ্ঠে
এখনই ডেকে ওঠ,
অনুসরণী তৎপরতা নিয়ে
বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ;
বল—'হে বিশুদ্ধ !
হে প্রেম !
হে পরম যজ্ঞ !
প্রতিটি জীবনে,

## আশীষ বাণী

জগতের প্রতিটি রন্ধ্রে,
প্রতিটি অণু-পরমাণুতে
তোমার জয়জয়কার হো'ক ;—
বন্দে পুরুষোত্তমম্' ।

---

৩০শে আশ্বিন, ১৩৬০ ।
৬৬তম জন্ম-মহোৎসব-উপলক্ষে ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



## ৪৩

জীবনকে 'জাগৃহি'-দীক্ষায়
মধুম্রক্ষিত ক'রে তোল,
'জাগৃহি'-মন্ত্রের পুরশ্চরণ
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে তোমাদিগকে
জাগ্রত ক'রে তুলুক ;
তুমি জেগে থাক,
তোমার পরিবার-পরিবেশ জেগে থাকুক,
এই জাগরণের স্পর্শানুবন্ধনে
সবাই অনুবদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
আর এ জাগরণ জ্যোতি-নিক্কণে
দিগ্বলয়কে বিভাসিত ক'রে তুলুক,
জাগুক তারা,
জাগুক সবাই ;
—অমৃতপন্থী হও,
অনন্তের পথে চল,
বেঁচে থাক,
বেড়ে চল—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আরো আরো বর্দ্ধনী পদবিক্ষেপে,
সার্থকতার অন্বিত সংগতিতে ;
তোমার বোধি বিনায়িত হ'য়ে
সজাগ হ'য়ে থাকুক,
বোধ-বিস্ফারিত চক্ষু
স্মিতনয়নে সবারই অন্তরকে উচ্ছ্বসিত ক'রে
প্রেরণা-প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক,
সেই প্রেরণামৃতের আকুল উৎকণ্ঠায়
উদগ্র হ'য়ে উঠুক সবাই,
জীবন দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠুক,
প্রীতিপ্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
বোধিবিস্ফারিত দূরদৃষ্টি সহজ হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
সজাগ চেতনায়
সক্রিয় হ'য়ে উঠুক ;
আচার্য্য-অনুবেদ্য আপূরণী অনুনয়নে
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-চলনে
প্রজ্ঞাচেতন বিভূতি নিয়ে
বিভব-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠ,
অমৃতদীপ্ত কণ্ঠে বল—

'তোমরা বেঁচে থাক,
বেড়ে চল,
বল, বর্ণ, আয়ুর অধিকারী হও,
শ্রেয়চর্য্যী অনুপ্রাণতায়
বিবেকের সার্থক অনুজ্ঞা
অন্বিত দীপনায়
কৃতিমুখর ছান্দিক নর্ত্তনে
তোমাদিগকে সক্রিয় ক'রে রাখুক' ;
তুমি থাক,
সবাইকে রাখ,
তোমার বর্ত্তমান,
তোমার ভূত,
তোমার ভবিষ্যৎ
সগোষ্ঠী সবাইকে সুদীপ্ত ক'রে তুলুক,
অমৃতের পথে উদ্যোগী উধাও ক'রে তুলুক ;
মুছে যা'ক্ তোমার অন্তরের বেদনা,
মুছে যা'ক্ তোমার পরিবার-পরিবেশের
প্রতিটি অন্তরের বেদনা ;
আসুক স্বস্তি,
আসুক তৃপ্তি,

আসুক শান্তির অমরস্রোতা অভিনন্দন,
বৰ্দ্ধিত হও তুমি,
বেড়ে উঠুক সবাই
তোমার ঐ প্রাণের স্রোতঃ-পরশে ;
পরাক্রমী হও—
অসৎ-নিরোধী বিক্রমে,
ধৰ্ম্মস্থাপনে অটুট হ'য়ে ওঠ,
অচ্যুত হ'য়ে ওঠ,
ধৰ্ম্মই হ'চ্ছে সত্তার ধৃতি,
আর ধৰ্ম্মের ভূমিই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টানুগ অনুচলন,
অনুশীলনই তার বাস্তব অভিব্যক্তি,
তাই-ই কৃষ্টি—
যোগ্যতার আহুতি-মন্ত্র,
যিনি পুরুষোত্তম,
ঈশ্বরের মূৰ্ত্ত প্রেরণা যিনি,
তিনিই ধৰ্ম্ম-স্থণ্ডিল ;
তাঁরই আহুতির হোমবহ্নিতে
স্নাত হ'য়ে ওঠ তুমি,
স্নাত হ'য়ে উঠুক প্রতিটি ব্যষ্টি,

স্নাত হ'য়ে উঠুক সমষ্টি—
সঙ্গতিশীল প্রীতি-বন্ধনার
জ্যোতিনিক্কণে ;
বিনীত বোধনা,
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যী পরিবেদনা,
উপচয়ী-নিষ্পাদনী কৃতিত্ব
কৃতীর আসনে তোমাকে
অভিষিক্ত ক'রে তুলুক,
আর সে অভিষেক ছড়িয়ে যা'ক্
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তরে,
প্রতিটি অন্তর কাণায়-কাণায় ভ'রে উঠুক ;
তাদের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর
ঐ পুরুষোত্তমের পরম স্মৃতি,
যে স্মৃতি তোমাকে স্মৃতিবাহী চেতনার
অধিকারী ক'রে
অমৃতপন্থী ক'রে তুলবে ;
ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ-এর সঙ্গতি-দীপনা
মর্ত্ত্যের ঝঙ্কার-তর্পণায়
অন্বিত বোধনায়
তোমাকে

সালোক্য, সাযুজ্য, সামীপ্যের
অধিকারী ক'রে তুলুক—
ধারণে, পালনে,
অনুবেদনী আশ্রয়ী অনুকম্পায় ;
তোমাদের অন্তরের সাত্ত্বিক আসনে
ঈশ্বর জাগ্রত হ'য়ে উঠুন,
ঈশ্বরই পরম বিভব,
ঈশ্বরই পরম বিভু,
ঈশ্বরই আধিপত্যের প্রভাব,
ধারণ-পালনী অচ্যুত-সম্বেগ তিনি ;
গেয়ে ওঠ—
'জয় জগদীশ্বর !'
গেয়ে ওঠ—'বন্দে পুরুষোত্তমম্',
আর ঐ অমৃতমন্ত্রে ধ্বনিত ক'রে তোল—
সবার অন্তর,
তোমার অন্তরস্থ জীবন-দেবতা
ঐ পুরুষোত্তমে আত্মনিবেদন ক'রে
ঈশিত্বে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠুক ;
বেঁচে থাক তোমরা—
সুখ-সাফল্যে,

ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার নর্ত্তন-ছন্দে,
সার্থকতার প্রতুল পরিবেষণে
শক্তিশালী হ'য়ে ওঠ তোমরা,
চিরায়ু হ'য়ে ওঠ ;
এ দীন অন্তরের আকুল প্রার্থনা—
'ঈশ্বর তোমাদিগেতে জাগ্রত হউন'।

---

১৬ই পৌষ, ১৩৬০।
৬৩তম ঋত্বিক্-অধিবেশনোপলক্ষে।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



## ৪৪

সুকেন্দ্রিক হও,
তদনুগ আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
নিজেদের বিনায়িত ক'রে চল—
প্রগতির পরম চলনে,
উপচয়ী তৎপরতায়,
প্রীতি-উচ্ছল আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে,
যোগ্যতার হোমহবনে,
সুসংহতির শুভ-সন্দীপনায়,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের উদাত্ত আহ্বানে ;
আশীর্ব্বাদের অধিকারী হও—
সাত্ত্বিক অনুশাসনে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে ;
এমনি ক'রেই তোমরা প্রতিপ্রত্যেকেই
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার কুশল চলনে
শতায়ু হ'য়ে বেঁচে থাক ।

---

২১শে মার্চ্চ, ১৯৫৪ ।
কাছাড়-জিলা-সৎসঙ্গী-সম্মেলন-উপলক্ষে ।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ৪৫

আজ নবীন বৎসরের জন্মদিন,
নবীন দীপনা নিয়ে
বর্ষ নবীন রূপে
দুনিয়ার বুকে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো,
জন্ম নিল—
সবিতার ভাস্বর-দীপনায়
আত্মবিকাশ ক'রে ;
প্রভাতের মলয়-হিল্লোল
দীপন-দ্যোতনায়
স্মিত-গৌরব-উজ্জ্বলতা নিয়ে
তমসার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে
নবীন স্পন্দনায়
উচ্ছল উজ্জ্বলায়
আবির্ভূত হ'য়ে উঠলো—
স্বাগতম্-কিরণ-স্পন্দনে
স্বস্তি-অনুকম্পী
যাগ-তীর্থের

দ্যোতন-দোলায়
হেলে-দুলে
নর্ত্তন-হিল্লোলে
দেবপ্রভায় উদ্দাম হ'য়ে ;
এমনই হয়,
ঐ সবিতা প্রত্যহই প্রভাতে
অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে
আত্মপ্রকাশ করে,—
প্রত্যহই করে সে অমনই ;
এমনতর করার বার্দ্ধক্য
ঘটনার বর্ষণ-বেদনা নিয়ে
বিষয় ও বস্তুর
কর্ষণ-সংহতির
মহান্ তৎপরতায়
বার্দ্ধক্যের জীবন-রোলের ভিতর দিয়ে
নবীনে আবির্ভূত হ'য়ে উঠলো,
—তাই আজ নববর্ষ,
নবীনের উদ্ভব আজ ;
এই নববর্ষের প্রথম পদক্ষেপই
যেন হ'য়ে থাকে

তোমাদের সবারই—
স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ ;
স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ মানেই হ'চ্ছে—
শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
অস্তিত্বের আপূরণী অনুবেদনা নিয়ে
বর্দ্ধন-দীপ্তিতে
যা'-কিছু বাধা-বিপত্তিকে এড়িয়ে,
শুভ পদক্ষেপে,
আয়ুষ্কর ভাস্বর দীপনায়
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
প্রতিটি নিজে
সংহতির উদ্দাম আলিঙ্গনে
সুকেন্দ্রিক চলনে
বলে, বর্ণে, বিজয়ে
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলার
প্রেরণাকে আঁকড়ে ধ'রে
জীয়ন্ত চলনে চলা ;
তাই চল,
হৃদয়ের যা'-কিছু আছে,
অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে

অমৃতের পায়ে অর্ঘ্য দাও—
স্বস্তি-মন্ত্র-পূত ক'রে,
বর্দ্ধনার সামগানে
অমৃতের উৎসারণী অনুবেদনায়
সপারিপার্শ্বিক নিজেকে
পূতপ্রদীপ্ত ক'রে ;
এই অর্ঘ্যের আলম্বনী কেন্দ্রই হ'চ্ছেন—
সেই প্রিয়পরম
প্রেরিত পুরুষোত্তম—
যিনি সবারই
জীবন-তারকা,
জীবন-প্রেরণা ;
তাঁকে আঁকড়ে ধর—
হৃদয়ের অন্তস্তলে
নিবিড় আলিঙ্গনে,
যোগাবেগের জীবন-বন্ধনকে সুদৃঢ় ক'রে,
তদনুশ্রয়ী নিয়মন-তৎপরতায়,
অনুগ পদক্ষেপে,
অনুগতি ও অনুরতির
যাগ-জৃম্ভণী অনুচলনে,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



বোধি ও ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
চল,
ওরে চল,
এই চলনে চল—
শ্রেয়-অনুচর্য্যী উন্মাদনার
আবেগ-উৎকণ্ঠ
বিশাল প্রদীপ্তি নিয়ে,
অনুশীলন-তৎপরতায়
বর্দ্ধনার যোগ্যতাকে
আহরণ করতে করতে ;
এতটুকুও কসুর ক'রো না এতে,
মনে রেখো—
বাঁচতেই হবে তোমাকে,
বাঁচিয়ে রাখতেই হবে সবাইকে,
আর এই বাঁচাবাড়ার ভিতর দিয়েই
নবীন জন্মের আরাধনা করতে হবে,—
যা'তে তোমাদের জাতক
ঐ নবীন দীপনায়
সম্বুদ্ধ সন্দীপ্তির
ঋক্-প্রসূ জৈবী-সংস্থিতি নিয়ে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

জন্মে—
ঐ তোমাদেরই অঙ্কে ;
আর তারাও যেন
ধারণে, পালনে
ঐশী যোগ্যতা আহরণ ক'রে
অঢেল প্লাবনে
বর্ষণ করে—
ঐ অমৃতময়ী জীবনবর্দ্ধনী
অনুশীলন-তৎপর যাগমন্ত্র,—
যা' প্রত্যেককে
যোগ্যতার অধিকারী ক'রে তোলে ;
তাই ওঠ,
জাগ,
বরেণ্যদের প্রতি
জীবন-অঞ্জলি নিয়ে,
করণসূত্রে
তাঁদের বহুদর্শিতার শ্রুতিমালায়
নিজেকে বিভূষিত ক'রে তোল—
সুকেন্দ্রিক প্রিয়পরমে
উৎসর্গ ক'রে নিজেকে,—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



অভিনিবেশ-নন্দনায়
নন্দিত ক'রে
প্রসাদমণ্ডিত ক'রে
প্রতি-প্রত্যেককে ;
শোন,
কান পেতে শোন—
প্রতিটি ছন্দের প্রতিটি স্পন্দন
কী চঞ্চল রণনে
ছুটে চলেছে—
মহাস্রোতা উৎসারণ-আবেগে !
ঐ চঞ্চলের প্রতিটি তরঙ্গকে
প্রতিটি বীচিকে
সুকেন্দ্রিক সার্থক অন্বয়ে
সুসঙ্গত ক'রে
ধীকে বিশাল ক'রে তোল,
ধী-বিনায়িত ব্যক্তিত্বকে
ভূমা ক'রে তোল ;
তোমাদের মন্ত্র হো'ক স্বস্তি,
তন্ত্র হো'ক বর্দ্ধনা,
চলন হো'ক একায়নী,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আর অনুশীলনই হ'য়ে উঠুক
ইষ্টায়নী বিবর্ত্তনা—
বন্দনার বৈশালী বিনায়নে
বিবৃদ্ধির সাম-সঙ্গীতে ;
চল,
আরো চল,
আরো এগিয়ে চল—
উত্তাল অনুদীপনায়,
সুকেন্দ্রিক, তৎপর
সুক্রিয় অনুবেদনা নিয়ে,
অসৎ-নিরোধী অনুবেদনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে,
ধী-বিনায়িত ব্যক্তিত্বকে
বর্দ্ধন-দীপনায় নিয়ন্ত্রিত করতে করতে,—
পরিস্থিতি, পরিবেশের
যা'-কিছু সবাইকে অমনই ক'রে,
নিজে অমনই হ'য়ে ;
আর এই জীয়ন্ত চলন
তোমাদিগকে চিরায়ু ক'রে রাখুক,
তোমাদের জাতক,
আত্মীয়-পরিবার

সব-যা'-কিছু নিয়ে
চিরায়ু হ'য়ে থাক—
সংহতি ও স্বস্তির
সার্থক সুসঙ্গত
পারস্পরিক প্রীতি-আলিঙ্গনে
প্রবুদ্ধ ক'রে সবাইকে,
প্রতি-প্রত্যেককে,
পরস্পরের অনুচর্য্যী অনুচারী ক'রে সবাইকে,
প্রতিপ্রত্যেককে ;
তোমাদের পরিবার,
তোমাদের সমাজ,
তোমাদের রাষ্ট্র
ঐ তালেই তরঙ্গায়িত হ'য়ে চলুক—
বর্দ্ধনার শারদ-সঙ্গীতে ;
যিনি আমার একান্ত,
যিনি আমার প্রিয়পরম,
যিনি আমার পরমপিতা পরমেশ্বর
তাঁর চরণে একান্ত প্রার্থনা—
তোমরা সুখে থাক,
স্বস্তির অধিকারী হও,

নির্ব্ব্যাধি হও,
চিরায়ু হ'য়ে বেঁচে থাক—
তোমাদের যা'-কিছু সব নিয়ে ;
অনুশাসন-অনুসরণ
তোমাদিগকে স্বস্তির অধিকারী ক'রে তুলুক,
সম্বর্দ্ধনার অধিকারী ক'রে তুলুক,
সমীচীন অনুচলন
তোমাদিগকে সাধু ক'রে তুলুক—
সুনিষ্পাদনী অভিসার-অনুদীপনায় ;
আর স্বস্তি, শান্তি ও স্বধা
তোমাদের সত্তায় অন্বিত হ'য়ে
প্রিয়পরমে সার্থক হ'য়ে উঠুক—
পুরুষোত্তম-পরিবেদনায় ;
বল—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্',
আবার বল—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্',
আকণ্ঠ ঘোষণায় বল—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ।

---

১০ই এপ্রিল, ১৯৫৪ ।
নববর্ষ-স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



## ৪৬

জাগো,
জেগে থাক—
সার্থক সুকেন্দ্রিক সক্রিয়তা নিয়ে ;
দরদী অনুবেদনার প্রদীপ-হস্তে
চলতে থাক এমনি ক'রে,
সে আলো বিকীর্ণ হয়ে উঠুক
তোমার চরিত্রে—
এক কথায়,
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে,
দরদী অনুচর্য্যায়,
আর ঐ আলো
প্রতিটি অন্তরকে স্পর্শ ক'রে
জাগ্রত ক'রে তুলুক,
জেগে উঠুক সবাই—
ঐ সুকেন্দ্রিক সক্রিয়তায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে ;
আর ঐ অনুশীলন-অনুদীপনা
সবাইকে যোগ্যতার অধিকারী ক'রে তুলুক—
উপচয়ী সার্থক সঙ্গতি-শালীন্যে ;

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

দারিদ্র্য, অভাব, অভিযোগ
অপসারিত হ'য়ে উঠুক
সকলের অন্তর থেকে,
আর তা' চিরতরে
উন্মূলিত হো'ক ;
তোমাদের জাগরণ
'জাগৃহি'-মন্ত্রে
উপাদান ও উপকরণের
অন্বয়ী সঙ্গতিতে
দেবযজ্ঞের হোমবহ্নি বহন ক'রে চলুক,
—আমার একান্ত যিনি
তাঁর চেতন চরণে
আমার এই-ই একান্ত প্রার্থনা।

---

১৩ই জুলাই, ১৯৫৪।
জাগরণী পত্রিকার জন্য।

# ৪৭

আজ ঐ অন্তরীক্ষের
অনন্তবিতানে
শ্রবণার স্নিগ্ধ
সোহাগতর্পিত, লাজমধুর,
ভাতিপ্রসন্ন, স্বভাবস্নিগ্ধ
মৃদুল হাসি
অজচ্ছল জীবন বর্ষণ ক'রে
ধরিত্রীর জীবনকে
রসাল ক'রে তুলে চলেছে ;
তাই আজ শ্রাবণ মাস ;
দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখ—
এই শ্রাবণের পরিস্রুত
শ্রাবণ-ধারা
কী স্নিগ্ধ সুন্দর উর্ব্বরতার
হাসি-নিক্বণে
সব-কিছুকেই
স্বভাব-সৌজন্যে
সম্বর্দ্ধনার স্বাগতম্-আহ্বানে

ফুল্ল ক'রে তুলে চলেছে ;
আজ তোমরাও ফুল্ল হ'য়ে ওঠ,
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
অনুশীলনার শালীন্য-সৌন্দর্য্যে
স্বাগতম্-আহ্বানে
যোগ্যতাকে
জাগৃহী-মন্ত্রে
আবাহন কর,
আর ঐ যোগ্যতা
সমস্তকে নিয়ে
তোমাদের সত্তায়
সংস্থ হ'য়ে উঠুক,
জাগ্রত হ'য়ে উঠুক ;
আর তিনিই এই যজ্ঞের হোতা হ'য়ে উঠুন—
যিনি প্রত্যেকের অন্তরে
যজ্ঞেশ্বররূপে প্রতিভাত রয়েছেন—
জীবনে-বর্দ্ধনে,
যিনি প্রিয়পরম ব্যক্ত-পুরুষোত্তম,
যিনি পরম-পুরুষ, পরম-আচার্য্য ;
—তাঁতে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,

আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়ে ওঠ,
অবাধ অঢেল উচ্ছল হ'য়ে ওঠ—
পেছনের যা'-কিছুতে
নিরাশী নির্ম্মম হ'য়ে,
অসৎ যা'-কিছুকে ব্যাহত ক'রে ;
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল,
এই এগিয়ে যাওয়ার অন্তঃস্থ ইচ্ছা
স্বতঃ-ক্রমণায়
আরো হ'তে আরোতে উদ্দাম হ'য়ে উঠুক,
অবাধ তেজোদৃপ্ত হ'য়ে উঠুক,
অনুশীলনতপা হ'য়ে উঠুক ;
সেই যোগেশ্বর,
যিনি যজ্ঞেশ্বর হ'য়ে
সবারই অন্তরের
অন্তস্তম স্থলে
প্রাণন-পরিচর্য্যায়
জাগ্রত হ'য়ে রয়েছেন,
তিনি
এই যোগতপা তোমাদের অন্তরে
আশিস্-হস্তে

# আশীষ বাণী

ইষ্টানুদীপনায়
অব্যাহত-মূর্ত্তিতে
ব্যক্ত হ'য়ে উঠুন ;
সক্রিয় নির্ব্বাক্ নন্দনায়
তাঁর বাক্
বিঘোষিত হ'য়ে উঠুক ;
তোমরা যোগ্যতায়
যোগদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
সপারিপার্শ্বিক তোমরা প্রত্যেকে
বেঁচে থাক,
বেড়ে চল—
আয়ুতে
বলে
বীর্য্যে
শৌর্য্যদীপনী পরাক্রমে
অবাধ হ'য়ে ওঠ তোমরা ;
ঐ শ্রবণার শ্রাবণধারারই মত
তোমাদের চারিত্রিক বর্ষণ
যেন প্রতিপ্রত্যেককে
যোগদীপ্ত ক'রে তোলে,

যজ্ঞেশ্বরে
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় অনুশীলনতৎপর ক'রে তোলে,
যোগ্যতাকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে ;
মনে রেখো—
এই-ই প্রত্যেক জীবনের সার্থকতা,
যা' পরস্পরকে
বান্ধব-অনুবন্ধনে
নিবদ্ধ ক'রে
আপ্যায়িত ক'রে
সৌজন্য-অনুদীপনায়
পোষণ-প্রদীপনায়
স্মিতমধুর
প্রীতিমুখর চাউনিতে
সবাইকে
ভরসাদীপ্ত ক'রে তোলে ;
আর এই ভরসা
সক্রিয় হ'য়ে
ভরণ-দীপনায়
আপূরিত ক'রে তুলুক সবাইকে,
আপালিত ক'রে তুলুক সবাইকে ;

করুণানিধান
সৃজনস্রোতা
বিশ্বেশ্বর
তোমাদের তপোনির্ঝরে
প্রসন্ন হ'য়ে উঠুন,
বর ও অভয় নিয়ে
তোমাদের প্রত্যেককে
স্বস্তিবচনে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুন ;
তোমরা
তোমাদের যা'-কিছু নিয়ে
বেঁচে থাক,
বেড়ে চল,
আয়ু, বল, বিক্রমে
অব্যাহত থাক,
সব্যষ্টি-সমষ্টিকে
এমনতরই
সক্রিয় অবাক্ নির্ঝরে
স্বস্তির সক্রিয় প্রস্বস্তিবাদে
শুভ-সুন্দরে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল ;

পরমকারুণিক !

তুমি আমার এদের

প্রতিপ্রত্যেকেরই

পরম সত্তা,—

সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনায়

সাত্ত্বিক জাগরণে

জীবন-বর্দ্ধনী বরদ হ'য়ে

নন্দন-আশিসে

উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠ তুমি—

সবারই অন্তরে ;

আমার আন্তরিক

আকূতি-অর্ঘ্যে

তুমি প্রসন্ন হ'য়ে ওঠ,

আর ঐ প্রসন্ন-প্রসাদে

সবাই প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক।

---

৯ই শ্রাবণ, ১৩৬১।

পঞ্চ-ষষ্টিতম ঋত্বিক্-অধিবেশনোপলক্ষে।

## ৪৮

মনে রেখো—ঈশ্বর এক,
ধর্ম্ম এক ও অদ্বিতীয়,
তাঁর সৃষ্টিও
বহু হ'লেও
প্রত্যেকে এক—অদ্বিতীয় ;
এই একত্বই যেন ব'লে দেয়—
তুমি এক অদ্বিতীয়ের উপাসক,
আর প্রতিটি জীবন
তাঁরই আশিস্‌ধারা,
আর এই ধারার উৎস তিনিই,
তাই প্রত্যেকেই জীবনের উপাসক,
সদাচার-অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বর-অনুবোধনায়
তোমার এই চলনই হ'লো পুণ্য চলন ;
প্রতিটি সত্তাকে
সেই উৎসেরই আশিস্‌ধারা
বিবেচনা ক'রে
অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে চলবে—

বৈশিষ্ট্যানুপাতিক তৎপরতায় ;

ভেবো—

এতে তাঁরই অনুচর্য্যা করা হ'চ্ছে,

উপাসনা করা হ'চ্ছে—

সাত্ত্বিক অনুবোধনায় ;

এই সত্তার বিরোধী যা'

এই সত্তাকে ব্যাহত করে যা',

তাই পাপ,

তাই পাপকে পরিহার ক'রে

যতই পাপীকে

পুণ্যে প্রভাবিত ক'রে তুলতে পারবে,

পুণ্যকে উদ্বর্দ্ধনশীল ক'রে তুলতে পারবে,

ঐ প্রভাবণ-প্রেরণাই

বুঝে নিও তাঁরই উপাসনা ;

তুমিও যেমন আছ,

অন্যেও তেমনি আছে,

জীবন থাকতেই চায়—

সংস্থিত হ'য়ে,

বাড়তেই চায়

অনন্তের পথে,

ঈশ্বরকে উপভোগ করতে করতে ;
—এই ঐশীভোগদীপ্ত অনুচলনই
জীবনলীলা,
তাই তোমার কেউ ঘৃণ্য নেই,
অবজ্ঞা করবার নেই ;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
পাপকে পরিহার ক'রে
পুণ্যের দিকে যত এগিয়ে চলবে,
সেই আলোকে যত জীবনকে
আলোকিত ক'রে তুলবে,
ঐ লোকদীপনাই তোমাকে
ঈশ্বরের অর্ঘ্য ক'রে তুলবে ;
প্রতিটি জীবনকে সুখে রাখ,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায় অব্যর্থ ক'রে তোল,
স্বতঃ-স্বস্থ ক'রে তোল,
আর অনুভব কর স্মিতদীপনায়—
ঈশ্বরের কৃপালু অনুপ্রেরণাকে,
যা' জীবনকে সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
স্ফুরণ ক'রে তুলছে—
অবিরল নিরন্তর অভিদীপনায় ;

তুমি স্বস্তি উপভোগ কর,
সুখে থাক,
প্রতি-প্রত্যেককে স্বস্তির অধিকারী
ক'রে তোল,
সুখের অধিকারী ক'রে তোল ;
আর এই অন্বিত অর্ঘ্য
ঈশ্বরে অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে উঠুক,
ঈশ্বরের কৃপা
জীবন-স্পন্দনার ভিতর-দিয়ে
ব'লে উঠুক—
লোকজীবন !
সংহত হও,
স্বস্তি-লাভ কর,
সম্বর্দ্ধনার দিকে এগিয়ে চল ।

---

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৫ ।
পূর্ব্ব-পাকিস্তানে পাকুটিয়া-শাখা-সৎসঙ্গের
উৎসব-উপলক্ষে ।

## ৪৯

জীবন চায় বাঁচতে,
বেঁচে—
থাকতে,
অভিব্যক্তি লাভ করতে,
রূপে সংস্থাপিত হ'তে,
আর এমনতরই থেকে
সে স্মৃতি-চেতনা নিয়ে
সম্বর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত হ'য়ে চলতে চায় ;
এই সক্রিয় সম্বর্দ্ধনী আবেগই
তার উপভোগ,
অনন্তকাল জীবন-স্রোতে
তরতর ক'রে,
নাচতে নাচতে,
হেলতে দুলতে,
বোধি-দীপনার ধ্রুবনির্ঝ'রে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
অনন্তের পথে চ'লে
অসীমকে আলিঙ্গন ক'রে

সে সার্থক হ'তে চায়—

প্রতিটি পদক্ষেপে

অন্বিত অর্থনার

সার্থক সঙ্গতি নিয়ে

ব্যক্তিত্বকে বোধখচিত ক'রে,

পরমার্থের পরম পর্য্যায়ে

নিজেকে উদ্দীপ্ত ক'রে ;—

বিষাণের বিশেষ সন্ধিৎসায়

জীবনের মহাবিষুবরেখাকে

অতিক্রম ক'রে

ভূমায়িত হ'য়ে

সে চায়

ঐ অসীমকে আলিঙ্গন করতে—

অর্থনার অনুদীপনী অর্ঘ্য-আবেগে

নিজেকে উপঢৌকন দিয়ে ;

সে এই বোধমঞ্জরিমালায়

ব্যক্তিত্বের অভিদীপ্ত অভিযানে

অর্থনার সূত্রে

নিজেকে বিনায়িত ক'রে

বিস্তারের মালায়

## আশীষ বাণী

ঐ সেই বনমালায়
বনমালীকে
অন্তরের অধিষ্ঠানে
ব্যক্ত ও তাত্ত্বিক মূর্চ্ছ‍নায়
মর্ত্ত ক'রে
সত্তায় সংহত ক'রে
সুদীপ্ত সার্থকতায়
উপভোগ-ভাবিতার ভাবনির্ঝ‍রে
নিজেকে অভিষিক্ত ক'রে
সার্থক হ'তে চায়—
ঐ অসীমেই নিজেকে
আরোপিত ক'রে,
চেতন রূপলেখায়
নিজেকে রূপায়িত ক'রে
ব্যক্তিত্বের মহা-অভিভাবনে ;
আবার তার পরিবেশ
এই রূপায়িত ব্যক্তিত্বকে
সংঘাতের বজ্র-কঠোর পেষণ-ধুক্কায়
যখন বিমর্দ্দিত ক'রে তুলতে চায়,
ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ফেলতে চায়,

রূপান্তরের ভিতর-দিয়ে সে তখন
আত্মসংরক্ষণে ব্যতিব্যস্ত হয়,
শুধু ব্যতিব্যস্ত নয়
নিজেকে সে লুকিয়ে ফেলে
অন্যরূপে—
সঙ্ঘাতের ভীতিসঙ্কুল রুদ্র-দীপনাকে
বিস্মৃতির অতল গহ্বরে
নিমজ্জিত ক'রে,
যদিও তা' সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে
ত্রুটি কমই ক'রে থাকে ;
আর ঐ প্রাচীন অভিজ্ঞান,
ঐ সঙ্ঘাতের অভিজ্ঞান
তাকে শক্ত ক'রে তোলে ;
ব্যাহতিগুলিকে নিরোধ ক'রে,
নিয়মিত ক'রে,
বিনায়িত ক'রে,
সত্তার বিরুদ্ধ যা'
তাকে উপেক্ষা ক'রে,
সীমায়িত রূপে রূপায়িত হ'য়ে
থাকতে চায় সে ;

এমনি ক'রেই
রূপ হ'তে রূপে
গুণ হ'তে গুণে
ভাব হ'তে ভাবে
গান হ'তে গানে
প্রাণ হ'তে প্রাণে
সে অভিব্যক্তি লাভ করে ;
কত লাখ যুগ
তার এই জীবনের বুকে
ভেসে যেতে থাকে,
তবু ঐ ব্যক্তিত্বকে সে
ছাড়তে চায় না,
সে পরপারকে
এই জীবনে পুরে এনেই
উপভোগ করতে চায়—
স্বস্তি, শান্তি ও সুধার
উৎক্রমণী অনুবেদনায়,
যজ্ঞেশ্বরে আত্মনিবেদন ক'রে—
আরতির উপঢৌকনে ;
লোকসেবাযজ্ঞে সে

নিজেকে নিয়োজিত করতে থাকে—
আত্মনিয়মনী ঋতি-অনুবেদনায়
নিজেকে উপযুক্ত ক'রে
সংস্থ ক'রে
সংহিত ক'রে
সন্দীপ্ত ক'রে ;
—এই তো হ'লো
জীবনের তাৎপর্য্য ;
রূপায়িত হ'য়ে
রূপের অনুবেদনায়
রূপকে চিনে
আহার, বিহার, ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
বাক্ ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
বিশেষভাবে রূপায়িত হ'য়েও
সে ঐ রূপনিক্বণে রূপায়িত যারা
তাদের সাথে
সংহত সংস্থিতিতে
বসবাস করতে চায়—
একটা পারস্পরিক সংহত
উৎক্রমণী অনুবেদনায়

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



নিজেকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলে ;
সে নিজে বাঁচতে চায়—
আর ঐ বাঁচার আকূতিতে
পরিবেশকেও বাঁচিয়ে রাখতে চায়,
কারণ, পারিবেশিক জীবনের উপর দাঁড়িয়েই
তার সত্তা
বিনায়িত হ'য়ে উঠেছে,
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে ;
তাই মরণ কা'রও
ভাল লাগে না,
মরণ কেউ চায় না ;
যে সংঘাত তাকে
বিব্রত ক'রে
ব্যর্থ ক'রে
অন্যরূপে রূপায়িত ক'রে তুলতে চায়,
তাকেও সে বিনায়িত ক'রে
সংস্থ ও সত্তাপোষণী ক'রে
সম্বর্দ্ধনায়
উচ্ছল ও অভিদীপ্ত হ'য়ে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

নিজের উদ্বর্ত্তনাকে আবাহন করে—
উৎসকেন্দ্রিক সত্তাসংরক্ষণ-অনুধ্যায়ী
অনুবেদনায় ;
—এই তো তার জীবন-যজ্ঞের
যাগ-অভিসারণা ;
তাই বলি—
এই প্রহেলিকা
লাখবার মিথ্যা হ'লেও
মহাসত্য ;
যেখানে যত বাধাই থাকুক না,
লাখো পদাঘাত
এই অভিধাকে—এই দ্যোতনাকে
যত দলিতই করুক না,
সে কিন্তু কিছুতেই
অবদলিত হ'তে চায় না,
সে মোহান্ধতার অনুসরণ করতে পারে—
অজ্ঞতার অন্ধ উদ্দীপনায়,
কিন্তু মরতে সে চায় না,
জীবনের এই মরণ-অভিশাপ
তার পক্ষে

অত্যন্ত বিষাক্ত,
সে ভাবতে চায় নিজেকে
'অমৃতস্য পুত্রঃ' ব'লে,
অন্যকেও সম্বোধন করতে চায়
'অমৃতস্য পুত্রা' ব'লে ;
তাই সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় নিয়োজিত ক'রে চলাই
জীবন-ধর্ম্মের বাস্তব ভূমি ;
তোমরা সুকেন্দ্রিক হ'য়ে চল,
প্রিয়পরমনিষ্ঠ হও,
তঁদনুগ বিনায়নে
নিজেকে বিনায়িত কর,
তাঁর পূজার আহুতিতে
নিজেকে সক্রিয় ক'রে তোল,
উপচয়ী ক'রে তোল,
আর ব্যক্তিত্ব তোমাদের
উপচয়ী প্রসাদ-অভিষিক্ত হ'য়ে উঠুক,
অভিনন্দনার অভিযান
তোমাদের জীবনকে

সার্থক ক'রে তুলুক ;
তোমরা শতায়ু হও,
আরো বহু বহু বর্ষ
সঞ্জীবিত থাকবার
উপযুক্ত হ'য়ে ওঠ—
বিনায়িত ব্যবহারে, আচারে,
অনুক্রিয় তৎপরতায় ;
বেঁচে থাক
বেড়ে চল—
সার্থক তৎপরতায়
সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
ধারণ-পালন-অভিদীপ্ত হ'য়ে
ঈশিত্বের
অমৃতবিভোর চেতন-বিভায়
অনুদীপ্ত হ'য়ে ওঠ তোমরা ;
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
তোমাদিগকে
অমৃত ক'রে তুলুক,
প্রতিটি অণুকণার ভিতর
প্রতিটি ব্যষ্টির ভিতর

তোমরা তাঁকেই দেখ
তাঁকেই অনুভব কর—
বিধি-বিনায়িত চলন-অনুসৃতি নিয়ে ;
ঈশ্বর !
সবাইকে স্বস্তি দাও,
অযুত আয়ুর অধিকারী
ক'রে তোল,
শান্তি-সুধায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
ঋদ্ধি-বৃদ্ধিতে অমৃতময়
ক'রে তোল ;
তোমার অসীম চলন-স্পর্শে
প্রতি-প্রত্যেকে
অসীম জীবনে
জীয়ন্ত ব্যক্তিত্ব লাভ ক'রে
তোমার জয়গান করুক,
প্রতিটি পদক্ষেপই তাদের
সুফলপ্রসূ হ'য়ে উঠুক ;
তুমিই জীবনের সংরক্ষণী মহামন্ত্র !

---

১লা বৈশাখ, ১৩৬২ ।
৬৭তম জন্ম-মহোৎসব, নববর্ষ ও ৬৮তম
ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে ।

৫০

জীবন-তপের পরম তপনই হচ্ছেন
আচার্য্যদেব—
যিনি ইষ্টীপূত অনুনয়নে
অনুশীলন-আচরণের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
আচার্য্য-ব্যক্তিত্বে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন ;
তাঁতে অচ্যুত শ্রদ্ধায়
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত সক্রিয়
তর্‌তরে অনুরাগে
অবিচ্ছিন্নস্রোতা হ'য়ে
তাঁর মনোজ্ঞ হওয়ার প্রলোভন হ'তে
নিজেকে কিছুতেই যে
নিবৃত্ত ক'রে তুলতে পারে না,—
মানুষের অন্তর্নিহিত ভর্গদেব—
আত্মিক উৎস যিনি,
তিনি তাকেই বরণ ক'রে থাকেন ;
এই বরণীয় অনুবেদনা

অনুগতি ও অনুশীলনতৎপর হ'য়ে
আচার্য্যে সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
যেমনতর স্রোতচলনে
চলতে পারে—
মনোজ্ঞ কৃতী হওয়ার
নিষ্পন্নতাকে নির্দ্ধারিত করতে করতে,—
তপোবিভূতি
উদাত্ত আশীষ-নিঝর্ঁরে
তাকেই অভিনন্দিত ক'রে থাকে
তেমনতর,
সে আচার্য্যে সমাবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে ;
এই সমাবর্ত্তিত ব্যক্তিত্বই হ'চ্ছে
দীক্ষার, শিক্ষার,
ব্যক্তি-বিনায়নার
পরম নির্ঝর—
যার চারিত্রিক দ্যুতি
প্রতিটি ব্যক্তিত্বে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে
প্রেরণা-প্রদীপনায়
সকলকেই অমৃততৃষ্ণী ক'রে তোলে ;

আর ঐ তৃষ্ণাই
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
জীবনকে অমৃত-চলনে
নিয়োজিত করতে থাকে ;
তাই প্রার্থনা করি
পরমপিতার কাছে—
তোমরা উদগ্র আগ্রহ নিয়ে
অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ-অনুচলনে
আচার্য্যনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠ,
তাঁরই মনোজ্ঞ চলনে চলতে থাক,
জীবনকে অমন ক'রেই নিয়ন্ত্রিত কর,
উন্নতির অধিকারী হও,
অমরার যাত্রী হ'য়ে চল—
সবাইকে ঐ যাত্রার
সাথিয়া ক'রে তুলতে তুলতে ;
তোমরা বেঁচে থাক—
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার
সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে,
বেড়ে ওঠ—
উদাত্ত উদ্দীপনায়,

যোগ্যতাকে অর্জ্জন করতে করতে ;
ঐ যোগ্য চলন
তোমাদের সর্ব্ববিধ শুভ ঐশ্বর্য্যের
উদ্‌গাতা হ'য়ে উঠুক,
ঐ সাত্ত্বিক শুভ উৎসর্গ
পরম নৈবেদ্য হ'য়ে
তোমাদের জীবন-থালা
সুসজ্জিত ক'রে তুলুক,
আর তোমাদের ঐ পাবী উৎসর্জ্জনা
যজ্ঞেশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
তুমি সার্থক হও,
তোমাদের পরিবার সার্থক হোক,
পরিবেশ সার্থক হোক,
সমাজ, রাষ্ট্র পরমসার্থকতায়
সঞ্জীবিত হ'য়ে
ভর-দুনিয়াকে
সবিতৃ-আলোকে
আলোকিত ক'রে তুলুক ;
তুমি তোমার পরিবার-পরিজন যা'-কিছু
সবাইকে নিয়ে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



শুভ-সন্দীপী অনুচলনে
সম্বৃদ্ধ হও,
শতায়ু হ'য়ে বেঁচে থাক,
রোগ, শোক, দারিদ্র্যের
দন্তুর সংঘাত হ'তে
বাঁচ,
সবাইকে বাঁচাও।

---

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৬২।
শুভ ৬৮তম জন্ম-মহোৎসব ও সপ্ততিতম
ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ৫১

বড় খোকা!

তুমি শুভ-সম্বর্দ্ধনী

সুনিষ্ঠ একায়নী শ্রদ্ধা নিয়ে

নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক,

শতায়ু হও,

অমিতায়ু হও,

অমৃতত্বের অধিকারী হও—

হৃদ্য প্রীতিপ্রসন্ন অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে,

স্বস্তির শুভ সংস্থিতিতে

সুসংস্থিত থেকে,

সুকেন্দ্রিক তপোদীপনায়

নিজেকে সুসন্দীপ্ত ক'রে ;

আর লোকজীবনের পরমতীর্থ হ'য়ে ওঠ,

পরিবার, পরিবেশ ও জনগণের

পরম কল্যাণ-মূর্ত্তিরূপে অবস্থান কর—

ঐ তপস্যায় তাদের প্রবুদ্ধ ক'রে,

কল্যাণ ও প্রবর্দ্ধনার

পালনহোতা হ'য়ে ;

তুমি তোমার কৃতিচলন নিয়ে
প্রতিটি মুহূর্ত্তের জন্য
শুভ-সম্বর্দ্ধনী প্রস্তুতিতে
প্রদীপ্ত হ'য়ে থাক,
যাতে যে-কোন অবস্থার সম্মুখীন হ'য়ে
তাকে শুভ বিনায়নায়
জীবনীয় ক'রে তুলতে পার ;
আর তোমার ঐ প্রেরণায়
তারা প্রত্যেকে যেন
পারস্পরিকতার মহান্ আলিঙ্গন নিয়ে
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে
শুভ সন্দীপনায় সঞ্জীবিত হ'য়ে থাকে—
শতায়ুর অধিকারী হ'য়ে ;
তারা যেন আদর্শে অটুট থেকে
আত্মবিনায়নী তৎপরতায়
দৃঢ়চেতা পরাক্রমপ্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী অনুদীপনায়
প্রস্তুতির পরম যজ্ঞে
ধৃতি-অনুশীলনায়
নিজদিগকে কৃতিদীপ্ত ক'রে

ইষ্টার্থ-অনুদীপনী সংহতির
সহানুচর্য্যী তাপস দীক্ষায়
দক্ষ ক'রে তুলতে পারো—
যে-কোন অবস্থাই আসুক না কেন,
শুভ বিনায়নায় তাকে জীবনীয় ক'রে,
তাদের পরিবার, পরিজন,
সন্তান-সন্ততি যা-কিছুকে
ঐ তপোমত্ত ঐশী অনুকম্পী
নিষ্পাদনী চলনায়
ব্যাপৃত রেখে ;
আর তুমি, তোমার পরিবার, পরিজন
ও পরিস্থিতি
আমার এই উত্তাল আকূত
আশীষ-অনুশাসনকে
নিজেদের জীবনে মূর্ত্ত ক'রে
ঈশ্বরের নৈবেদ্য হ'য়ে ওঠ ;
দয়াল আমার,
পরমপিতা আমার,
আমার এই আকুল প্রার্থনাকে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



মঞ্জুর ক'রে

বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে তুলুন !

---

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬২।

পরম পূজ্যপাদ 'বড়দার' শুভ ৪৫তম

জন্মদিবস-উপলক্ষে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ৫২

আদর্শে উদ্দাম হ'য়ে ওঠ—
কৃতি-অনুচর্য্যা নিয়ে,
অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় উচ্ছল হ'য়ে দাঁড়াও ;
অর্থনীতি
তোমার পরিবার ও পারিবেশিক জীবনে
উচ্ছল প্লাবনে চলতে থাকুক ;
পারস্পরিকতা
প্রীতি-উচ্ছল অবাধ আলিঙ্গনে
অর্চ্চনামুখর তৎপরতায়
প্রত্যেককে সব দিক্ দিয়ে
বিপুল ক'রে তুলুক ;
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতি
সঙ্গতিশীল বিনায়নে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বীর্য্যবাহী ক'রে তুলুক—
তেজোদ্দীপ্ত উৎক্রমণী পদবিক্ষেপে ;

তোমার রাজনীতি
উৎসাহ-নন্দনায়
ধৃতি--অনুচর্য্যায়
পালনে, পোষণে, পূরণে
প্রতিপ্রত্যেককে
পরিভৃত ক'রে তুলুক—
বৈশিষ্ট্যের শুভ-নন্দনায় ;
দেববিভায়
দ্যোতন-তৎপরতায়
কৃতিনন্দনা নিয়ে
প্রতিটি কর্ম্মে
ধর্ম্ম-পরিচর্য্যায়
প্রতিপ্রত্যেকে
পূজার নৈবেদ্য রচনা ক'রে
ইষ্টীপূত-তৎপরতায়
তাঁকেই নিবেদন কর প্রত্যহ—
তৃপ্তির তর্পিত অনুদীপনায় ;
হৃদ্য উৎসারণায়
অসৎ-নিরোধ ক'রে
তোমার প্রতিটি প্রবৃত্তিকে

## আশীষ বাণী

ইষ্টার্থ-প্রীতি-অর্চ্চনায়
নিয়োজিত ক'রে তোল ;
আর এই নিয়োজনা
অনন্ত-উৎস্রাবী অনুশীলন-তৎপরতায়
স্বর্গ রচনা ক'রে চলুক—
অবাধ অনুস্রোতা হ'য়ে ;
তুমি ধন্য হও,
প্রতিপ্রত্যেককে ধন্য ক'রে তোল,
আর এই ধন্য ধ্বনন
রণন-নর্ত্তনে
বিশ্বে পরিপ্লাবিত হ'য়ে
ভর-দুনিয়াকে
সব্যষ্টি সমষ্টি
অমরস্পর্শী ক'রে তুলুক,
অমৃতবাহী ক'রে তুলুক ;
অমৃত-পরিবেষণী ক'রে তুলুক,
অযুত আয়ুর অধিকারী হ'য়ে
সন্তান-সন্ততিকে
নীরোগ স্বস্তিপ্রসন্ন
সম্বর্দ্ধনশীল

অযুত আয়ুর অধিকারী ক'রে তোল—
জীবনের অযুত বিকিরণা
বিকীর্ণ ক'রে,
আদর্শকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িনী
প্রীতি-বিচ্ছুরণায় ;
স্মরণ রেখো—
তোমার জীবনের যা-কিছু
উৎফুল্ল অনুদীপনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে তখনই
যখনই—
যতই তুমি
আদর্শে কৃতিদীপনা নিয়ে
উদ্দাম হ'য়ে উঠবে ;
তাই আদর্শে স্ফীত-সম্বেগী হও,
দৃঢ়চেতা হও,
কৃতিমান্ হও,
স্বস্তি ও শান্তির
অযুত প্রস্রবণে
স্বতঃস্নাত হ'য়ে
কৃতী ক'রে তোল সবাইকে,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোল,
প্রীতি-আলিঙ্গন-প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
পরিচর্য্যানিরত ক'রে,
সদাচারসম্বুদ্ধ ক'রে জীবনকে
জাজ্বল্যমান ক'রে তোল,
আর অযুত আয়ুর অধিকারী ক'রে তোল ;
আমার পরমকারুণিক
আমার এই প্রার্থনাকে
ধৃতি-দীপনায়
মূর্ত্ত ক'রে তুলুন ।

---

১৬ই পৌষ, রবিবার, ১৩৬২ ।
একসপ্ততিতম ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে ।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ৫৩

জীবন চায় ধৃতি,
ধারণ-পোষণ—
তা'র গতিপথে
নিজের সত্তা-সংস্থিতির
উপকরণ সংগ্রহ করতে করতে,
—সেই চলনে চলতে চলতে
সম্বর্দ্ধনে উধাও চলনে চলতে চায়—
লীলায়িত ছন্দে
জীবনকে উপভোগ করতে করতে
আকুল উন্মাদনায়
অনন্তের দিকে ;
তাই সবারই পরম আকূতি—
বেঁচে থাকা, বেড়ে চলা,
আর, এই অস্তি-বৃদ্ধির ধৃতিই হ'চ্ছে ধর্ম্ম,
তাই সব জীবনেরই ধর্ম্ম ঐ একই ;
আর ঈশ্বরই হ'চ্ছেন
এই ধারণ-পোষণার পরম উৎস ;
সবাই চায়—

সংস্থিতিতে সংস্থ হ'য়ে
গতি-উৎসারণায়
ধারণ-পোষণী সম্বেগ নিয়ে
সম্বর্দ্ধনায়
আরো হ'তে আরোতে
উচ্ছল চলনে চ'লে
সেই পরমার্থ ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে
জীবনে কৃতার্থ হ'তে ;
তাই পারস্পরিক কৃতিমুখর
অনুপোষণী শুভ-সম্বেদনায
সুসংহত হ'য়ে
সবাইকে সবার
উৎসারণী উৎসর্জ্জনে
অবাধ ক'রে তুলে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
ধৃতি-চলনে চলতে থাক তোমরা ;
ঈশ্বরই পরম পুরুষ,
আর তাঁ'র প্রেরিত পরম দেবতাই হ'চ্ছেন—
ব্যক্ত প্রিয়পরম যিনি,
প্রেরিত-পুরুষ যিনি ;

সব প্রেরিতই
ঐ প্রিয়পরমেরই পরম প্রেরণা,
আর প্রাচীন সবাই
বর্ত্তমান যিনি
তাঁ'তে পরাবর্ত্তনায় অবস্থিত—
জাগ্রত অনুবেদনায়,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;
তাঁ'রই অনুগতি নিয়ে
সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
কৃতিদীপ্ত অনুশীলনী অনুচর্য্যায়
ঐ ধৃতিকে—
ধর্ম্মকে
পরিপালন ক'রে চলতে থাক ;
আশীষ-উচ্ছল সার্থকতায়
সুদীপ্ত সেবানুচর্য্যী
অনুকম্পী তাৎপর্য্যে
সংহতির সামগানে
দীপ্ত নর্ত্তন নিয়ে
সেই অনন্তের দিকে চল,
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠ,

আর তিনিই পরমার্থ ;

তোমরা সুখে থাক,

সম্বর্দ্ধিত হও,

প্রীতিপ্রসন্ন অহিংস হও,

অসৎ-নিরোধী হও,

পরিবার, পরিজন ও পরিবেশ নিয়ে

অমৃত-ভোগ-দীপনায়

উৎসারিত চলনে চলতে থাক—

জীবনকে তাঁ'রই নৈবেদ্য ক'রে,—

আমার পরমকারুণিক যিনি

তাঁ'রই চরণে

এই-ই আমার একান্ত প্রার্থনা ।

---

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ ।

পাকিস্তানে উৎসব-উপলক্ষে ।

## ৫৪

যে প্রাণন-গীতিকা
বর্দ্ধনার বিপুল সম্বেগে
একদিন ভারতের জনসাধারণকে
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গীতির উদ্বোধনায় উদ্দীপ্ত ক'রে
অনুশীলন-তৎপরতায়
অমৃতোৎসারণী ক'রে তুলেছিল,
আমার পরমপিতার চরণে
এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা—
'উদ্‌গাতা' উৎসব-উদ্দীপনায়
উৎসর্জ্জনী আবেগে
বর্ত্তমানে
তা'রই পরিণামকে
মূর্ত্ত ক'রে তুলুক !

---

৫ই এপ্রিল, ১৯৫৬।
'উদ্‌গাতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জন্য।

## ৫৫

নেচে ওঠ—
স্থৈর্য্যের উদাত্ত চলনে,
অনুচর্য্যী উৎক্রমণী অনুকম্পায়,
প্রিয়পরমের পবিত্র অভিসারে ;
জাগ,
ওঠ,
নাচ—
নর্ত্তনার নন্দনস্রোতা জীবনের যুত-দীপনায়,
অজচ্ছল অকম্পিত সঙ্গীতির
অন্বিত সার্থকতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে—
বর্দ্ধনার হোম-দীপনায় ;
ঐ দেখ—
ঐ তন্দ্রাতুর ঊষা—
আলোকের স্পন্দনবিভায়,
আঁধারের বিলয়-বিহ্বলা
আলিঙ্গনী উল্লোল নর্ত্তনায়,
দুনিয়ার নর্ত্তন-বিহ্বল উদাত্ত নাচনে ;—

আলোর সম্বেগ—
অঁাধারের বিদায়-আরতির তোষণ-চুম্বনে,
তন্দ্রাতুর উষার
'জাগৃহি'-জীবন-সৌকর্য্যের
উৎক্রমণী
স্নেহল-মদির তৃপণার
তূর্য্য-আহ্বানে ;—
ঐ উষার কোলে
সবিতার ভর্গদীপনা
বীচি-কম্পিল তৎপরতায়
প্রাণন-দীপ্তি নিয়ে
দুনিয়াকে
কেমন হাস্যমুখর ক'রে তুলছে—
হাসিকান্নার সোহাগ-সিঞ্চিত
আলিঙ্গন-গ্রহণের
সলীল উৎসর্জ্জনায় ;
ঐ জীবন-গোলক
ফুটন্ত বিভায়
সিন্দূর-রঙ্গিল কিরণ
বিকিরণ ক'রে

# আশীষ বাণী

দীপ্ত হ'য়ে উঠলো—
চিত্রার বিচিত্রতাকে অতিক্রম ক'রে
বিশাখার বিশেষ বিনায়নে
নিজেকে সংক্রামিত করতে করতে ;
তাই বলি—নাচ,
তাই বলি—চল,
তাই বলি—পরস্পর পরস্পরের
আলিঙ্গনের ভিতর-দিয়ে
হাসিকান্নার উদাত্ত সজ্জায়
নর্ত্তন-বিভূতিতে
প্রাণন-দীপনায়
সবাই নেচে ওঠ ;
জীবনমন্ত্র গেয়ে উঠুক
'বন্দে পুরুষোত্তমম্'—
জীবনের যাগদীপ্ত
ধৃতি-অনুচর্য্যা নিয়ে,
প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের
শিষ্ট আচরণে,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
আপূরণী হ'য়ে ;

আর এইতো সেই কৃতিযাগ

যা' যজ্ঞেশ্বরে

সঙ্গতিশীল বিনায়নের ভিতর-দিয়ে

ধৃতি-অনুচর্য্যায়

প্রত্যেককে উদ্বর্দ্ধনায়

উন্নীত ক'রে

যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে চলেছে—

অনন্ত জীবনের জনন-পরিচর্য্যায় ;

তাই আবার বলি—

তুমি জাগ,

তোমরা জাগ,

তুমি নাচ,

তোমরা নাচ—

শুভ সম্বর্দ্ধনায়

নীরোগ সুদীর্ঘ আয়ুর অধিকারী হ'য়ে

বলে, বর্ণে, বিক্রমে,

জীবন-পরিচর্য্যায়

পরস্পর পরস্পরের

বর্দ্ধনার পালন-পোষণী

অমৃত-প্রেরণা নিয়ে,

যজনে,
যাজনে,
অধ্যয়নে,
অধ্যাপনায়,
দানে,
প্রতিগ্রহে,
পরস্পর পরস্পরের
স্বাস্থ্য, স্বস্তি
ও শুভপ্রসূ মঙ্গল-আচরণের
ভিতর-দিয়ে,
সপরিবেশ নিজেকে
উৎসর্জ্জিত করতে করতে,
শুভ বর্দ্ধনায়
অমরস্রোতা হ'য়ে ;
জীবনের ধৃতিসম্বেগ
ফুটন্ত হ'য়ে উঠুক তোমার,
প্রীতিসম্বেগ সবাইকে
আলিঙ্গনে উর্জ্জী ক'রে তুলুক,
বর্দ্ধন-সম্বেগ
স্বস্তির শুভ-আহ্বানে

পরস্পরকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে
বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাক—
অনন্ত নন্দন-অভিসারে,
যা'-কিছু অসৎকে নিরোধ ক'রে
জীবনকে উচ্ছলস্রোতা করতে করতে ;
বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্'
আবার বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্'—
প্রতিটি কর্ম্মের
আপ্যায়নী সৌজন্যের ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিত্বের পরম পরিচর্য্যায়
পরাৎপরকে স্পর্শ করতে করতে ;
তোমার প্রতিটি নর্ত্তন
গেয়ে উঠুক—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ;
বেঁচে থাক,
কৃতিচলনে চল,
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হও—
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—

কল্যাণের সাম-মূর্চ্ছনায়
তোমার জীবন-জগৎকে
মূর্ত্তিমান্ ক'রে।

---

১লা বৈশাখ, ১৩৬৩।
নববর্ষ-উপলক্ষে।

## ৫৬

আজ দীপালি—
মা আমার দীপান্বিতা,
মা আমার জীবন-আলোক,
মায়ের এক হাতে অসৎ-নিরোধী অসি
অন্য হাতে বর ও অভয়—
বাৎসল্যের পরম আশ্রয়,
তাই মা শিবানী শুভানী,
আমার মা কল্যাণী কালী,
সত্তার সাত্বত সম্বেগ—
অস্তিত্বের অমৃত-উৎস—
জীবনের যোগ-নর্ত্তনা,
সে এই যে
আমার মা ।

২রা নভেম্বর, ১৯৫৬ ।
দীপালি-উপলক্ষে ।

## ৫৭

শ্রীমান্ অমরেন্দ্র !

বড় খোকা আমার !

তোমার শ্রদ্ধোষিত অনুশাসনী

কৃতী ও প্রীতিপূর্ণ লোকানুভাবিতা

আমার অন্তরকে উচ্ছল ক'রে তুলেছে ;

পরমপিতার কাছে প্রার্থনা—

তুমি সপরিবেশ সন্তান-সন্ততি

পুত্র-কলত্র-সহ

সুদীপ্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় উচ্ছল থেকে

শুভ-সম্বর্দ্ধনায়

নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে

বেঁচে থাক—

ধন্য হ'য়ে ও ধন্য ক'রে ;

আমার পরমেশ্বর, পরমপিতা যিনি—

তাঁর কাছে

এই আমার একান্ত প্রার্থনা,—

শুভসন্দীপ্ত তৃপ্তি নিয়ে

তুমি সবাইকে উপভোগ কর,

সবাই তোমাকে উপভোগ করুক্ ;

তুমি স্বস্তিমুখর

সুদীপ্ত জীবন উপভোগ কর—

তৃপ্তিভরা সুখ ও স্বস্তিপূর্ণ সম্বর্দ্ধনায় !

স্বস্তি ! স্বস্তি ! স্বস্তি !

আশীর্ব্বাদক—

তোমার বাবা

---

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩।

পরমবরেণ্য বড়দার ৪৬তম জন্ম-দিবস-উপলক্ষে।

## ৫৮

জীবনের রণন-ঝঙ্কার
তাথৈ-তালে নেচে উঠুক—
উদাত্ত উচ্ছল হ'য়ে
বোধনার পরম আনন্দে,
—মেতে উঠুক সাত্বত ব্রতের
আনন্দ-অনুশীলন-তৎপরতায় ;
জেগে উঠুক,
ওরে জেগে উঠুক,
মেতে উঠুক—
উচ্ছল ঠমক-ঠামে ;
ঝনক-দীপালীর
দীপনবিভা নিয়ে
প্রতিটি হৃদয়ে
তার দীপ্তি বিস্তার করুক—
বোধনের পরম আনন্দে
উদ্বুদ্ধ-উদ্দাম হ'য়ে,
আদর্শের আনতি-মন্ত্রে
তৃপ্ত ক'রে সবাইকে ;

পারগতার মহা-অভিযান
সঙ্গতির সার্থক-অন্বয়ে
তাথৈ-তালে
ঝঙ্কারমুখর হ'য়ে
পারিজাত আহরণ করুক—
যা' কৃতিত্বের উল্লোল-উচ্ছ্রাবী
ডিমিকী বোধনায়
সঞ্জাত হ'য়ে
ঐশ্বর্য্যকে অঢেল ক'রে দেয় ;
নন্দনের আনন্দ-মুখর
সাবলীল স্বস্তিদীপনা
ঋক্‌মন্ত্রপূত হ'য়ে
প্রত্যেককে পূত ক'রে তুলুক ;
জাগার পথে
ঘুমিয়ে থেকো না,
জাগ,
কর,
অনুশীলন-তৎপর হও,
স্বর্গকে
এই ধরাধামে আহ্বান কর,

প্রতিষ্ঠা কর,
আর ছত্রিশ কোটি দেবতার
নন্দনার হোমযজ্ঞে
সমস্ত বিশ্বখানা
জ্বল্‌জ্বলে হ'য়ে উঠুক,—
জ্বলন্ত প্রীতি-আকূতি নিয়ে
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে
প্রত্যেককে
স্মিত-সন্দীপনায়
ত্রস্তমুগ্ধ ক'রে
সার্থক ক'রে তুলুক ;
অঢেল হও,
উচ্ছল হ'য়ে চল—
তীক্ষ্ণ তর্‌তরে
সুসন্ধিৎসু বোধনা নিয়ে
শুভ আবাহনে
জীবনের গায়ত্রী-মন্ত্রে ;
বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রাখ,
বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমী
শ্রেণীকে অব্যাহত রাখ,

তদনুগ কর্ম্মে
বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীগুলিকে
বিন্যাস ক'রে
বিনায়িত ক'রে তোল—
কৃতি-তৎপর বিশেষের
বিশেষ আমন্ত্রণে—
পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে,
দুনিয়াকে ভরপুর ক'রে
সঙ্গতির সার্থক-সমন্বয়ে ;

অন্তরের
দীপ্তমুখর
ধ্বনন-আরতি নিয়ে
দুনিয়ার প্রতিটি কণাকে
ধন্য ক'রে তোল,—
তুমি ধন্য হ'য়ে ওঠ,
তোমার পরিবার-পরিবেশ
ধন্য হ'য়ে উঠুক,
পরিস্থিতির
প্রতি অণু-রেণু যেন
ধন্যস্রোতা

অঢেল হ'য়ে চলে—

জীবনকে অঢেল ক'রে
অনুশীলনায় তৎপর ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত ক'রে
অযুত আয়ুর অধিকারী ক'রে ;
তোমরা অযুত-আয়ু হও,
যাতে হও তাই কর,
সম্বর্দ্ধিত হও,
প্রতিটি কর্ম্মে
প্রতিটি চলনে
যাতে সম্বর্দ্ধিত হও
তাই কর—
আদর্শে সুবিনায়িত হ'য়ে,
অন্তরের তর্পণমুখর তাৎপর্য্যে
তাঁরই পূজার
হোম-আরতি নিয়ে ;
সুনিষ্ঠ থাক,
সুস্থ থাক,
সন্দীপ্ত থাক—
সম্বিৎসার

তীক্ষ্ণদর্শী বোধনপরিচর্য্যা নিয়ে
সবের ভেতর
সব যা'-কিছুর সার্থকতা
খুঁজেপেতে বের ক'রে ;
মুগ্ধ হও,
বুদ্ধ হও,
প্রীতি-পরিস্রবা হও,
বাস্তব-অনুচর্য্যাশীল হও,—
কেউ যেন কারো
পর থাকে না,
কেউ যেন কারো কাছে
ব্যর্থ না হয়—
বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু ব্যঞ্জনায় ;
ক্ষয়িষ্ণু যা'
তাকে নিরোধ কর,
সাত্বত সম্বর্দ্ধনী যা'
তাকে আলিঙ্গন কর,
অনুশীলন কর,
সম্মানবিভূষিত ক'রে তোল—
শ্রদ্ধাঞ্জলিপূত ক'রে ;

ওঠ,
ধর,
কর,
চল,
জাগ্রত অনন্ত চলায়
নিজেকে
চলস্রোতা ক'রে তোল,
আমার বিভু যিনি
পরমপুরুষ যিনি
পরমপাতা
পরমপিতা যিনি
তাঁর কাছে
এই আমার একান্ত প্রার্থনা—
প্রত্যেককে
প্রার্থনীয় যা'-কিছুর
অনুশীলনে
উদ্দাম ক'রে তোল প্রভু !
আর এই অনুশীলন
যেন সবারই
শীলধর্ম্মী হ'য়ে ওঠে ;

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



এই নববর্ষে
ধাতার ধৃতিযজ্ঞের আহুতি হ'য়ে
তোমরা নবীন হ'য়ে ওঠ,
নবায়িত হ'য়ে ওঠ,
প্রাচীনের পরম বেদীতে
উদ্‌গতি লাভ কর,
সার্থকতায় বিভূষিত হ'য়ে
অর্থান্বিত অনুনয়নে
উদাত্ত হ'য়ে ওঠ তোমরা ;—
সত্তার ভর্গতেজ
বিশেষ ও নির্ব্বিশেষকে ছাপিয়ে
ধাতা-বিধৃতির অনুশীলনায়
তোমাদিগকে
পূর্ণ ক'রে তুলুন—
এই আমার আকুল প্রার্থনা ।

---

১লা বৈশাখ, ১৩৬৪ ।
শ্রীশ্রীঠাকুরের ঊনসপ্ততিতম শুভ-জন্মমহোৎসব ও নববর্ষ-পুরুষোত্তম-স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ-উপলক্ষে ।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৫৯

মা আমাদের দশভুজা,
প্রতি ঘরে ঘরে
যদিও তাঁকে
দ্বিভুজাই দেখতে পাই,
তিনি
দশদিক্ আবরিত ক'রে রেখেছেন—
তাঁর স্নেহ-উৎসারিত
স্বস্তি-উৎসারিণী উদাত্ত অনুচর্য্যায়,
কায়মনোবাক্যে
প্রতিটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ব্যষ্টির পথে
সমষ্টিকে আন্দোলিত ক'রে,
সাত্বত উৎসর্জ্জনায়
আপূরিত ক'রে সবাইকে,
কৃতি-উদ্দীপনার অনুপ্রেরণায়,—
তাই মা আমার দশভুজা ;
যখন দশভুজা মাকে
আমরা পূজা করি,

তখনই আমরা ভেবে নিই—
এ মা আমারও মা,
সবারই মা,
সবারই ঘরে ঘরে
তাঁরই আরতি,
তাঁরই জাগৃহি-মন্ত্র,
তাঁরই কৃতিপ্রেরণা,
সাত্বত পূজার
উদ্বোধনী উদাত্ত আহ্বান ;
মায়ের আশীর্ব্বাদই হ'চ্ছে
বিজয়া,
তোমরা সাত্বত পথে চল,
বিজয়-উৎসবে মেতে ওঠ—
বিজয়-পরাক্রমে
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,—
ঐ সাত্বত উৎসর্জ্জনায়
প্রতিটি নিজকে
পারস্পরিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সত্তার সব দিকে
উচ্ছল ক'রে তোল ;

স্নেহসিক্ত করুণ চাহনিতে
অনাবিল অনুপ্রেরণায়
মা ব'লে যান—
'তুমি বিজয় লাভ কর',
ঐ অনুশাসনবাদ
ঐ আশীর্ব্বাদ
তোমার সত্তার
কানায় কানায় ভ'রে নাও,
সত্তায় সংহত ক'রে তোল—
অবাধ অনুপ্রাণনা নিয়ে,
সব্যষ্টি পরিবেশের
পরিচর্য্যা-নিরতিতে
সবাইকে উচ্ছল ক'রে তোল—
অবিরল আকূতির
একাগ্র আগ্রহের
উদ্দীপনী উদাত্ত চলনে ;
আর যতই তোমরা
এমনতর হ'য়ে উঠবে
ঘরে ঘরে মা আমার
পরিতৃপ্ত হ'য়ে উঠবেন—

ঐ দশভুজার
দশপ্রহরণ ধারণ ক'রে
অসৎ-নিরোধী উন্মাদনায় ;
দ্বিভুজা যিনি
তিনিই দশভুজা হ'য়ে উঠবেন,—
তাইতো মায়ের আকাঙ্ক্ষা,
তাইতো মায়ের চাহিদা,
তাইতো মায়ের উল্লোল উদ্দীপনা,
হিন্দোলিত আনন্দের
দোলন-উৎসব ;
এমনি ক'রে চল,
এই চলনায়
দীক্ষিত ক'রে তোল সবাইকে,
এই চলনায়
উৎসর্জ্জিত ক'রে তোল সবাইকে—
এই আশীর্ব্বাদ-পরিবেষণে
প্রবুদ্ধ ক'রে
উদ্দীপিত ক'রে
উদাত্ত ক'রে ;
সাত্বত সম্বর্দ্ধনার

শুভ নিক্কণে
সবাইকে
কৃতি-নাচনে নাচিয়ে তোল,
ঐ মায়ের স্নেহে
ঐ মায়ের পরিচর্য্যায়
ঐ মায়ের জীবনীয় চলনে
স্বস্তির সামগানে
শান্তির
তর্‌তরে অনুক্রিয়
অনাবিল উদ্দীপনায়
সবাই কৃতিচলনে চ'লে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
জীবন-বৃদ্ধির তাথৈ-তালে
নেচে নেচে
কৃতি-নর্ত্তনে
বিভোর ক'রে তুলুক সবাইকে,
আর, এইতো মায়ের
নিয়ত পূজা ;
তোমার সমস্ত অন্তরটি নিঙ্‌ড়ে
যদি মাকে ভালবাস,

যদি এতটুকু ভক্তি থাকে—
ভজনদীপ্ত অনুসেবনা নিয়ে,—
মার এই আশীর্ব্বাদকে
কখনও ভুলে যেও না,
তোমার ঐ বিন্দু
মায়ের
হৃদয়-উৎসারণী
স্নেহসিন্ধুতে মিশে
উদ্দাম হ'য়ে উঠুক ;
দুনিয়াটাকে ভরপুর ক'রে ফেল—
স্বস্তি,
স্বধা,
শান্তির
সামস্বরে,
তোমার কীর্ত্তিগাথা
সামচ্ছন্দে
শৌর্য্য-সঙ্গীতে
সঙ্গীত হোক ;
অযুত-আয়ু হও,
শুভ সম্বর্দ্ধনায়

সলীল হ'য়ে চল—
ঐ মাকে
আলিঙ্গন-গ্রহণের
উদ্দাম আহ্লাদে ;
প্রতিটি পরিবার,
প্রতিটি জন
এই বিভূতিতে
সমস্ত সত্তাকে রঙিয়ে
চরিত্রের
দীপন-চর্য্যায়
ব্যক্তিত্বের পরম ঐশ্বর্য্যে
সবাই—সবাকে
সঞ্জীবিত ক'রে তুলুক ;
মা !
মা আমার !
এমনি ক'রেই
আমার অন্তরে আবির্ভূত হও,
আর সে আবির্ভাব
সবার মধ্যে
ছড়িয়ে পড়ুক ;

এই প্রার্থনা-অনুগ
চলনা নিয়ে
চলতে থাক,
তৃপ্ত হও
দীপ্ত হও,
অমিত আয়ুর
উদ্যম অনুশীলনে
সবাইকে
সংস্কৃত ক'রে তোল—
ইষ্টার্থ-অনুসেবনী যাগ-আহুতি নিয়ে,
কৃষ্টি-উদ্বর্দ্ধনার
পরম আহুতির
হোম-রাগ-রঞ্জনায় ;
আমিও মায়ের,
তোমরাও মায়ের,
তাই আমারও আকুল আগ্রহ—
তোমরা
সাত্বত অনুশীলনায়
শাশ্বত অনুচলনে চ'লে
অযুত-জীবী হ'য়ে

সন্দীপনার শুভ-সৌকর্য্যে
কৃতকৃতার্থ হ'য়ে ওঠ—
কৃতকার্য্যতায়
উচ্ছল ক'রে সবাইকে।

---

২০শে আশ্বিন, ১৩৬৪।
শ্রীশ্রীঠাকুরের ৭০তম জন্ম-মহোৎসব ও ৭৮তম
ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে।

## ৬০

বড় খোকা আমার!
জাগৃহি-মন্ত্র
তোমার অস্তিত্বের কানায় কানায়
স্ফুরিত হ'য়ে উঠুক,
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
অনুচর্য্যী অনুনয়নে
লোকরঞ্জনী বিভা
বিকিরণ ক'রে চলতে থাকুক ;
তুমি
তোমার পিতৃপুরুষের
মাণিক হ'য়ে ওঠ,
লোকজীবনের
চেতনদীপ্তি হ'য়ে ওঠ,
সমস্ত বিভবে বিভবান্বিত হ'য়ে
যারা তোমার অনুসরণকারী—
তাদিগকে
বিভূতিমণ্ডিত ক'রে তোল ;
জীবন ও শৌর্য্য-দীপ্তি

তোমার আরাধ্য হ'য়ে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রত্যেককে
প্রভাদীপ্ত ক'রে তুলুক ;
তুমি
অযুত-আয়ু হ'য়ে ওঠ,
আর প্রত্যেকে
ঐ আয়ুস্রোতে স্নাত হ'য়ে
অযুত-আয়ু হ'য়ে উঠুক,
কৃতকৃতার্থ কৃতিদীপনা
তুমি সহ
তোমার প্রত্যেককে
আরতি করতে থাকুক ;
তুমি
সবার জীবনীয় মঙ্গলস্তম্ভ
হ'য়ে ওঠ,
সবাই তোমাতে তৃপ্ত হোক,
দীপ্ত হোক,
প্রভান্বিত হ'য়ে
ধৃতি-অনুচলনে
কৃতি-অনুসেবনায়

নিষ্পাদনী আহুতির
শান্তিজল বিতরণ করুক ;
তুমি শুদ্ধ হও,
বুদ্ধ হও,
চেতনার আত্মিক চলন
শুভ-বিধায়নায়
বিভব বিতরণ ক'রে
বিভূতি-প্রসাদে
তোমার সত্তাকে
মাঙ্গলিক প্রতিষ্ঠায়
সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তুলুক ;
সার্থক হ'য়ে ওঠ তুমি,
আর ঐ সার্থকতা
সশ্রদ্ধ অনুষ্ঠানে
তোমার প্রাচীন
পূর্ব্বপুরুষদিগকে
আহুতি প্রদান করুক,
তাঁদের অজচ্ছল অনুকম্পা
তোমাতে বর্ষিত হোক ;
আবার বলি—

আমার পরমপিতা যিনি,
পরমপুরুষ যিনি,
যিনি জীবনের চেতনস্রোত—
আশীষ-নিয়মনায় তিনি
তোমাকে
অযুত-আয়ু ক'রে তুলুন,
তুমি অযুত-আয়ু হও—
পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে ;
তৃপ্তি,
দীপ্তি,
সাম্য,
ও সৌম্য জীবন
তোমাকে
আরতি-ঐশ্বর্য্যে
উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
তুমি
শ্রদ্ধাপূত, নীরোগ, স্বাস্থ্যবান্,
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চল—

তোমার সাত্বত কৃষ্টি,
তোমার পিতৃপুরুষ,
ভাই-ভগ্নী,
পুত্র-কলত্র,
আত্মীয়-স্বজন,
পরিবার-পরিস্থিতি—
প্রত্যেককে নিয়ে ;
প্রত্যেকে যেন
নীরোগ, সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
বেঁচে থাকে—
পরমপিতার
পরমপ্রসাদনন্দিত হ'য়ে ।
ইতি—
আশীর্ব্বাদক
**তোমার বাবা ও মা**

---

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ।
পরমপূজনীয় বড়দার ৪৭তম জন্মতিথি-উপলক্ষে ।

## ৬১

আজ বৈশাখের নব আগমন,
বিশাখায় তপনের প্রথম পদক্ষেপ,
তাই বাতাসের চৈতালী নর্ত্তন
তাকে 'স্বাগতম্' ব'লে
অভ্যর্থনা করছে,
সবিতার প্রখর রশ্মি
সকলকে উদ্বেজিত
ক'রে তুলছে ;
ঊষার কোমল অঙ্কে
বৈশাখের শুভ নব-আগমন-সঙ্গীত
খর-বিকিরণায় উচ্ছল হ'য়ে
সন্তপ্ত ক'রে তুলে
উত্তেজিত ক'রে তুলে
উদাত্তের উদয়-আহ্বানে
সবাইকে ব'লে দিচ্ছে—
'জ্বলে ওঠ,
নেচে ওঠ,
অসৎ যা'-কিছুকে

ছারখার ক'রে দিয়ে
সাত্বত সংস্থিতির
শুভ-আহ্বানে
সবাই মাতোয়ারা হ'য়ে ওঠ,
কৃতি-উদ্যমে
কৃতকৃতার্থ হ'য়ে ওঠ,
উচ্ছল আলোকে
উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠ,
সঙ্গতিশীল অমৃত-গবেষণায়
সত্তার সংস্থিতিকে
চেতন স্মৃতির
নিটোল গতিসম্পন্ন ক'রে তোল,
চল,
ওঠ,
ব'সে থেকো না ;
সময় চলে
আপনার মনে—
ভাসিয়ে দিয়ে সবাইকে
কর্ম্ম-আবর্ত্তনার
উচ্ছল আহবে,

আকর্ষণ-বিকর্ষণার
দুন্দুভি-নিনাদে
প্রত্যেককে প্রতিষ্ঠা করতে ;
এখনও যদি
প্রতিষ্ঠা-উদ্যমে না-নেচে ওঠ,
দিন চ'লে যাবে,
নিনড় অবসাদ-উন্মত্ত
দিবা-স্বপ্নের মত
নিথর হ'য়ে ব'সে থাকবে,
ফল হবে
নিষ্ফলার স্থবির আহ্বান ;
নিবিড় হৃদয়ের
সাত্বত আহ্বানে
সত্তা তোমাদের জেগে উঠুক,
নেচে উঠুক,
দুলে উঠুক,
ছান্দোগ্য-সঙ্গীতে
সুসার হ'য়ে উঠুক—
উদাত্ত-উদ্যমে
সুসন্ধিৎসু কৃতিচলনে

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ;
বিপুল হ'য়ে ওঠ তোমরা
প্রত্যেকে,
কল্যাণকলস্রোতা
তোমাদের উচ্ছল প্রভাব
সব যা'-কিছুকে
কল্যাণে উজ্জ্বল ক'রে তুলুক—
শুভপ্রভার প্রভাতী সঙ্গীতে ;
তাই আবার বলি—
ওঠ,
জাগ,
সন্দীপনার তূর্য্যধ্বনিতে
নিজেকে তূর্য্য ক'রে তোল—
ধুরন্ধর চক্রিকার
কীলককেন্দ্রিত
নিজের অস্তিত্বকে
অস্তিবৃদ্ধির উদ্ভাবনী
অনুপ্রাণতা-পরিস্রবা ক'রে ;—
তবে তো শক্তি !
তবে তো স্বস্তি !

তবে তো শান্তি !
তবে তো অমৃত-গবেষণার
গৌরবলোলুপ অভিনিষ্যন্দী অনুগমন !
তৃপ্তির সৌম্য প্রাণনা
সামছন্দে
তবে তো তোমাদিগকে
আলোড়িত ক'রে তুলবে,—
বিলোড়িত ক'রে,
যা'-কিছু অসৎকে
নিরোধ ক'রে,
উদ্দাম অভিসারে
চলৎশীল ক'রে তুলবে
অমৃতের পথে ;
তাই বলি,
আবার তাই বলি,
এখনও তাই বলি—
জাগ,
কৃতবীর্য্য হ'য়ে ওঠ,
উদ্দাম হ'য়ে ওঠ,
উচ্ছল উদ্দীপনায়

সবাইকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
প্রাণবান ক'রে তোল—
প্রাণবন্ত আচারের
পূর্ণ পরিক্রমায় ;
সব যা'-কিছুর
সাত্বত সন্ধি
তোমাদিগকে
সন্ধিৎসার আকুল উদ্যমে
উদ্দ্যুক্ত ক'রে তুলুক ;
আপ্রাণ যুক্ত হ'য়ে ওঠ,
সেই অগ্নিমুখ আচার্য্য-নিষ্ঠায়
তাঁতে সম্যক্‌ভাবে থাক,
আর ঐ থাকা,
ঐ চলা,
ঐ অনুসরণ ও অনুশীলন
তোমাদের ব্যক্তিত্বকে
চরিত্র-বিভবে উদ্ভাসিত ক'রে তুলুক ;
তোমরা সবাই
অযুত-আয়ু হ'য়ে
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে

বেঁচে থাক—
সুদীর্ঘ জীবনে
পদক্ষেপ করতে করতে,
পারস্পরিকতার শুভবন্ধনে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের মাঝে
সুবন্ধন লাভ ক'রে ;
সমস্ত বিপাক যা'-কিছুকে
অতিক্রম ক'রে
বিপুল বর্দ্ধনার
প্লাবন সৃষ্টি ক'রে
অমৃত-চলনে চলতে থাক ;
এই তো জীবন,
এই তো বৈশাখের অভ্যর্থনা,
এই তো বিশাখায় তপন-চলন ;
সুনন্দিত সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যে
সামের উদাত্ত সঙ্গীতে
জীবনকে বিভোর ক'রে তুলে
ভরদুনিয়াকে
বিভোর ক'রে তোল—
আনন্দের উচ্ছল কল্লোলে ;

আবার বলি—
তোমরা অযুত-আয়ু হও,
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক—
কৃতি-অনুচর্য্যা
ও প্রীতি-অনুশীলনসর্ব্বস্ব হ'য়ে
সাত্বত জীবনের অধিকারী হও ;
সব বিড়ম্বনাকে নিরোধ ক'রে,
ব্যত্যয়ী যা'-কিছুকে পিছিয়ে দিয়ে
এগিয়ে চল,
আরো এগিয়ে চল,
সিন্ধুরোলে সম্বর্দ্ধনাকে
আবাহন কর ;
গর্জ্জে উঠুক
তোমার পূর্ব্বপুরুষের
আশীষ-কণ্ঠ
গুরুগম্ভীর তানে—
মায়ের স্নেহনিক্কণ-আবাহনার
উদ্দাম স্নেহসুন্দর
আলিঙ্গন-অভিসারে ;
এই তো আমার প্রার্থনা

পরমপিতার কাছে—
মঙ্গলই তোমাদের
অশন-বসন-আসন-
অনুচলন-স্থগুলি হ'য়ে উঠুক ;
কলস্রোতা কল্যাণের উপাসনায়
তোমাদের সত্তা
কলকলনিনাদে
কূল ছাপিয়ে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে
অশেষ হ'য়ে উঠুক ;
আবার বলি—
তোমরা প্রতিপ্রত্যেকে
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
বেঁচে থাক,—
তোমাদের পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতির
সব যা'-কিছুকে নিয়ে
উচ্ছল উদাত্ত হ'য়ে
সাত্বত অভিসারে চলতে থাক ;
তোমার কৃতিচলন
সাত্বত দয়ায় অভিষিক্ত হ'য়ে

প্রকৃষ্ট গমনশীল প্রার্থনায়
পরিপুষ্টি লাভ করুক !
শান্তি, স্বস্তি, স্বধার
আশীষ-উৎফুল্ল অনুদীপনায়
প্রদীপ্ত হ'য়ে চলতে থাক ।

---

১লা বৈশাখ, ১৩৬৫ ।
নববর্ষ-উপলক্ষে ।

## ৬২

মায়ের পূজা হ'লো,
এইই তো সেই নন্দনার বিজয়-উৎসব,
তাই মা আমার আনন্দময়ী ;
৺বিজয়া মায়ের বিলয় নয়কো,
বিসর্জ্জন,
বিসর্জ্জন মানেই হ'চ্ছে
বিশেষ বিসৃষ্টি ;
যে মৃন্ময় মূর্ত্তি
আমরা পূজা করি—
কল্পনায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রে,—
তিনি দশভুজা,
দশপ্রহরণ-ধারিণী—
ঐ আমাদের মায়েরই প্রতীক—
আমাদের ঘরে ঘরে
যে মা অধিষ্ঠিতা
তাঁরই বিনায়িত সুসঙ্গত প্রতীক ;
তাই ঐ মায়ের পূজা মানেই হ'চ্ছে—
যে মা আমার,

যে মা তোমার,
যে মা ঘরে ঘরে
দুর্গা হ'য়ে অধিষ্ঠিতা,
দুর্গতিনাশিনী হ'য়ে
দশপ্রহরণ ধারণ ক'রে
সন্তান-সংরক্ষণায় নিয়োজিতা,
সেই মায়েরই পূজা ;
তাই বলি—
প্রতি ঘরে ঘরে
নবীন উদ্যমে
আনন্দের নবীন উৎসর্জ্জনায়
নিষ্ঠার নিনড় সংস্থিতি নিয়ে
ঐ মায়ের পূজানিরত হও,
স্বচক্ষে দেখে নিও—
মা তোমার দশপ্রহরণ-ধারিণী কিনা,
বিজয়া-উৎসবে
তোমার সমস্ত সংসার
উচ্ছল ক'রে তুলে থাকেন কিনা,
দেখে নিও—
তিনি তোমার

আনন্দময়ী কিনা ;
বিজয়া তাই তো ব'লে দিল—
দেখ—
ঘরে ঘরে আমি আছি,
নিষ্ঠানন্দনায়
আমাতে তোমরা সংস্থিত থাক,
ভক্তির ভজনদীপনায়
অনুসরণ কর আমাকে,
আমার উৎসর্জ্জনার
নৈবেদ্য হ'য়ে ওঠ তোমরা,
এই তোমাদের
ঐ গুণগুলি যা' আছে
সবই আমার প্রহরণ হ'য়ে উঠুক,
আমি দুর্গা,
আমার দুর্গে
আমার ভক্তি-অনুশাসনে
অনুশাসিত হ'য়ে চল,
শক্তি পাবে,
সিদ্ধি পাবে,
সংবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে—

অযুত-আয়ু হ'য়ে ;—

মায়ের এই জীবন-বাণী—

তোমরা বেঁচে থাক,

বেড়ে ওঠ,

আপদ্-মুক্ত হও,

আপদ্-বিহীন হও,

জয়-জৌলুস বিকিরণ ক'রে

বিজয়ার প্রতিষ্ঠা কর,

তোমাদের ঐতিহ্য,

তোমাদের কৃষ্টি,

তোমাদের অনুধ্যায়নী অনুবেদনা

অধ্যয়ন-অধ্যাপনী তপশ্চর্য্যায়

তরঙ্গায়িত হ'য়ে

জ্ঞান-বিভবে

তোমাদিগকে উচ্ছল ক'রে তুলুক ;

স্বস্তি,

স্বধা,

স্বাহা,

তোমাদের মঙ্গল-গীতিকায়

দশদিক্ ভরপুর ক'রে তুলুক ;

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



তাই বলি—
ওঠ,
জাগ,
অলস থেকো না,
চল,
কর,
অমৃতসন্ধানী হ'য়ে
পারস্পরিকতায়
সুসংবদ্ধ হ'য়ে
কৃতি-অনুশাসনের
দীপালী সজ্জায়
সব যা'-কিছুকে
বিভূষিত ক'রে
বিভব-বিভূতির অধিকারী হও,
শান্তির অধিকারী হও,
স্বাস্থ্য ও অযুত-আয়ুর অধিকারী হও ;—
মায়ের তৃপ্তি
মায়ের আনন্দ
মায়ের উৎসর্জ্জনা
তো তাতেই ;

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ঐ মায়ের কাছে
আমার আকুল প্রার্থনা—
তোমরা সবাই
সুস্বাস্থ্য নিয়ে
আপদ্-বিজয়ী হ'য়ে
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
বেঁচে থাক,
সংবৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
সংবৃদ্ধ ক'রে তোল—
তোমার আশপাশে
যে যেখানে আছে তাকে ;
অসৎ-দলনী
অসুর-নাশিনী
আত্মম্ভরি-দম্ভবিজয়িনী মহিষমর্দ্দিনীর
সন্তান তোমরা ;—
অসৎকে বিদলিত ক'রে
আসুরিক বীর্য্যের অবসান ক'রে
দেব-বিকিরণায়
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠ,

উত্তাল হ'য়ে ওঠ,
আবার বলি—
তোমরা বেঁচে থাক—
অযুত-আয়ু হ'য়ে
সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও,
ঐ মায়ের ভাব-বিভূতি
তোমাদের অন্তঃকরণে
জাজ্বল্যমান হ'য়ে উঠুক—
কৃতিদীপনী নিষ্ঠা-নন্দনায় ;
আবার দেবজাতি হ'য়ে ওঠ,
আবার দেবজাতি হ'য়ে ওঠ,
অমৃতস্পর্শী বিজয়োল্লাসে
আবার দেবজাতি হ'য়ে ওঠ।

---

৫ই কার্ত্তিক, ১৩৬৫।
৺বিজয়া-উপলক্ষে।

# ৬৩

জীবনের দুন্দুভি-চলন
উত্তাল হ'য়ে উঠুক,
ঐ উত্তাল অভিসার
প্রতিপ্রত্যেককে
উর্জ্জীতপা আয়ুষ্মান
ক'রে তুলুক,
ধী ও বোধির
বিবেক-বিন্যাসে
সব যা'-কিছুকে
সংহত ক'রে
সন্দীপ্ত বর্দ্ধনায়
বিস্তৃত ক'রে তুলুক ;
তোমরা জাগ,
তোমরা ধর,
তোমরা কর,
চর্য্যা-যজ্ঞে
জীবনকে—
ব্রাহ্মী আহুতির ধূমবহ্নিকে—

সরস সন্দীপনায়
সব যা'-কিছুতে
পরিবেষণ ক'রে তোল ;
তুমি আছ,
তুমি থাক,
আর এই থাকা
অঢেল হ'য়ে
উত্তাল অভিসারে
বিস্ফারিত বিস্তার-অন্বয়ে
অভিদীপ্ত হ'য়ে
সবাইকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলুক ;
তুমি এক—
বহুতে পরিব্যাপ্ত হও,
ঐ পরিব্যাপনী প্রত্যেক
তোমারই এক-একটি
উর্জ্জয়িনী অভিসারণাকে
আমন্ত্রণ ক'রে
সবাইকে সবার ক'রে তুলুক ;
আনন্দ—
ঐ আনন্দ-ঘন নিত্যানন্দ

নিত্য-দীপনায়
উর্জ্জনার উজ্জ্বলন-গতিতে
প্রতিপ্রত্যেককে
বল, বিক্রম ও অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
নিয়োজিত ক'রে তুলুক,—
যাতে প্রতিপ্রত্যেকে
শান্তি, স্বস্তির
শুভ-অনুধ্যায়িনী অনুচর্য্যায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে
সব-কিছুকে
সুন্দরে সন্দীপিত ক'রে তোলে—
ভাববৃত্তির ইষ্টোচ্ছল উন্মাদনায়
অভিদীপ্ত হ'য়ে ;
তাই আবার বলি—
ওঠ,
জাগ,
উত্তাল হ'য়ে চল,
জীবনীয় তরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে
সব অন্তরে-অন্তরে
দীপ্ত জীবনে

পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
জীবনের লুব্ধ উষ্মিত
বোধ-বিপর্য্যয়ী
ক্ষয় ও ক্ষতি
যা' সাত্বত বর্দ্ধনাকে
বিক্ষোভিত ক'রে তোলে,
তাকে উত্তাল নিরোধে
নিরোধ ক'রে
অবলুপ্ত ক'রে দাও,
শান্তি, স্বস্তি, স্বধার
সামগানে
কৃতি-হোম-উদ্দীপনায়
সমস্ত হৃদয়কে
পরিতৃপ্ত ক'রে তোল ;
আরো বলি আবার—
অলস হ'য়ে থেকো না,
ওঠ,
কর,
চল,
সবার হৃদয়ের কেন্দ্র

ঐ তোমাতেই,
আর তোমাদের প্রত্যেকের
হৃদয়-কেন্দ্র
যেন দীপালী-দীপনায়
সজ্জিত হ'য়ে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
ঐশ্বর্য্যের অঢেল উচ্ছলায়,
বল ও বিক্রমের
বহ্নি-দীপনায়,
মেধা, বোধ ও বিবেকের
বীচি-চলনে
সব যা'-কিছুকে
সংহত ক'রে
কুলস্পর্শী হ'য়ে ;
এই উত্থান
সমস্ত পতনকে
অবদলিত ক'রে
উদ্দীপনী তৎপরতায়
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক ;
আমার এই অকাট্য প্রার্থনা—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



আমার এই পরম আকূল নিবেদন—
যিনি সবার একান্ত,
আমারও এক—
অদ্বিতীয়,
তাঁর চরণে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে
সব জীবনে
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক ;
কর,
করুণার অধিকারী হও,
দয়ার অধিকারী হও.
পাওয়ার অধিকারী হও,
দেওয়ার অধিকারী হও,
বলার অধিকারী হও.
চলার অধিকারী হও,
বোধ ও মেধার অধিকারী হ'য়ে
প্রাজ্ঞ চেতনায়
সব যা'-কিছুকে
প্রজ্ঞান্বিত ক'রে তোল—
সবাইকে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আপদ্‌শূন্য ক'রে—
নিরাপদ্‌ ক'রে
শুভস্থগুলে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলে ;
প্রার্থনা আমার—
সেই পরমকারুণিক
পরমপিতা
যিনি সব যা'-কিছুরই বপ্তা—
আমার
তোমার
প্রত্যেকেরই—
তাঁর করুণানির্ঝ'র
সব অন্তরে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে
সবাইকে
সাধু কৃতি-উদ্দীপ্ত
ক'রে তুলুক ;
দয়াল আমার !
করুণাময় তুমি,
কৃতি-উদ্দীপনা তুমি,
ভাববৃত্তির স্বতঃসম্বেগ তুমি,

সবাইকে
শুভের
কল্যাণের
অধিকারী ক'রে
মাঙ্গলিক আবহাওয়ায়
দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত ক'রে তোল ;
শান্তি
স্বস্তি
তৃপ্তি
একাধারে
মাঙ্গলিক যা'-কিছু আছে
সবই যেন উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
তোমার করুণা-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ;
দয়াল !
আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর,
আমি যে চাই তোমার কাছে,
আমি যে সন্তান,
আমি কার কাছে চাইব বল ?
তুমি ছাড়া
আর কি কেউ আছে ?

তাই চাইতে হ'লেই
তোমার কাছে চাইতে হয় ;
দয়াল !
আবেদন আমার মঞ্জুর কর,
সবাইকে পরিতৃপ্ত ক'রে তোল,
সুন্দর ক'রে তোল,
সুশোভন ক'রে তোল,
সবার উপরে—
সবাই কৃতিসুন্দর হ'য়ে
বোধদীপ্ত হ'য়ে
আয়ুষ্মান হ'য়ে
অমরার
অমৃতস্পর্শী হ'য়ে উঠুক,
—এই তো আমার
একান্ত প্রার্থনা ।

---

১লা বৈশাখ, ১৩৬৬ ।
নববর্ষ-উপলক্ষে ।

## ৬৪

প্লাবনের দুর্ম্মদ বিপ্লব
আকাশ-বাতাস ছুঁইয়ে
অমোঘ নির্ঝরে
বন্যার বাণ সৃষ্টি ক'রে চলেছে,
সঙ্গে সঙ্গে
দুর্ভিক্ষের হাহাকার,
রোগ, শোক, দারিদ্র্যের
কুটিল নিষ্পেষণ
সব যা'-কিছুকে
বিদলিত ক'রে
প্রাণান্তকর উচ্ছল চলনে চলেছে,
অশ্বিনীর
ভীতবিহ্বল পদবিক্ষেপ
সব হৃদয়কে
হতাশ-আতঙ্কে
আলোড়িত ক'রে
নিবিড় তমসার
সৃষ্টি ক'রে চলেছে,

সঙ্গতিহারা,
তৃপ্তিহারা,
অনুকম্পাহারা সবাইকে
আত্মহারা ক'রে তুলতে চলেছে ;
এই দুর্ম্মদ দুর্দ্দিনের ভিতরে
আপনার পথ
আপনি সৃষ্টি ক'রে
মা আমার
আবার এলেন—
সন্তানের দুঃখের সীমাকে
অতিক্রম ক'রে
আনন্দের আশীষ-থালি-হাতে—
অভয় বিতরণ করতে,
সাথে সাথে
আকাশ, বাতাস
আর এই প্লাবন কাঁপিয়ে বলছেন—
'ভয় নেই,
ওঠ, জাগ,
ধৃতিদীপ্ত হও,
সংহত হ'য়ে

সক্রিয় অনুনয়নে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
সাহায্য কর,
সহায় হও,
সন্দীপনার পরিবেষণে
জাগ্রত ক'রে তোল সবাইকে' ;
আর অভয়-হস্ত উৎসারিত ক'রে
তেমনি ক'রেই বলছেন—
'ভয় নেই,
ভয় ক'রো না,
কর, ধর, চল,
ধৃতিপথের যাত্রী হ'য়ে
ধৃতিমন্ত্রে সবাইকে জাগ্রত ক'রে তোল,
সক্রিয় সাধনায়
সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
সাত্বত পরিচর্য্যায়
সব-কিছুকে
পরিভৃত ও পরিচ্ছন্ন ক'রে তোল,
অন্তর-উৎসারিত
জীবনীয় অমৃত

পরম উচ্ছলায়
তোমাদের সব জীবনকে
সচ্ছল ক'রে তুলুক,
সবাই সবার
জীবনীয় হ'য়ে ওঠ,—
শিবসুন্দর
প্রত্যেকটি অন্তরে
সজাগ হ'য়ে উঠুন' ;
বল—
'ব্যোম্ বিশ্বনাথ !'
বিশ্বমহাদেবের
আরতি-বন্দনা
সাম-সঙ্গীতের সুচারু বিনায়নে
সব হৃদয়কে উচ্ছল ক'রে তুলুক্—
আশায়, ভরসায়,
জীবনে, জ্যোতিতে,
ঐশী বিভূতি-বিভব আহরণে ;
আর, এমনি ক'রে
বেঁচে থাক,
বেঁচে চল,

সবাইকে বাঁচাও,—
দৈন্য যেন তোমাদের
দীন করতে না পারে,
অফুরন্ত উদ্দীপনা নিয়ে
উর্জ্জনার মহান্ অভিনিবেশে
সক্রিয় হ'য়ে ওঠ—
তোমরা সবাই ;
জীবন-যন্ত্রকে
ঐ মন্ত্রপূত ক'রে
বর্দ্ধনার বিদীপ্ত বিভায়
সবাইকে
অমর ক'রে তোল,
বেঁচে থাক,
বেড়ে চল,
এমনি ক'রে
বাঁচাও,
বাড়াও সবাইকে ;
সব জেনো—'তুমি',
আর, সব তোমরাই
তোমাতে,

এমনি ক'রে
প্রতিপ্রত্যেকে
উচ্ছল উদ্দীপনায়
উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক ;
এমনি ক'রেই
অমরার অমৃত-উৎসেচনে
অমৃতময় ক'রে তোল সবাইকে ;
নিজে ধর,
নিজে কর,
নিজে চল,
নিজে বল,
এই ধরা, করা, চলা, বলাই
সব হৃদয়ে
সঞ্চারিত হ'য়ে
সবাই যেন
ঐ অমনতরই
ধরে, করে,
চলে, বলে—
যার ভিতর-দিয়ে
বিদীপ্ত হ'য়ে

ঐ অমর বিদীপনা
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে
তোমাদের অন্তর-বাহিরে
সব দিক্ দিয়ে ;
একটা জীবনীয় স্ফোটন-প্লাবন
কুটিল বন্যাকে
অপসারিত ক'রে
অমৃত-নিষ্যন্দী হ'য়ে উঠুক ;
মা আমার,
মা তোমার,
প্রত্যেক যা'-কিছু
সবারই মা,
এই মাতৃ-আরাধনার
মঙ্গল-দীপনা
প্রতি ঘরে ঘরে
অন্তরে অন্তরে
তাথৈ-তালে
নেচে উঠুক ;
মাকে নিয়ে সুখী হও,
মাকে দিয়ে সুখী হও,

আর, ঐ মাতৃ-অনুশাসনের
অনুধাবনী অনুচলনে
মায়ের আরতি-সঙ্গীতের
তাথৈ-তালে
সব জীবনে
মা আমার
থৈ-থৈ ক'রে নেচে উঠুন ;
এই তো মায়ের পূজা,
কেমন, তা' নয় কি ?
আমি আমার
পরম একান্ত
পরম দেবতা
পরম ঐশ্বর্য্য যিনি
তাঁর চরণে
ঐকান্তিক আন্তরিকতা নিয়ে
এই-ই প্রার্থনা করছি—
'দয়াল !
তুমি কি আমার
প্রার্থনা মঞ্জুর করবে না ?
তোমার দয়ার অবদানে

আমরা কি উচ্ছল হ'য়ে উঠব না ?
তা' তো উঠবই,—
আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে
সব জায়গায়
তোমার দয়াই তো উচ্ছল
হ'য়ে উঠছে,
ঐ দয়াই যে
আমাদের রক্ষাকবচ,'
তাই-ই বলি সবাইকে—
'দয়া কর,
দয়া পাবে,
করাই পাওয়ার জননী।'

---

২৪শে আশ্বিন, ১৩৬৬।
৺বিজয়া-দশমী-উপলক্ষে ।

## ৬৫

বড় খোকা !

তুমি আমার

প্রথম সন্তান,

তোমার মায়ের তুমি

অঞ্চল-উচ্ছল অমর উদ্ভাস,

তোমার চারিত্রিক দ্যুতি

আমার অন্তঃকরণকে

উদ্ভাসিত ক'রে

সব পরিবেশকে

উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে,

অনুবেদনা,

স্বতঃ-সেবামুখর তৎপরতা,

হৃদয়খোলা স্নিগ্ধ

শাসন-নিয়মনী প্রীতিপ্রসন্ন সন্দীপনা,

ধারণ-পালন-পোষণী পরিক্রমা,

আমাকে যেমন

তৃপ্তি-প্রস্রবণে

বিধৌত ক'রে তুলে

# আশীষ বাণী

মমতাশীল মন্দাকিনীর মত
সবাইকে সন্দীপ্ত
ও পোষণ-তৃপণায় পরিপুষ্ট
ও পরিভৃত ক'রে তুলেছে,
তাতে আমার আনন্দনন্দিত উৎসর্জ্জনা
এ বয়সেও
দ্যোতন-বিভূতিসম্পন্ন ক'রে
অন্তঃকরণকে
উদ্বুদ্ধ ক'রে রেখেছে ;
আমার যিনি পরমকারুণিক
যিনি আমার পাতা
যিনি আমার ত্রাতা
যিনি আমার
সব-কিছুরই সর্ব্বেশ্বর,
তাঁর চরণে
তাঁর এই অকৃতী সন্তানের
একান্ত প্রার্থনা—
তুমি ও তোমরা
তাঁতে সমুদ্ধ লক্ষ্য রেখে
নিষ্ঠানন্দিত হ'য়ে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



নীরোগ, নিরাপদ্
ও সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক—
সমস্ত-সবকে নিয়ে ;
অমৃতস্পর্শী হোক সকলে,
সুনিষ্ঠ জীবন-বর্দ্ধনে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
সম্বর্দ্ধনী হোতা হ'য়ে উঠুক—
সেবায়,
অনুরাগ-দীপনায়,
পোষণে,
পালনে,
পরিভূতির ভূতি-দ্যোতনায়,
উর্জ্জী উচ্ছ্বাবে মেরুজ্যোতির মত ;
তুমি সুস্থ থাক,
সবল হও,
সকলকে সুস্থ রাখ,
সবল ক'রে তোল,
সমৃদ্ধির উর্জ্জী দ্যোতনায়
ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আত্মীয়, পরিজন, পরিবেশ
সব-সকলকে
পরিপ্লাবিত ক'রে তোল,
নিষ্ঠুরকে প্রাণশীল ক'রে তোল,
পঙ্কিলকে অনাবিল ক'রে তোল,
দুষ্টকে শিষ্ট ক'রে তোল,
নষ্টকে শ্রেষ্ঠ ক'রে তোল,
আর, তোমার কৃতি-তপ
প্রতি পদক্ষেপে যেন
সবাইকে
প্রাণনশীল ক'রে তোলে ;
ঈশ্বর—
যিনি সবার ঈশ্বর,
যিনি সবারই অন্তঃস্থ
ধারণ-পালনী সম্বেগ,
সব-কিছুর অমৃত-অভিনিবেশ—
তিনি
কল্যাণস্রোতা মঙ্গলে
সবাইকে অজচ্ছল ক'রে তুলুন,
আর, উচ্ছল প্রাণন-দীপনায়

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



তুমি তাঁরই সক্রিয় হোতা হ'য়ে থাক,
পরম-কারুণিক
পরমপিতার কাছে
আমার এই একান্ত প্রার্থনা।

---

১৫ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৬।
পূজ্যপাদ বড়দার ৪৯তম জন্মতিথি-উপলক্ষে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ৬৬

চৈত্রের ধূলি-ধর্ষিত
অজস্র ঘূর্ণিকে অতিক্রম ক'রে
জননী প্রকৃতি আমার
বৈশাখে পদার্পণ করলেন আজ—
ঊষার রাগদীপনী
লালিমাভ সিন্দূরবিন্দু
ললাটে প'রে ;
এখনও ঐ দেখ মা আমার
লালিভ কৃষ্ণবর্ণ ওড়না
তাঁর চারিদিকে বিছিয়ে
ফুরফুরে হাওয়ায়
উড়ন্ত হ'য়ে চলেছেন ;
তিনি আজ বিশাখায়,
তাঁর দীপন-বিভা
সব যা'-কিছুকে স্ফুরিত ক'রে
জীবন-উৎসারণায়
উদ্দীপ্ত ক'রে চলেছে ;
নিদাঘের তাপবিধুর

সমস্ত বিড়ম্বনাকে অগ্রাহ্য ক'রে
ঐ জননী প্রকৃতিদেবী
সব যা'-কিছুকে
জীবন-প্রভায় উৎসারিত ক'রে
জীয়ন-অনুধ্যানে
সকলকেই স্ফুরিত ক'রে তুলেছেন ;
মা !
তুমি এস,
ঐ অমৃত-ভাণ্ডে
তোমার অঙ্ক বিভূষিত ক'রে
সব যা'-কিছুকে
জীবনীয় ক'রে তোল—
তোমার ঐ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে
নিষ্ঠানন্দিত অনুরতি-আনুগত্যে
সব যা'-কিছুকে
জীবন-সাধনায় সন্দীপ্ত ক'রে তুলে ;
ধৃতি আসুক,
কৃতি আসুক,
প্রীতি আসুক,
আসুক পারস্পরিকতার

সৌহার্দ্দ্য-সমাবেশ,
যার ভেতর-দিয়ে
প্রতিটি বৈশিষ্ট্য
বিভাবিত হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেককে
শুভ-সন্দীপনায় স্বস্তিপ্রসন্ন ক'রে
অনন্ত অচ্ছেদ্য জীবনের
অধিকারী ক'রে তোলে,
ধৃতি, স্বস্তি, স্বধা
হোম-আহুতিতে
ঐ জীবনকে
আহ্বান করুক ;
সব যা'-কিছুর
মন্ত্রপূত নন্দনাই হ'য়ে উঠুক
অনন্ত জীবনের
অসীম স্থৈর্য্য-সাধনা ;
সকল উদ্দীপনায়
সকল সন্দীপনায়
সকল প্রদীপনায়
সুদীপ্ত, প্রদীপ্ত, সন্দীপ্ত হ'য়ে

প্রতিপ্রত্যেককে
সজাগ ক'রে তোল মা আমার !
সবাই জাগুক,
সবাই উঠুক,
সবাই করুক,
সবাই চলুক,
—অবিশ্রান্ত অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
প্রাজ্ঞ-পিপাসায় আপূরিত হ'য়ে
তোমারই স্বস্তি-পানীয়ে
পরিতৃপ্ত হোক ;
তাই বলি,
আবার বলি,—
ঐ তৃপ্তি-বিভোর উর্জ্জনা নিয়ে
ওঠ, জাগ, কর,
আর সব-সময় নজর রেখো
তোমার ইষ্টে—
আদর্শে—
ঐ জীবনীয় মণিকেন্দ্রে,—
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য নিয়ে
একায়িত অনুশীলন-সন্দীপনায়

সব যা'-কিছুকে
বিচার-বিশ্লেষণে
সম্যক্ দেখে
সম্যক্ শুনে
সঙ্গীতিশীল তৎপরতায়
বিন্যস্ত ক'রে,
মিলন-নিষ্যন্দী ক'রে ;
সমস্ত বিভেদগুলিকে
সমস্ত আঘাতগুলিকে
সমস্ত ব্যাঘাতগুলিকে
সুসঙ্গত
সংশুদ্ধ ক'রে
বোধনার উজ্জয়ী অভিসারে
চলতে থাক ;
সব থাকাগুলি
প্রত্যেক থাকাটার অস্তিত্বকে
এমনভাবে বিভূষিত ক'রে তুলুক—
স্বতঃ-স্বাধীন নন্দনায়
সুযুক্ত সন্দীপনায়,
সুসঙ্গত ঐক্য-অনুসারী-অনুনয়নে

উদ্ভিন্ন ক'রে সবাইকে,
বিজ্ঞ উন্মেষণার
উদ্ভেদ্য স্ফুরণায়
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সব যা'-কিছুকে
বিনায়ন করতে করতে ;
আবার বলি—
ওঠ, জাগ,
কৃতিতপা হ'য়ে চল ;
সসাগরা পৃথিবী
ঊর্দ্ধ, অধঃ, যা'-কিছুকে
আয়ত্তে এনে
সমঞ্জসা সন্দীপনায়
সব যা'-কিছুর
একায়িত অনুদীপনায়
প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
প্রত্যেক বিশেষের
বিশিষ্ট চর্য্যায়
পোষণার প্রদীপ্ত স্থণ্ডিলে

প্রতিপ্রত্যেককে স্থাপিত ক'রে ;
অভিযোগের কিছু রেখো না,
দ্বন্দ্বের কিছু রেখো না,
ঈর্ষ্যার কিছু রেখো না,
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যের
সুদক্ষ সমাহারে
প্রতিটি প্রত্যেকে
সুসিদ্ধ সতর্কতার
সন্দীপনী স্ফুরণ-বীর্য্যে
প্রতিপ্রত্যেককে প্রতিষ্ঠ ক'রে তোল ;
তুমি প্রত্যেকের হও,
প্রত্যেকে তোমার হোক্,
এমনি ক'রে
জীবন-মালিকাকে
পরিশোভিত ক'রে তোল,
আর ঐ মালিকা
নতজানু হ'য়ে
পরম বিভূতি যিনি
তাঁরই অর্ঘ্য হ'য়ে উঠুক ;
আবার বলি,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



আবার বলি,
আবার বলি,—
ওঠ, জাগ, ধর,
অলস হ'য়ে থেকো না,
নীরব হ'য়ে থেকো না,
বধির হ'য়ে থেকো না,
বোবা হ'য়ে থেকো না,
কৃতি-উদ্যত উদ্যমে
নিষ্ঠানিপুণ অনুচর্য্যা নিয়ে
ধর, কর, পাও ;
আর এই পাওয়া
তোমাদের প্রত্যেকের কাছে
অফুরন্ত হ'য়ে উঠুক,
অচ্ছেদ্য হ'য়ে উঠুক জীবনে,
অটুট হ'য়ে থাকুক সত্তায়,
উচ্ছল হ'য়ে থাকুক
তোমাদের বীর্য্য-প্রণিধানে ;
পরম-দয়াল !
পরম-পিতা !
পরম-কারুণিক !

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তোমার অন্তঃস্থ ঐ উর্জ্জনায়
সবাইকে অনুকম্পিত ক'রে
প্রতিপ্রত্যেককে
উদাত্ত অসীম জীবনের
অধিকারী ক'রে তোল,
সবাই সুখী হোক,
অফুরন্ত তৃপ্তির অভিসারে চলুক ;
ধৃতি অফুরন্ত হ'য়ে উঠুক,
স্বস্তি, স্বধা ও শান্তি
বর ও অভয় নিয়ে
জননী প্রকৃতিদেবীর
অর্ঘ্য হ'য়ে উঠুক—
প্রতিটি প্রাণের
প্রাণন-রণনী আকৃতির
জীবন-মন্ত্রে ;
দয়াল !
প্রতিপ্রত্যেকেই যেন
ভক্তিমত্ত হ'য়ে ওঠে,
জ্ঞানদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
অসীম, অবাধ জীবনের

অধিকারী হ'য়ে ওঠে ;
স্বস্তি, শান্তি ও স্বধার
শুভ পোষণায়
প্রতিপ্রত্যেকে যেন
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
দয়াল !
প্রতিপ্রত্যেককে
অনন্ত জীবনের অধিকারী ক'রে তোল,
শোকহীন, ঈর্ষ্যাহীন,
বাধাবিপত্তিহীন ক'রে
অটুট অনুচর্য্যী ক'রে তোল ;
একান্ত আমার !
এইতো আমার একান্ত প্রার্থনা
তোমারই ঐ
জীবনীয় রাতুল চরণে,
দাও দয়াল !

---

১লা বৈশাখ, ১৩৬৭।
নববর্ষোপলক্ষে।